A BENGALI VERSION

OF

HOMER'S ILIAD

VOL. III

BY

JOGENDRA NATH KABYABINODE.

ইলিয়ড্ মহাকাব্য

তৃতীয় ভাগ।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ কাব্যবিনোদ কর্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

সন [illegible] সাল

মূল্য [illegible]

একাদশ কাণ্ড।

তৃতীয় যুদ্ধ ও এগামেম্‌ননের শৌর্য্য।

বিষয়।

এগামেম্‌নন্ সমরসাজে সজ্জিত হইয়া গ্রীক্‌গণকে লইয়া যুদ্ধে গমন করেন। হেক্টর সমরার্থে ট্রোজানগণকে সজ্জিত করেন; এবং যোভ্, জুনো ও মিনার্ভা যুদ্ধের ইঙ্গিত করেন। এগামেম্‌নন্ অদ্ভুত বীর্য্য প্রদর্শন করেন; এবং যোভ্ (আইরিস্ দেবীকে প্রেরণ করিয়া) হেক্টরকে, যে পর্য্যন্ত না সম্রাট আহত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হন, যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিতে আদেশ করেন। রাজপুত্র অনেক শত্রু নিহত করেন; উলেসিস্ ও ডায়োমেড্ কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাকে বাধা দেন; কিন্তু ডায়োমেড্ পারিস কর্ত্তৃক আহত হইয়া, সহচরকে বিপদ-সাগরে ফেলিয়া পলাইতে বাধ্য হ'ন; উলেসিস্ ট্রোজানগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আহত হ'ন; এবং মেনিলস্ ও এজাক্স এই মহাবিপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন। হেক্টর, এজাক্সের বিরুদ্ধে আগমন করেন; কিন্তু ঐ বীর একাকী বহু শত্রুকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া গ্রীক্‌গণকে স্থির রাখেন। ইত্যবসরে অপর পার্শ্বে মেকেয়ন্, পারিসের শরে আহত হইয়া নেষ্টরের রথে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হন। একিলিস্, (নিজ পোত হইতে দর্শন করিয়া) কোন্ গ্রীক্ আহত হইয়াছেন জানিবার নিমিত্ত পেট্রোক্লস্‌কে প্রেরণ করেন। নেষ্টর আপন শিবিরে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন; এবং সেই দিবসের ও পূর্ব্ব যুদ্ধ সকলের বিবরণ বর্ণন করিয়া, স্বদেশীয়গণের রক্ষার্থ একিলিস্‌কে অনুরোধ করিতে কিংবা তাঁহার বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া নিজে যুদ্ধে আসিবার অনুমতি লইতে প্রার্থনা করেন। প্রত্যাগমন সময়ে পেট্রোক্লস্ আহত উরিপিলস্‌কে অবলোকন করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করেন।

(অষ্টবিংশ দিবসের বিবরণ এই কাণ্ডে আরম্ভ হইয়া দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ, ও অষ্টাদশ কাণ্ডের কিয়দংশে শেষ হইয়াছে। দৃশ্য—ইলসের স্তম্ভ সমীপস্থ প্রাঙ্গনে।)

ইলিয়ড্।

সুন্দর প্রভাত সুখশয্যা পরিহরি',
নামিলেন ভূমে এবে রক্ত বস্ত্র পরি' ;
আলোকে মানবগণ পুলকিত মন ;
পুনঃ সুমধুর হাসি হাসিল গগন।
কৃতান্তা ইরিস্‌দেবী, যোভের আজ্ঞায়,
উজলি' অম্বরতল লোহিত আভায়,
জ্বলন্ত বিবাদচিহ্ন বাতি লয়ে করে,
নামিলেন বাত্যাসহ বাহিনী উপরে।
উলেসিস্-তরীপ'রে, সুদূর গগনে,
আবির্ভূতা দেবী, হাঁকে কঠোর নিশ্বনে।
এজাক্স ও একিলিস্ দূরে করে বাস,
শুনি' ভীম হুহুঙ্কার, পাইল তরাস।
এবে এ ভীষণ বার্ত্তা, অর্থীয় নিকর
গায় উচ্চরবে, গ্রীক্ বাহিনী ভিতর ;
কাঁপে পোত শ্রেণী ; শুনি' এ হেন আহ্বান,
সাজে ব্যগ্রভাবে যত বীরের সন্তান।
স্বদেশ-গমন-বাঞ্ছা না রহিল আর ;
অন্তর সমররঙ্গে মাতিল সবার !
উচ্চাদেশে, স্বদৃষ্টান্তে এগামেম্নন্
করে উৎসাহিত যত সমরীর মন।
দর্পী গ্রীস্অধিপতি, সবার প্রথমে,
আবরিত করে দেহ সুদৃঢ় বরমে।
শশব্যস্তে নরবর পরিলেন পায়,
সুন্দর পাদুকা, রৌপ্য তারা ঝকে তায়।
সিনিরস্ ভূপতির চারু উরস্ত্রাণ,
বিশাল উরস্ তাঁর করে শোভমান,

(সাইপ্রিয়ান্ উপকূলে ভূপতি উদার,
গ্রীসের সমর-যশঃ শুনিয়া অপার,
দর্পী নরবর সহ মিত্রতা-কারণ,
হেন উরস্ত্রাণ তাঁয় করেন প্রেরণ।)
দশ শ্রেণী লৌহ তারা শোভে'পরে তার,
সুবর্ণ দ্বাদশ শ্রেণী, বিংশ টিনসার।
কৃত্রিম সপক্ষ তিন সর্প ভয়ঙ্কর,
বক্র গল-ত্রাণে; তা'সবার শল্ক'পর,
প্রতিফলি' রবিকর, বিবিধ বরণে,
ঝকে যেন রামধনুঃ উদিত গগনে;
(রঞ্জিত যোভের ধনুঃ প্রকাশি' অম্বরে,
দেখায় সৌভাগ্যচিহ্ন মানব নিকরে।)
প্রলম্বিত উত্তরীয় অতি চমৎকার,
স্কন্ধ হ'তে; দুলে তায় দীর্ঘ তরবার;
অতি স্থূল মুষ্টি তার নির্ম্মিত কনকে,
রজত-রচিত কোষ ঝকে ঝকঝকে।
প্রকাণ্ড গোলক, সুবিশাল ঢাল'পরে,
চারি ভীতে তীব্র ছটা বিকীরণ করে;
দশধা পিত্তল সেই ঢালের বেষ্টন,
বিংশধা পিত্তল তার দৃঢ় আবরণ;
তর্জ্জে ক্ষেত্র'পরে তার গর্গন্ ভয়াল;
কুণ্ডলিত নানা সর্পে বেষ্টিত সে ঢাল।
দুলে রৌপ্য রজ্জু এক নিম্নেতে তাহার,
জড়িত ভুজঙ্গ তায় ভীষণ আকার,
সুনীল সুদীর্ঘ অঙ্গ ক্রমে তরঙ্গিত,
তিনটী মস্তক কারুকার্য্য-সমন্বিত।

সুন্দর শিরস্ত্র ভূপ পরিল মাথায়,
তুরঙ্গম-পুচ্ছে তার শিখা শোভা পায় ;
ধরিলেন অতঃপর বরষা-যুগল ;
ছটায় সমর-ভূমি হইল উজল !
এবে দিবেশ্বরী জুনো, সমর-ঈশ্বরী,
জানান মঙ্গল গ্রীকে বজ্রনাদ করি'।
শূন্যে আবির্ভূতা দোঁহে ভূপ-শিরোপরে,
অপেক্ষা করেন রণ মেঘের অন্তরে।
খাত-সন্নিধানে দ্রুত তুরঙ্গ-যোজিত,
সারথি, অগণ্য রথ করিয়া সজ্জিত,
করিছে অপেক্ষা ; এবে উঠে রথিগণ ;
ছুটে অশ্বকুল রণে, সম সমীরণ।
ধরিয়া বিশাল ঢাল, কাঁপায়ে মেদিনী,
ধাবিল পশ্চাতে তার বিশাল বাহিনী।
শুনি' সিংহনাদ ক্ষোভে তপন তাপিত ;
উথলে বারিধি-জল ; পৃথ্বী প্রকম্পিত।
নিজে যোভ্, সাজে সেনা আদেশে যাঁহার,
বরিষেন রণাঙ্গনে শোণিতের ধার ;
হায় ! ঘোর দুঃখ তাঁর সমুদিত চিতে,
হেন নরহত্যা-কাণ্ড নয়নে হেরিতে !
ইলসের স্তম্ভপাশে, নানা অস্ত্রধারী
অসংখ্য ট্রোজান্ সেনা শোভে সারি সারি ;
হেক্টর্, পলিডেমস্ প্রজ্ঞা-সমন্বিত,
ইনিয়স্ দেবসম সতত পূজিত,
দর্পী পলিবস্, এজিনর মহামতি,
সহোদর দেঁহে এণ্টিনরের সন্ততি,

একামস্, রূপে যাঁর দেব লাজ পায়,
বাহিনীর মধ্যভাগে সদর্পে দাঁড়ায়।
আবৃত বিশাল ঢালে হেক্টর্ ধীমান,
কৌশলে অদ্ভুত ব্যূহ করেন নির্ম্মাণ।
লোহিত তারকা যথা ঝলসি' নয়ন,
কভু ঝকে, কভু মেঘে হয় অদর্শন,
তেমতি বাহিনী মাঝে বীরেন্দ্র বেড়ায়,
কভু বা সম্মুখে, কভু সেনাতে মিশায়;
বর্ম্ম তাঁর, যবে শূর ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে,
স্রাবে অগ্নিকণা, যে বিদ্যুৎ বিকাশে।
যথা ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ কৃষকের দল,
করেতে কর্ত্তনী, দেহে ঝরে স্বেদজল,
পরিশ্রমি' অবিরাম, সমভাবে যায়;
পক্বশস্য-তৃণকুল ভূতলে লুঠায়;
তেমনি ট্রোজান্ গ্রীক্ মাতিল সমরে;
পড়িল অসংখ্য সেনা রণভূমি' পরে।
না ফিরে পশ্চাতে কেহ, যুঝে প্রাণপণে,
পদাতি পদাতি সহ, রথী রথী সনে।
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল যেন করিছে শিকার;
প্রতিবীর-দেহ বাহি' ঝরে রক্তধার।
পলায় অমর! একা বিবাদ ভীষণ,
নাচিয়া উল্লাসে, হত্যা করে বিলোকন।
সমুজ্জ্বল বপুধারী যতেক অমর
বসে হেম হর্ম্ম মাঝে দেবগিরি'পর;
হেরিয়া ভীষণ হত্যা বিষাদের ভরে,
একবাক্যে নিন্দে যোভে পক্ষপাত তরে।

একান্তে একাকী বজ্রপাণি দেবরাজ,
স্বর্ণ সিংহাসন' পরি করেন বিরাজ ;
হইয়া বেষ্টিত দীপ্ত গৌরবে অপার,
করিছেন একমনে অদৃষ্ট-বিচার।
পৃথ্বী পানে দিবেশ্বর ফিরায়ে নয়ন,
নিরখেন হর্ম্মদামে শোভে ইলিয়ন্,
পোতপরিবিত সিন্ধু, ভীম রণস্থল,
গর্জ্জে জেতা, পড়ে ভূমে হত বীরদল।
এরূপে, অম্বরে যবে বালক তপন
বিস্তারেন ক্রমে ক্রমে উজল কিরণ,
তর্জ্জিয়া করাল কাল চৌদিকে বেড়ায় ;
শোণিতে সমরিকুল অঙ্গন ভাসায় ;
কিন্তু এবে, (যবে স্নিগ্ধ উপত্যকা'পরে,
তপ্ততনু কাঠুরিয়া শ্রান্তি ক্লান্তি হরে ;
আয়াসিত বাহু নারে ধরিতে কুঠার,
না থাকে ছেদিতে কাষ্ঠ সামর্থ্য তাহার,
ত্যজে পরিশ্রম তবে ; কিন্তু যতক্ষণ,
নহে মহীরুহশূন্য অর্দ্ধেক কানন।)
উঠিলে অম্বর মাঝে মধ্যাহ্ন তপন,
হইল শিথিল রণে গ্রীক্ সেনাগণ।
বলী এগামেম্‌নন্ ধাবিয়া এবার,
রোষভরে বিয়েনরে করেন সংহার ;
অইলুস্, সারথি তাঁর, প্রতিহিংসা তরে,
রথ হ'তে লম্ফ দিয়া পড়ে ভূমি'পরে ;
কিন্তু ভূপকরচ্যুত নারাচ ভীষণ,
ভেদিয়া মস্তক তাঁর, হরিল জীবন।

অস্ত্র তনুত্রাণ ভূপ লইল কাড়িয়া ;
ভূমে হায় ! যুবাদ্বয় রহিল পড়িয়া।
ধূলায় লুঠায় এবে রম্য কলেবর ;
হরে চারু মুখকান্তি প্রখর ভাস্কর !
ধায় রণে প্রায়ামের যুবা সুতদ্বয়,
পত্নীজাত এক, অন্য কৃত্রিম তনয়।
এক রথে যুবাযুগ করিছে বিরাজ ;
বুঝে এক, করে অন্য সারথির কাজ।
চরা'ত যুবকদ্বয় সতত কুশলে,
জনকের পশুপাল ইডাগিরি-তলে।
একিলিস্ গিরি'পরে হেরিয়া দোঁহায়,
বেঁধেছিল এককালে কঠিনা লতায়।
প্রচুর নিষ্ক্রয়ে পিতা উদ্ধারে তখন,
আট্রাইডিস্-করে হারা'তে জীবন।
ইসস্ রথীর বক্ষঃ ভাসে রক্তধারে ;
ছিন্নশিরা ভ্রাতা পরে পড়ে তাঁর ধারে।
নিরখিয়া অসময়ে দোঁহার নিধন,
আতঙ্কে ট্রোজান্‌কুল করে পলায়ন ;
সেইরূপ, বনস্বামী কেশরী যেমন,
কাননে কুরগশিশু করে আক্রমণ,
ভাঙ্গি' গ্রীবা রক্তপান করে হৃষ্টমনে,
চিবায় কোমল অস্থি বিকট দশনে ;
হরিণী, এ ভীম দৃশ্য নয়নে হেরিয়া,
পলায় সুদ্রুত ঘোর আতঙ্কে কাঁপিয়া ;
আহা ! ঊর্দ্ধশ্বাসে মাতা ধায় বনান্তরে,
আয়ত যুগল নেত্রে অশ্রুধারা ঝরে !

ভগ্ন ব্যূহ মাঝে এবে করিল শয়ন,
দুষ্ট এণ্টিমেকসের দর্পী পুত্রগণ।
নীচ পিতা, পারিসের উৎকোচ-গ্রহণে,
না করে সম্মতি-দান হেলেনা-অর্পণে।
দূরে আট্রাইডিস্ হেরি, তা'সবায়,
শাসিতে করিল বাঞ্ছা দুর্ম্মতি পিতায়।
নিরখি' সম্মুখে ভূপে সহোদরগণ,
ত্যজিল তুরগ-রশ্মি সশঙ্কিত মন;
জানু পাতি' রথ 'পরে বসি' অতঃপরে,
করপুটে প্রাণভিক্ষা যাচিল কাতরে ;—
রক্ষ ভীত যুবাগণে, হে বীরপ্রধান!
সর্ব্বস্ব এণ্টিমেকস্ দিবে তোমা দান,
পশিবে এ বার্ত্তা যবে তাঁহার গোচরে,
বন্দী করিয়াছ সুতে না বধি' সমরে।
কনক পিত্তল লৌহে, কহিনু নিশ্চিত,
তব পোতশ্রেণী বীর! হইবে পূরিত।
এত কহি' অশ্রুধারে ভাসে যুবাগণ,
প্রাণ ভয়ে; নাহি টলে ভূপালের মন।
সরোষে গ্রীসীয়নেতা করিল উত্তর,
নহে কৃপাপাত্র এণ্টিমেকস্-কোঙর;
তুচ্ছ অর্থলোভে সেই পামর দুর্ম্মতি,
উলেসিস্, মেনিলসে করিল দুর্গতি;
করে সন্ধিভঙ্গ; কহ দয়া কোথা আর!
প্রাণদানে কর এবে প্রায়শ্চিত্ত তার।
এত কহি', রথ হ'তে বলে আকর্ষিয়া,
নাশে পিসেণ্ডারে; আত্মা যায় পলাইয়া।

রথ হ'তে ভ্রাতা ভূমে পড়িবে যেমন,
ভীম অসি, বাহুদ্বয় করিল ছেদন।
ছেদিত মস্তক তার, শোণিত শ্রাবিয়া,
যোধকুল মাঝে, দ্রুত যায় গড়াইয়া।
তুমুল সংগ্রামে জিষ্ণু ধাবিল এবার;
ছুটে গ্রীক বীরদল পশ্চাতে তাঁহার।
পদাতি, পদাতিপদে হইল দলিত;
অশ্ব পদতলে অশ্ব হয় বিমথিত।
স্তূপাকারে রজোরাশি উঠিয়া এবার,
অমল অম্বরতল করিল আঁধার।
পিত্তল-মণ্ডিত-খুর অশ্ব সঞ্চালনে,
উঠে ঘোর শব্দ যেন অশনি নিশ্বনে।
বিনাশি' অসংখ্য বীরে ধায় নরবর;
সবিস্ময়ে হেরে তাঁয় অনীক নিকর।
যবে হুতাশন সখা প্রচণ্ড পবন,
বনমাঝে দাবানল করে সঞ্চালন,
নিকুঞ্জ সে কমনীয় মাধুরী হারায়;
মূহুর্ত্তেকে বনস্থলা ভস্মীভূতা, হায়!
সেই রূপ ভূপালের ঘোর ক্রোধানলে,
ছিন্ন ভিন্ন ব্যূহ, সেনা লুঠায় ভূতলে।
পলায় তুরগকুল অসির চিকুরে;
রথীসূতশূন্য রথ ভীমবেগে ঘূরে,
বিকট ঘর্ঘর রবে সমর অঙ্গনে,
করি' বিদলিত চক্রে ট্রয় সেনাগণে।
শোণিততৃষিত কাল কৃপাণ রাজার,
তুষে গৃধ্রগণে, ধন হরিয়া প্রিয়ার।

বীরেন্দ্র হেক্টর রথী পড়িত এবার ;
কিন্তু রক্ষে যোভ্, নহে কাল পূর্ণ তাঁর।
আয়ুধ-ঝটিকা মাঝে, ট্রয়ের ভূষণ
দাঁড়ায়ে বিকট হত্যা করে বিলোকন।
অতিক্রমি' ইলসের সমাধি-মন্দির,
পলায় ট্রোজান সেনা আতঙ্ক-অধীর।
ডুম্বুর কানন যথা শোভে গিরি পরে,
ছুটে সেই পথে সবে পশিতে নগরে।
পশ্চাতে গর্জ্জিয়া ঘন ধায় নরবর,
ক্রুদ্ধ পরিশ্রমে, রক্তে আদ্র´ কলেবর।
বটবৃক্ষ তলে, যথা শোভে স্কিয়াদ্বার,
সহচর সহবীর থামিল এবার।
এদিকে ট্রোজান দল রণে ভঙ্গ দিয়া,
প্রাণ ভয়ে চারিদিকে যায় পলাইয়া।
যেই রূপ ঊর্দ্ধপুচ্ছে ধায় বৃষগণ,
নিশীথে অদূরে শুনি' কেশরি-গর্জ্জন।
ভয়ে সংজ্ঞাহীন সবে, পড়ে স্তূপ 'পরে ;
খণ্ড খণ্ড করে হরি প্রখর-নখরে।
আটরাইডিস্ রথী বিকট তর্জ্জনে,
আক্রমে তেমতি যত পলায়িত জনে।
নাশে রথিগণে বলে নিক্ষেপি' ভূতলে ;
অট্টহাসি' ভীম কাল নাচে রণস্থলে।
প্রাকারের পাশে জেতা করে মহামার ;
হেরে ভিত্তি, হৃষ্ট স্মরি' পতন তাহার।
উরি' ইডা-গিরি'পরে যোভ্ ক্রুদ্ধমতি,
চালিলেন রোষভরে শত স্রোতস্বতী।

ভীম ভুজে বজ্রপাণি কুলিশ লইয়া,
বিচিত্রা দেবীরে এবে কহেন তৰ্জ্জিয়া ;—
আইরিস্ ! উতরি ত্বরা রণাঙ্গন 'পরে,
মম উপদেশ কহ বীরেশ হেক্টরে।
যবে এগামেম্নন্ ভূপ মহাবল,
যুঝে অগ্রভাগে, ধ্বংস করে রণস্থল।
নিবার যুঝিতে তাঁয় ; থাকিয়া অন্তরে,
অর্পে যেন রণভার অপরের 'পরে।
কিন্তু যবে গ্রীসাধিপ বিদ্ধ শরাঘাতে,
আরোহিয়া রথে পুনঃ হঠিবে পশ্চাতে।
অসীম সাহস বল অর্পিব তাঁহায় ;
পলা'বে গ্রিসীয় সেনা বিষম শঙ্কায়।
যাবৎ বারিধি মাঝে না ডুবে তপন,
না পরে যাবৎ পৃথ্বী তিমির-বসন।
এতেক কহিল বজ্রী ; আইরিস্ অমরী
চলিল সমর ভূমে আজ্ঞা শিরে ধরি'।
প্রাকার সমীপে দেবী করে বিলোকন,
শোভে দীপ্ত রথে ট্রয়-গৌরব-তপন।
কহিল ত্রিদশী,—শুন প্রায়াম্-কুমার !
আসিয়াছি জানাইতে আজ্ঞা বিধাতার।
যতক্ষণ গ্রীসাধিপ বীর মহাবল,
যুঝে অগ্রভাগে, ধ্বংস করে রণস্থল।
নাহি ধর অস্ত্র বীর ! থাকিয়া অন্তরে,
অর্পহ সমর ভার অপরের 'পরে।
কিন্তু এগামেম্নন্ বিদ্ধ শরাঘাতে,
আরোহিয়া রথে যবে পিছা'বে পশ্চাতে।

অসীম প্রতাপ যোভ্ অর্পিবে তোমায় ;
পলা'বে গ্রীসীয় সেনা বিষম শঙ্কায়।
যাবৎ জলধি মাঝে না ডুবে তপন,
না পরে যাবৎ পৃথ্বী আঁধার-বসন।
অদৃশ্যা হইল দেবী। হেক্টর অমনি,
রথ হ'তে পড়ে ভূমে ; কাঁপিল ধরণী।
বাজিল ঝঞ্চনে অস্ত্র ; ভল্ল ধরি' করে,
ভ্রমে বীরবর দ্রুত বাহিনী ভিতরে ;
উচ্চ রবে আশ্বাসিত করে ভীতগণে ;
জ্বলিল জিঘাংসা পুনঃ বীরকুল-মনে।
দাঁড়াইল ট্রয়দল ; গ্রীক্ যোধকুল,
একত্র অপেক্ষা করে সংগ্রাম তুমুল।
নব বলে বলী এবে যতেক সমরী ;
গর্জ্জিল সমর পুনঃ ভীম মূর্ত্তি ধরি'।
ধায় নরবর আগে, পরে চমূচয়,
মরণ অথবা জয় করিয়া নিশ্চয়,
কহ কলকণ্ঠে অয়ি মিউজ নিকর!
ভূপ-করে অগ্রে পড়ে কোন্ বীরবর ?
তরুণ ইর্ফিডেমস্ সুদক্ষ সমরে,
এণ্টিনর-সুত, জন্মে থিয়নো জঠরে।
শৈশব হইতে থ্রেসে নিজ নিকেতনে,
মাতামহ সিসিয়ুস্ পালেন যতনে।
না পাইতে গুম্ফরেখা বদনে প্রকাশ,
না হ'তে যৌবন-কান্তি সম্যক বিকাশ।
মাতামহ, নিজ কন্যা ভুবন মোহিনী,
অর্পিল সাদরে তাঁয়, (থিয়নো-ভগিনী।)

যৌবন-সম্ভোগ-সুখ না ভুঞ্জিয়া হায় !
আসে যুবা ট্রয়রণে গৌরব-আশায়।
তুষি' নব বধূজনে বিষাদিত চিতে,
করিলেন যাত্রা, জন্মভূমি উদ্ধারিতে।
পের্কোপির তীরে রাখি' দ্বাদশ তরণী,
স্থলপথে ট্রয় যাত্রা করে যুবামণি।
সেনা মুখে বীরবর ধাবি' বেগ ভরে,
আহ্বানিল রণে জিষ্ণু রাজরাজেশ্বরে।
আট্রাইডিস্ বর্ষা হানেন সবলে ;
নত যুবা, ব্যর্থ অস্ত্র পড়িল ভূতলে।
এবে মহাক্রোধভরে নেষ্টর নন্দন,
ভূপে লক্ষ্য করি' হানে তীব্র প্রহরণ।
লাগিয়া কবচ 'পরে রজতমণ্ডিত,
তুলি' বজ্রনাদ অস্ত্র হয় বিকুণ্ঠিত।
কঠিন আঘাতে ভূপ ক্রোধে হুতাশন,
ধরি' বাম করে তাঁর নারাচ ভীষণ,
মুহূর্ত্তে করাল অসি নিষ্কাসিয়া বলে,
হানে গ্রীবাদেশে ; মুণ্ড পড়িল ভূতলে।
কমনীয় নবযুবা লুণ্ঠিত ধূলায়,
মুদিল নয়নযুগ অনন্ত নিদ্রায়।
ধার্ম্মিক তরুণ আহা ! স্বদেশের তরে,
অকালে অমূল্য প্রাণ দিল অকাতরে !
কান্তায় যুবক বীর না তুষিবে আর ;
কৌমার্য্যের অবসানে বৈধব্য তাহার !
নাহি পাবে প্রেয়সীর প্রেম আলিঙ্গন,
জীতশত্রু-ধনরাশি করিয়া অর্পণ।

দিয়াছিল কত আশা যুবক প্রেমিক,
নব প্রেয়সীরে,—আহা! হইল অলীক!
ধূলিশয্যা 'পরে জীত শায়িত অঙ্গনে;
হরে জেতা বর্ম্ম অস্ত্র উল্লাসিত মনে।
কোয়ুন, অগ্রজ তাঁর, পায় দেখিবারে,
পড়িল কনিষ্ঠ ভ্রাতা শবের মাঝারে।
কোমল সুন্দর তনু বিবর্ণ দেখিয়া,
শত ধারে অশ্রু তাঁর পড়ে গড়াইয়া।
শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় বীর ধাবি' বেগভরে,
ভূপ-ভূজে অলক্ষিতে বর্ষা লক্ষ্য করে।
অতি দৃঢ় সমুজ্বল বরম ভেদিয়া,
বাহুমাঝে গুপ্ত অস্ত্র পশিল গর্জ্জিয়া।
ফিরিয়া চকিত ভাবে নির্ভীক নৃমণি,
কোয়ুনের পানে বর্ষা তুলিলা অমনি।
ভ্রাতৃদেহ এবে বীর করি' আকর্ষণ,
ডাকে স্বদেশীয়দলে সাহায্য কারণ;
সুবিশাল দৃঢ় ঢাল করিয়া বিস্তার,
রক্ষা করে সযতনে শরীর ভ্রাতার।
আট্রাইডিস্ বীর অব্যর্থ সন্ধানে,
ট্রয় যোধে খরধার ভল্ল অস্ত্র হানে।
শুইল ট্রোজান বীর ভ্রাতৃ বক্ষোপরে;
ভূপের ভীষণ অসি শিরশ্ছেদ করে।
আল্লায়ু অভাগা আহা! সহোদরদ্বয়,
সমকালে প্রেতপুরে উপনীত হয়!
গর্জ্জিছে সমর মাঝে জিষ্ণু নরবর,
নানা অস্ত্র-শস্ত্রাঘাতে ক্ষত কলেবর।

কৃপাণে, নারাচাঘাতে, প্রস্তর বর্ষণে,
ছিন্ন ভিন্ন করে ভূপ ট্রয়-সেনাগণে।
সর্ব্বাঙ্গে শোণিত তাঁর ঝরে দর দরে ;
অনুভব করে রথী ক্ষণকাল পরে,
প্রবল যাতনা তাঁর ভেদিছে অন্তর ;—
নারে অঘাতিতে হেন লিথিয়ী নিকর,
(ভয়ঙ্করী দেবীকুল ; শরে যাঁ'সবার,
আসন্নপ্রসবা নারী করে হাহাকার।)
যাতনায় ক্ষিপ্তপ্রায় গ্রীক্ নরবর,
উঠি' রথে রশ্মি সূতে অর্পিল সত্বর ;
ক্ষোভে বিষাদিত রোষে লোহিত-লোচন,
উচ্চরবে যোধগণে কহেন বচন ;—
যুঝ রণে প্রাণপণে ওহে গ্রীক্‌গণ !
মম আরব্ধিত ব্রত কর উদযাপন।
দেখ চেয়ে ক্রোধময় যোভ্ প্রতিকূল,
করিল ছেদন মম সামর্থ্যের মূল।
এত কহে নরবর ; সারথি তখনি,
হানে কশা ; ধায় রথ কাঁপায়ে ধরণী।
নাসিকায় বাস্পস্রাবে তুরঙ্গ সবল ;
কলেবরে ঘর্ম্ম ঝরে তুষার ধবল।
মুহূর্ত্তে ঘর্ঘর রবে রথ জ্যোতির্ময়,
ভূপের শিবিরদ্বারে উপনীত হয়।
নৃপেরে নিবৃত্ত হেরি' বীরেন্দ্র হেক্টর,
উৎসাহেন সেনাগণে কাঁপায়ে অম্বর।
শুনহে ডার্ডানকুল ! লিসিয়ান্ জাতি !
সম্মুখ সমরে বহু লভিয়াছ খ্যাতি।

পূর্ব্বের বিজয় এবে করহ স্মরণ
স্মর লভে কত যশঃ পূর্ব্ব পিতৃগণ।
হের পলাইছে ঐ গ্রীক্ নরবর!
ট্র্য়ে অনুকূল বজ্রী জগত ঈশ্বর।
হও অগ্রসর রণে, ত্যজ প্রাণভয়,
নাশ শত্রু; আজি রণে বিজয় নিশ্চয়।
এরূপে হেক্টর রথী, নরদেব-ত্রাস,
ভগ্নমনা বীরগণে প্রদানে আশ্বাস;
শিকারি কুকুরগণে, লুব্ধক যেমন,
করে উত্তেজিত সিংহে করি' বিলোকন;
তুষি' মৃদুবাক্যে, ধীরে গাত্রে হানি' কর,
করয়ে ইঙ্গিত, অগ্রে ত্যজি' তীক্ষ্ণ শর;
তেমতি হেক্টর আগে ধাবিয়া সমরে,
ট্র্য়ের সমরিগণে উৎসাহিত করে।
সদলে বীরেন্দ্র এবে আক্রমে অরাতি;
যথা দর্পে প্রভঞ্জন ভয়ঙ্কর অতি,
ঘন বৃষ্টি ধারা সহ, গর্জ্জি সিন্ধু'পরে,
সহসা নিক্ষেপে কূলে তরঙ্গ নিকরে।
কহ গো মিউজ! যোভ্-বলে বলবান
বীরেশ হেক্টর হরে কত বীর-প্রাণ?
ডোলপ্স্, অটোনাউস্, এস্তুস্ পড়িল;
ওপিটিস্ তা'সবার পশ্চাতে চলিল।
নির্ভয় হিপেনাউস্ সুদক্ষ সমরে,
ওরস্, ওফেল্টিয়স্ মরে অতঃপরে।
এসিম্নস্, এজিলস্ করিল শয়ন;
মরে কত বীর নহে বিখ্যাত এমন।

পশ্চিম পবন যথা ক্রোধে মত্ত হ'য়ে,
সঞ্চালে নোটস্‌কৃত কাদম্বিনী চয়ে ;
ক্রমে গর্জ্জে প্রভঞ্জন ; প্রতাপে তাহার,
ঘন'পরে ঘন পড়ে হ'য়ে স্তূপাকার ;
উলম্ফি' প্রবল বেগে তরঙ্গ নিকর,
ভাঙ্গি' মহাশব্দে পড়ে বারিধি-ভিতর ;
তেমতি হেক্টর বীর অস্ত্র-সঞ্চালনে,
ছিন্ন ভিন্ন করে রোষে গ্রীক্ সেনাগণে।
বুঝি' ভীম পরিণাম গ্রীসীয় তরাসে,
পলায় কম্পিতদেহে প্রাকারের পাশে।
হেরি' হেন দশা উলেসিস্ বিজ্ঞবর
কহে টিডাইডিসে, ক্রোধে কম্পিত অধর ;—
পোড়ায় হেক্টর পোত, একি লজ্জা হায় !
দাঁড়াইয়া মোরা চিত্র-পুত্তলিকা প্রায়।
চল ত্বরা, দোঁহে মিলি' করিব সমর।
থামে বিজ্ঞ ; টিডাইডিস্ করেন উত্তর ;—
হে সখে ! সংগ্রামে কভু নাহি করি ভয় ;
আসুক হেক্টর, মম পা'বে পরিচয়।
কিন্তু যোভ্-বলে বলী ট্রয়সেনা-দল ;
ঈশ শত্রু যবে, কহ বীরত্বে কি ফল ?
উচ্ছ্বাসিল বীর ; কিন্তু ফিরিয়া অচিরে,
নাশে তীব্র অসিঘাতে থিম্‌ব্রস রথীরে।
নিষ্কাসি' করাল অসি উলেসিস্ বীর,
ছেদিলেন মেলিয়ন্ সারথির শির।
বিনাশিয়া দোঁহা তথা গ্রীক্‌বীরদ্বয়,
সমর সঙ্কুলে পুনঃ প্রধাবিত হয়।

সারমেয়-দলাক্রান্ত শূকর যুগল,
পলা'য়ে প্রথমে কাঁপাইয়া বনস্থল,
ফিরি' অকস্মাৎ পুনঃ, বিকট দশনে,
সেই রূপ বিদারিত করে শত্রুগণে।
ক্ষণেক হেক্টর রথী হইয়া নিশ্চল,
দাঁড়ায় বিস্ময়ে ; পুনঃ গর্জ্জে গ্রীক্‌দল।
এক রথে মেরপ্‌সের তনয় নিকর,
বরমে ঝলসি' আঁখি করিছে সমর।
সুতগণে ভাবিবাদী জনক ধীমান্,
যুঝিতে ট্রয়ের রণে, করে সাবধান।
নিয়তি অপরিহার্য্য ; বৃথা নিবারণ!
ধরে অস্ত্র, নরলীলা করে সংবরণ!
বিনাশিয়া টিডাইডিস্, সোদর নিকরে,
মহোল্লাসে জ্যোতির্ম্ময় বর্ম্ম অস্ত্র হরে।
বিজ্ঞ উলেসিস্, হিপিরোকসে নাশিল ;
ধনী ইপোডেমসের বরম হরিল।
ইডা হ'তে ঈশ হত্যা বিলোকন করে ;
জানায় সমান শিক্ষা সংশয় সমরে।
পিয়োনীয় দলপতি খ্যাত শৌর্য্যতরে,
মরিল এগাষ্ট্রোফস্, টিডাইডিস্-করে।
উঠিবারে রথে বীর দিল বাড়াইয়া
এক পদ ; পড়ে শত্রু নিকটে আসিয়া ;
দূরে রথ ; জানি' মৃত্যু আসন্ন এবার,
ছুটে প্রাণপণে ; কিন্তু না পায় নিস্তার।
দূর হ'তে হেক্‌টর্ হেরিয়া নয়নে,
রক্ষিবারে বীরবরে ধায় সেইক্ষণে ;

ঘন সিংহনাদে তাঁর কাঁপে অনম্বর ;
পশ্চাতে আস্ফালি' ধায় ট্রোজান নিকর।
ট্রয়ের গৌরবে হেরি' সশঙ্কিত মন
ডায়োমেড্, সহচরে কহিল বচন ;—
দেখ আসে অগণন ট্রোজান সমরী,
যেন প্রভঞ্জন ; আগে হেক্টর্ কেশরী।
ধর অস্ত্র ত্বরা। এত কহি' বীরবর
হানিলেন ভীমাকৃতি বরষা সত্বর,
নহে ব্যর্থ ; দিবাকর-কিরণে ঝকিয়া,
মহাবেগভরে অস্ত্র বিকট গর্জ্জিয়া,
লাগে শিরস্ত্রাণে (ফিবসের উপহার ;)
পাইলেন পরিত্রাণ প্রায়াম্-কুমার।
কিন্তু সে নিঠুরাঘাতে, কাতর অন্তরে,
জানু পাতি' পড়ে রথী ধরণী উপরে।
ঘূরিল মস্তক, অঙ্গ কাঁপিল সঘনে ;
প্রগাঢ় আঁধার বীর হেরে দুনয়নে।
টিডুস্-তনয় এবে হয় অগ্রসর,
লইতে বরষা পুনঃ ; কুমার হেক্টর
উঠি' রথে, মিশাইল সেনার মাঝারে।
পশ্চাতে ধাবিল গ্রীক্ ভীম হুহুঙ্কারে।
ফিবসেরে সাধুবাদ অর্প পুনর্ব্বার,
প্রাণদাতা ; কিংবা ধন্য দ্রুততা তোমার।
অর্পিল এপলো তব অর্চনার ফল,
তব 'পরে দিবাদেব দয়ার্দ্র কেবল।
কুমার! নিশ্চয় তব হইত মরণ,
পে'ত যদি দেববল টিডুস্-নন্দন।

পলাও ত্যজিয়া লজ্জা ; কিন্তু জেন মনে,
মরিবে অগণ্য সেনা হেন পলায়নে।
গর্জ্জে জিষ্ণু ! দূর হ'তে হেরিল এবার,
সুন্দর পারিস্ তাঁয়, (রণমূলাধার)।
রণাঙ্গণে করে যুবা পত্রী বরিষণ,,
ইলসের স্তম্ভ হ'তে, উন্নত, প্রাতন।
স্তম্ভের পশ্চাতে ধন্বী ঢাকি' নিজকায়,
অজ্ঞাতে অরাতি প্রতি ধনুক নোঙায়।
এগাষ্ট্রোফিসের বর্ম্ম করিতে হরণ,
হয় গ্রীক্ বীরবর আনত যেমন,
ঝঙ্কারিল ধনুর্গুণ ; গর্জ্জি' তীক্ষ্ণ শর,
বিন্ধি' পদতল, পশে ধরণী ভিতর।
গুপ্তস্থল হ'তে যুবা এবে উলম্ফিয়া,
মহোল্লাসে ভূপতিরে কহিল ডাকিয়া ;—
করিয়াছি রক্তপাত, অমর-কৃপায় !
কেননা পশিল শস্ত্র উরস্থলে হায় !
তা'হলে ট্রয়ের শল্য হইত মোচন,
চিরতরে ; স্থির রণে হ'ত যোধগণ।
কাঁপে বীরকুল তব বরষার ডরে,
যথা মেষ-শিশুদল সিংহের গোচরে।
উত্তরিল ডায়োমেড্,—ধিক্‌রে দুর্ম্মতি !
হরিলি অবলা তুই কাপুরুষ অতি !
বৃথা শরশিক্ষা তোর ! দূরেতে থাকিয়া,
হান অস্ত্র, বীরগর্ব্বে জলাঞ্জলি দিয়া !
করিলি পামর ! আজি অবলার কাজ।
হেন অস্ত্রাঘাতে বীর নাহি পায় লাজ।

কেন অহঙ্কার মিছে করি' রক্তপাত ?
শূরে কাপুরুষ নারে করিতে আঘাত।
একদিন পরিচয় পা'বি ভীরু জন !
অস্ত্র কা'র নাম, তা'য় সঞ্চালে শমন ;
নহে ব্যর্থ কভু ; যদি গর্জ্জে একবার,
শিশু পিতৃহীন,—অশ্রু ঝরে বিধবার ;
ভাসায় শোণিতে ধরা ; বীর কলেবরে,
তুষে পরিতোষে যত মাংসাশি নিকরে।
বিজ্ঞ উলেসিস্ এবে ত্বরিত ধাবিয়া,
সবিষাদে বিদ্ধ শর তুলেন টানিয়া।
ঝরে রক্তস্রোত ; ঘোর যন্ত্রণা-কাতর,
রথে টিডাইডিস্ চলে শিবিরে সত্বর।
একমাত্র উলেসিস্ দাঁড়ায়ে এবার ;
পলায় গ্রীসীয়, ট্রয় করে হুহুঙ্কার।
অবস্থিত অরিমাঝে, তবু ভীত নয়,
বিজ্ঞ বীরবর এবে মনে মনে কয় ;—
একাকী সমরে আমি, কি আছে উপায় ?
ত্যজি যদি রণস্থল, কত লজ্জা তা'য় !
বিপদের নাহি সীমা ! পলায় স্বদল।
অগণন অরি বেড়িয়াছে রণস্থল।
কেন ভয় ? বিপদের সদা শূরজন
হয় সম্মুখীন ; ভীরু করে পলায়ন।
জিনে বীর, কিংবা রণে জীবন হারায় ;
যুঝিব, অন্তর মম মৃত্যু না ডরায়।
হেন চিন্তা উলেসিস্ করে আন্দোলন ;
ক্রমে অগ্রসর হয় ট্রয়সেনাগণ।

বৃত্তাকারে অরিদল বেড়িল তাঁহায়,
উত্তোলি' নারাচ ; কত জীবন হারায়।
দুর্দ্দান্ত বরাহে যথা কানন মাঝারে,
বেড়ে মৃগজীবিদল ঘোর হুহুঙ্কারে ;
কড়মড়ে' দন্ত পশু ; আরম্ভে গর্জ্জন ;
স্রাবে যেন অগ্নিকণা যুগল নয়ন।
এদিক ওদিক পশু ধাবি' ক্রোধভরে,
শিকারির দেহ দন্তে বিদারিত করে।
চিওপিস্ নরলীলা সংবরে এবার ;
এনেমিস্, খূন্ পড়ে পশ্চাতে তাঁহার।
মরিল চার্সিডেমস্ ; নাভিকুণ্ডমাঝে,
গ্রীক্ করচ্যুত অস্ত্র তীব্র বেগে বাজে।
এবে হিপেনস্-সুত চারপ্সে হেরিয়া,
আক্রমিল উলেসিস্ বর্ষা উত্তোলিয়া।
রক্ষিতে সোদরে, দ্রুত ধাবিল এবার,
নির্ভীক সোকস্ জ্ঞানী নানা গুণাধার।
অগ্রসরি' বীরবর কহিল বচন ;—
শুন বাক্য মম উলেসিস্ মহাত্মন্ !
রণভূমে সদা তুমি অগ্রভাগে রও,
কদাপি সমর-শ্রমে পরাঙ্মুখ নও !
দুই সহোদর মোরা, আজি তব করে,
মরিব ; মজিবে বংশ চিরদিন তরে ;
কিংবা আজি পূর্ণ তব হইয়াছে কাল !
এত কহি' বীরবর বিন্ধে তাঁ'র ঢাল।
ভেদিয়া পিত্তল সেই নারাচ ভীষণ,
ঝঞ্জনি' পঞ্জর তাঁর করে বিদারণ।

গভীর বিন্ধিল অস্ত্র; পালাস্-কৃপায়,
ভীম মৃত্যুমুখে বীর পরিত্রাণ পায় !
পিছাইল উলেসিস্; বুঝি’ অতঃপরে,
নহে সাংঘাতিক ক্ষত, কহে রোষভরে ,—
হতভাগ্য নর! আজি নিশ্চয় পতন !
পূর্ণ তব কাল ! শুন আহ্বানে শমন !
না হইবে গতি মম রোধিবারে আর ;
অচিরে এ কালমূর্ত্তি নারাচ আমার,
ভেদি’ বক্ষঃ, উষ্ণ রক্ত করিবেক পান ;
প্রেতবেশে আত্মা তব করিবে পয়ান !
এত কহে বীর ; ভয়ে কাঁপি থর থরে,
সোকস্ ফিরায় পৃষ্ঠ পলায়ন তরে ;
গ্রীক্ করচ্যুত ভল্ল সঘনে গর্জ্জিয়া,
বাজি’ পৃষ্ঠে, বাহিরিল উরস্ ভেদিয়া !
প্রবল শোণিত-স্রোত ধাবিল অঙ্গনে ;
পড়ে বীর ভূমে ; বর্ম্ম বাজিল ঝঞ্চনে।
হত বীরে উলেসিস্ কহে নিরখিয়া ;—
কৃতী হিপেসস্-পুত্র ! রহিলে পড়িয়া !
অল্প পরমায়ু তব ফুরাল এবার !
এখনও আয়ুঃ নহে নিঃশেষ আমার।
হায়রে অভাগা ! তব জনক স্থবির,
না পা’বে এ দেহ ; বৃথা অশ্রু জননীর !
উপাড়িবে আঁখিদ্বয় বায়স নিকর ;
শকুনির ভক্ষ্য হায় ! এদেহ সুন্দর !
গ্রীকগণ, যবে আমি ত্যজিব পরাণ,
ভস্ম’পরে কীর্ত্তিস্তম্ভ করিবে নির্ম্মাণ।

অতঃপর যাতনায় হইয়া কাতর,
বিদ্ধ অস্ত্র বিজ্ঞবর তুলেন সত্বর!
ঝরে রক্ত-স্রোত; শত্রু-শোণিত হেরিয়া,
হরষে পূরিল যত ট্রোজানের হিয়া।
আক্রমে অসংখ্য অরি; পিছায়ে এবার,
ডাকে গ্রীক্‌গণে বীর করিয়া চীৎকার;
তিনবার উচ্চরবে আকাশ কাঁপায়।
তিনবার মেনিলস্ শুনিবারে পায়।
শুনি' পরিচিত কণ্ঠ স্পার্টা-অধিপতি
কহিলেন সহচর এজাক্সের প্রতি;—
শুন সখে! উলেসিস্ করেন চীৎকার;
বুঝিবা কি দুর্ব্বিপাকে পতিত এবার!
বলী বটে বীর; কিন্তু সহে কতক্ষণ,
বীরেন্দ্র একাকী বহু অরি-আক্রমণ?
ভগ্নাশ হইবে সেনা বিহনে তাঁহার;
হেন মহারথে গ্রীস্ না পাইবে আর!
স্বর লক্ষ্য করি' ভূপ চলিল সত্বর;
পশ্চাতে এজাক্স ধায় যেন রণেশ্বর।
বিপন্ন বিজ্ঞেরে দোঁহে করে বিলোকন,
বেড়িয়াছে ভীমাকৃতি শত্রু অগণন।
যথা যবে শিকারির সুশাণিত শরে,
কুরঙ্গী আহত হয় কান্তার ভিতরে;
আঘাতে কাতরা হয়ে' স্রাবি' রক্তধার,
ঘুরে চারিদিকে বেগে করিয়া চীৎকার;
হেন কালে অকস্মাৎ বৃক অগণন,
গর্জ্জি' ক্রোধভরে তায় করিল বেষ্টন।

আক্রমে শার্দ্দূল দল ; হুঙ্কারি' এবার,
বাহিরিল মহাসিংহ কাঁপায়ে কান্তার।
ক্ষুধাক্রান্ত বৃককুল চমকি' পিছায় ;
পশুরাজ কুরঙ্গের জীবন বাঁচায়।
পাশরি' যন্ত্রণা উলেসিস্ মহামতি,
একাকী অসংখ্য যোধে নিবারে তেমতি।
এজাক্স বিশাল ঢাল করেন বিস্তার ;
চৌদিকে ট্রোজান সেনা পলায় এবার।
আট্রাইডিস্ ল'য়ে আহত প্রবীরে,
আরোহিয়া রথে ত্বরা চলেন শিবিরে।
এজাক্স, অরাতিগণে করে আক্রমণ ;
পড়িলেন ডেরিক্লস্, প্রায়াম-নন্দন।
হইল আহত পেণ্ডোকস্ বলবান ;
যুঝি' রণে লিসেণ্ডার্ ত্যজিলেন প্রাণ।
যথা জলস্রোত, বর্ষাবৃষ্টি-প্রবর্দ্ধিত,
গিরিশৃঙ্গ হ'তে ভূমে হয় নিপতিত ;
দীর্ঘ দেবদারু-দল প্রবাহে তাহার,
হয়ে উন্মূলিত পড়ে সমুদ্রমাঝার ;
করে ছারখার শত্রু, এজাক্স তেমতি ;
পলায় আতঙ্কে অশ্ব, পদাতিক, রথী।
ট্রয়ের গৌরবরবি কুমার হেক্টর,
বাম ভাগে গ্রীক্ সনে করেন সমর।
নাশে মহারথ বহু অরি ভুজবলে।
মৃতদেহে স্কামাণ্ডার তটিনী উথলে।
বীরেন্দ্র ইডোমিনুস্, প্রবীণ নেষ্টর্,
আক্রমে কুমারে ; গর্জ্জে তুমুল সমর।

কভু পদব্রজে, কভু রথ-আরোহণে,
নাশে ট্রয়-রথী, শত্রু অসি-সঞ্চালনে।
পারিস্ সুন্দরতনু মহাধনুর্ধর,
হানিলেন মেকেয়নে সুশাণিত শর।
ভেদিল দক্ষিণ স্কন্ধ সে ভীষণ বাণ।
বৈদ্যের বিপদে গ্রীক হয় কম্পমান।
সভয়ে ইডোমিনুস্, নেষ্টরেরে কন ;—
হে গ্রীস্‌গৌরব ! বৃদ্ধ নিলুস্-নন্দন !
আরোহ সত্বর রথে ; ত্বরিত গমনে,
পলাও শিবিরে, লয়ে বিজ্ঞ মেকেয়নে।
আহতগণের বৈদ্য করে প্রাণ দান ;
নহে লক্ষ যোধ কভু এ জন সমান !
নেষ্টর্ উঠেন রথে ; পার্শ্বদেশে তাঁর,
বসিল আহত দেব-বৈদ্যের কুমার।
বাজে কশা ; অশ্বগণ কাঁপায়ে অঙ্গনে,
ধায় সমীরণ-বেগে শিবিরের পানে।
আরূঢ় সিব্রীওনিস্, হেক্টর-স্যন্দনে,
নানা স্থানে রণরঙ্গ নেহারে নয়নে ;
কি কাজ, (কহিল) নাশি' পরাস্ত নিকরে ?
পড়িছে ট্রোজান্ ঐ ট্রোজান উপরে।
বীর এজাক্সের করে, কর বিলোকন,
পদাতিক, রথারোহী মরে অগণন !
মহাবল গ্রীক্ উনি ; চিনেছি উঁহায় ;
সপ্ততল দীপ্ত ঢাল, আঁখি ঝলসায়।
চল ত্বরা হে হেক্টর্ ! ট্রয়ের তপন !
উদ্ধার বিপন্নে, গ্রীকে কর নিবারণ।

দেখহ রথীর রক্তে লোহিত ধরণী ;
মুমূর্ষুর খেদ সহ উঠে জয়ধ্বনি।
সারথি সবলে কশা হানে সেইক্ষণে ;
ছুটিল উন্নত রথ ঘর্ঘর নিস্বনে।
আঘাতে তুরগকুল হইয়া কুপিত,
ধায় মৃতদেহ-রাশি করি' বিদলিত।
বরুথি-তুরগগণে রঞ্জিত করিয়া,
বীররক্ত চারি দিকে পড়ে ছড়াইয়া।
প্রতি চক্রদণ্ড হ'তে রক্তধারা ঝরে ;
ভীম হত্যা বরুথীর গতিরোধ করে।
এবে মহাবল রথী হেক্টর্ কেশরী,
প্রবেশিল গ্রীক্ মাঝে ব্যূহ ভেদ করি'।
(কৃপাণে, নারাচাঘাতে, প্রস্তর বর্ষণে,
নিপাতিত বহু অরি সমর অঙ্গনে।)
এজাক্সে হেক্টর রথী করে পরিহার ;
জানে শূর ভালমতে পরিচয় তাঁর ;
কিন্তু যোভ্, ট্রয়-বীরে করিয়া করুণা,
প্রেরিলেন গ্রীক্-হৃদে আশঙ্কা ভীষণা।
অকস্মাৎ রুদ্ধশক্তি, কণ্টকিত কায়,
কৃত্রিম আতঙ্কে কাঁপি' ভূপতি দাঁড়ায় ;
অতঃপর দীপ্ত ঢাল পৃষ্ঠেতে রাখিয়া,
বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে যায় পিছাইয়া।
পিছায় কেশরী যথা সচকিত মনে,
কৃষকের কোলাহলে, কুক্কুর-গর্জ্জনে ;
বহুজনে একসঙ্গে রোধে তার গতি ;
ক্ষুধায় কাতর হরি ক্রোধমত্ত অতি,

সহি' বহুক্ষণ বাণবৃষ্টি অনিবার,
ধীরে ধীরে বন মাঝে প্রবেশে আবার ;
বহুবীর-সমাক্রান্ত এজাক্স তেমন,
দশনে অধর চাপি' ত্যজিলেন রণ।
যথা শস্যক্ষেত্র মাঝে বালকের দল,
বৃষের পশ্চাতে ধায় করি' কোলাহল ;
একত্র সকলে দীর্ঘ দণ্ডের তাড়নে,
না পারে করিতে তায় বিরত ভক্ষণে।
অবহেলি' পশু যষ্টিবৃষ্টি অনিবার,
ধীর মনে শস্যক্ষেত্র করে ছারখার ;
ক্লান্ত হ'য়ে অতঃপর বিস্তর প্রহারে,
যায় ধীরে, কিন্তু নহে বিরত আহারে ;
তেমতি এজাক্স্ বীরে ট্রোজান সংঘাত,
আক্রমিল ; বাজে ঢালে কঠোর আঘাত।
মহাবল গ্রীক্ বীর কভু বা দাঁড়ায়,
কভু বা পশ্চাতে ফিরি' ট্রোজানে খেদায় ;
ধাবি' রোষভরে কভু, আততায়িগণে,
প্রদর্শন করে ভীতি আরক্ত নয়নে।
উভ'সেনা মাজে বীর করে অবস্থান ;
বরিষার ধারা সম পড়ে লৌহবাণ।
সুবিশাল ঢালে তাঁর নানা প্রহরণ,
বিন্ধিয়া হইল যেন কণ্টক-কানন।
ব্যর্থ হ'য়ে কত শত ভল্ল খরধার,
পড়ে ভূমে ধরি' হৃদে নিরাশার ভার।
বীরেন্দ্র উরিপিলস্ সাহসে মাতিয়া,
অস্ত্র-কুজ্ঝটিকামাঝে পড়ে লাফাইয়া ;

উত্তোলি' নারাচ তীব্র, ক্রোধে মত্ত হয়ে,
আঘাতে এপিসেয়ন্-শূরের হৃদয়ে।
প্রবল শোণিত-ধারা ঝরে দরদর ;
মহাশব্দে পড়ে ভূমে গুরু কলেবর।
নিহতের অস্ত্র জেতা হরিবারে যায়,
পারিস্ এ হেন কালে ধনুক নোঙায়।
গর্জ্জি' কালফণী সম সে শাণিত বাণ,
বিন্ধি' উরুদেশ তাঁর, করে রক্ত পান।
এবে উচ্চে সহচরগণে উৎসাহিয়া,
আহত গ্রীসীয় বীর যায় পিছাইয়া।
কোন্ জনে গ্রীক্‌গণ! করিতেছ ডর ?
ধর অস্ত্র, এজাক্সেরে রক্ষহ সত্বর।
দেখ লক্ষ অরি তাঁয় করে আক্রমণ ;
বুঝিবা বীরের আজি এই শেষ রণ।
মৃত্যুর দুয়ারে রথী, কি দেখিছ আর ?
ফের, ধর অস্ত্র, কর দেশের নিস্তার।
এরূপে উৎসাহে বীর ! গ্রীক্ অগণন,
ধরি' ঢাল, বর্ষামালা করে উত্তোলন,
রক্ষিতে বিপন্ন বীরে! হেরি' তা'সবায়,
উল্লাসে এজাক্স বলী নারাচ কাঁপায়।
নাচিল সৈনিক-হৃদি বীরে নিরখিয়া ;
এজাক্স্ আরম্ভে রণ পুনঃ হুঙ্কারিয়া।
এরূপে সংগ্রামে পুনঃ মাতে উভ'দল ;
দূরেতে নেষ্টর্ চলে ত্যজি' রণস্থল।
রক্তসিক্ত অশ্ব (ঘর্ম্ম ঝরে কলেবরে,)
লয়ে বৈদ্য মেকেয়নে ধায় বেগভরে।

হেন কালে একিলিস্, দেবীর নন্দন,
উচ্চ তরী হ'তে রণ করে বিলোকন।
রণস্থলে বীরবর দেখিবারে পায়,
আতঙ্কে গ্রীসীয় সেনা চৌদিকে পলায়।
মিত্রবর মেকেয়নে আহত হেরিয়া,
দ্রবিত হইল তাঁর সুকঠিন হিয়া।
ডাকে বীর ত্বরা মেনিটিয়স্-নন্দনে ;
মার্স্‌সম পেট্রোক্লস্ আসে সেইক্ষণে।
কুক্ষণে আসিল বীর, কাল পূর্ণ তাঁর ;
অচিরে ত্যজিতে হ'বে এ ভবসংসার !
কি আজ্ঞা, (কহেন তিনি) করিছ বীরেশ ?
সদা পেট্রোক্লস্ তব পালিবে আদেশ।
প্রিয় সখে ! (পেলিডিস্ করেন উত্তর,)
প্রাণসম তুমি, মম সদা পার্শ্বচর !
আগত সে দিন ; গ্রীক্ জানিবে এবার,
হারা'য়েছে যেই জনে, কত মূল্য তা'র।
কাঁদিবে গ্রীসীয় মম ধরিয়া চরণে ;
কাঁপিবেন দর্পী ভূপ রাজসিংহাসনে।
যাও নেষ্টরের পাশ ; জিজ্ঞাস তাঁহায়,
লয়ে যান রথে বৃদ্ধ আহত কাহায় ?
দেখেছি নয়নে ; কিন্তু দূরত্ব কারণ,
না পারি চিনিতে ; বুঝি সখা মেকেয়ন্
নাহি দেখি মুখ ; মেঘ রোধে দৃষ্টি-পথ ;
মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হ'ল সে সুদ্রুত রথ।
এত কহে শূর ! ত্বরা সুহৃৎ তাঁহার,
চলে দ্রুতপদে গ্রীক্ শিবির মাঝার।

দেখে বীর, রথ হ'তে নামে দুইজন ;
মুক্ত করে অশ্বগণে ইউরিমিডন্।
দাঁড়াইয়া যোধদ্বয় বারিধির তীরে,
সেবে সমীরণ, রক্ত ধৌত করে নীরে।
বিশ্রামে ক্ষণেক তথা ; সমুদ্র-বাতাস,
করে অপনীত গুরু সমর-আয়াস।
পদব্রজে বীরদ্বয় গিয়া অতঃপর,
বসিলেন সুশীতল শিবির ভিতর।
চারু হিকামিডি, আসিনাউস্-নন্দিনী,
স্নিগ্ধ খাদ্য আয়োজন করে সুহাসিনী ;
(বন্দিনী সে নারী ; গ্রীস্ দিল উপহার,
বৃদ্ধ নেষ্টরেরে ; তাঁর প্রজ্ঞা-পুরস্কার।)
আনিয়া সুনীল মেজ্ রূপসী সত্বর,
বিশাল পিত্তল পাত্র রাখে তা'র 'পর ;
সুবাসিত নব মধু, শক্তু ধবলিত,
রোগঘ্ন লশুন আর রাখিল ত্বরিত।
স্বর্ণ পানপাত্র ধনী আনে তা'র পর ;
পিলিয়ার পূর্ব্বতন ভূপতি নিকর
ব্যবহারে বহুকাল ; কনকমণ্ডিত
চারিটি হাতল ; দুই পদ সুগঠিত।
প্রত্যেক হাতল 'পরে, অদ্ভুত নির্ম্মাণ,
নত মুখে কূর্ম্মযুগ যেন করে পান।
অনায়াসে হেন গুরু পাত্র ধরি' করে,
তৃষাতুর বিজ্ঞ বীর সুখে পান করে।
হাসিয়া যুবতী তা'য় ঢালিল প্রচুর,
প্রাম্‌নিয়া-দেশজাত মদিরা মধুর ;

ছাগ-দুগ্ধ. নবনীতে মিষ্ট করে তা'য় ;
পরিশেষে শুভ্র শক্তু উপরে ছড়ায় ;
হেন পথ্য আহতেরে দিল সুবদনী।
সুখে করে সুরাপান নেষ্টর নৃমণি।
স্বাস্থ্যকর পানে এবে তৃষা নিবারিয়া,
কথোপকথন দোঁহে করেন বসিয়া।
পেট্রোক্লস্, একিলিস্-প্রবীর-প্রেরিত,
শিবির-দুয়ারে এবে হ'ন উপনীত।
নেষ্টর নিরখি' তাঁ'য়, উঠিয়া এবার,
দিল নিজাসন ; বীর করে অস্বীকার ;
নাহি অপেক্ষার কাল ; যাইব অচিরে ;
মহাবীর একিলিস্ অধীর শিবিরে।
প্রেরিলেন মোরে বিজ্ঞ ! তোমার গোচরে,
জিজ্ঞাসিতে কোন্ যোধ আহত সমরে।
তব রথে বীর তাঁ'য় করে বিলোকন,
দূর হ'তে ; অনুভব সখা মেকেয়ন্।
জানিয়া এ হেন বার্ত্তা যাইব এখনি ;
উদ্ধত স্বভাব তাঁর বিদিত আপনি।
হতভাগ্য গ্রীক্ (বিজ্ঞ কহিল এবার,)
হইবে কি পুনঃ তাঁর পাত্র করুণার ?
জানিতে মোদের দুখ বীরের বাসনা ;
অর্দ্ধেক বর্ণিতে নারে মম এ রসনা !
ব'ল বীর ! তাঁয়, নহে একা মেকেয়ন্,
শায়িত শিবির মাঝে মহারথিগণ !
উলেসিস্, ডায়োমেড্, এগামেম্নন্।
সমরে উরিপিলস্ আহত এখন।

উন্মূলিতা এবে মম আশালতা হায় !
নহে ক্ষুব্ধ একিলিস্, সুখী দুর্দ্দশায় !
নিশ্চিন্তে অপেক্ষা এবে করে বীরবর,
যাবৎ না ভস্মীভূত বহিত্র নিকর।
জীবের অপরিহার্য্য বার্দ্ধক্য ভীষণ,
পূরব পৌরুষ মম করেছে হরণ।
এককালে মম এই ভুজযুগ হায় !
করেছিল অবরোধ ইপীয় সেনায় ;
হরেছিল ইলিসের বৃষভনিকরে ;
সংহারে ইটিমোনুসে, অজেয় সমরে !
মম ভয়ে এককালে কম্পান্বিত-কায়,
ত্যজি' পশুপাল যত রাখাল পলায় ;
পঞ্চাশ শূকর-পাল, মেষ পঞ্চাশৎ,
পঞ্চাশৎ ছাগ-পাল, গাভী-পাল তত,
তেজস্বিনী তুরঙ্গমা ত্রিগুণ ইহার,
ধরাতলে নাহি মিলে তুলা তা'সবার ;
প্রথম ধরিয়া অস্ত্র জিনি এ সকল ;
বিস্মিত নিলুস্ শুনি' তনয়ের বল !
এইরূপে ইলিসের বিশাল ভূভাগ,
পিলিয়ার ভূপগণ লইলেন ভাগ !
ডুবেছিল পিলিরাজ্য বিপদ-সাগরে,
যবে ইলিয়ান্‌গণ মাতিল সমরে ;
আল্‌সাইডিস্ নাশে সোদরে আমার ;
রহিনু কেবল আমি দ্বাদশ ভ্রাতার !
ধরিলাম অস্ত্র মোরা ; জিনি' শত্রুদলে,
তিনশত মেষ দিনু পিতৃ-পদতলে।

(নহে নিন্দনীয় তাঁর হেন অধিকার ;
অতীব অপমানিত জনক আমার ;
পথিমাঝে ইপাসের নৃপতি নির্ব্বোধ,
রথ তুরঙ্গম তাঁর করে অবরোধ।)
অবশিষ্ট নিল অন্যে ; আপনি স্বকরে,
যথাযৎ হৃত দ্রব্য দিনু অংশ ক'রে।
তিন দিন পরে পুনঃ করিল সাজনী,
সুবিশাল ইলিসের বিপুল বাহিনী।
মহাবল এক্টরের দর্পী পুত্রগণ,
(যুবা তারা) হেন সেনা করিল চালন।
বিস্তৃত উর্ব্বর পিলি-সাম্রাজ্যের শেষ,
শোভে উচ্চ গিরিপরে থ্রিসোইসা দেশ।
তাহার অনতিদূরে অল্‌ফুস্‌ তটিনী ;
অতিক্রমি' তায় শত্রু করিল ছাউনী।
পালাস্‌ উতরি' ভূমে আঁধার নিশায়,
যুঝিবারে দিল আজ্ঞা পিলির সেনায়।
নাচিল জীঘাংসা প্রতিবীরের অন্তরে ;
সাজি আমি, পিতা মোরে নিবারণ করে ;
গণি' মোরে শিশু, ভয়-বিচঞ্চল মনে,
রোধিলেন মম অস্ত্র রথ অশ্বগণে।
বৃথা পিতৃ-নিবারণ ; পদব্রজে গিয়া,
পশি রণে ; দিল দেবী পথ দেখাইয়া।
ধাবি' ধীরে এরিনির সমতল 'পরে,
মিনিয়স্‌ শৈবলিনী মিলিছে সাগরে।
তথা পিলিয়ার রথী পদাতিক দল,
সাজিয়া প্রতীক্ষা করে প্রভাত কেবল।

তথা হ'তে, প্রাতঃকাল না হ'তে অতীত,
অল্‌ফুস্‌ তটিনী-পাশে হই উপনীত।
যোদ্ধ্‌দেবে বিধিমতে পূজিনু তথায়;
ধেনু বলিদান দিনু রণদেবতায়;
অল্‌ফুসে অর্পিনু বৃষ; যণ্ড বলবান,
প্রতাপী বারিধিনাথে করিনু প্রদান।
সসজ্জ ঘুমাই মোরা সৈকত উপর;
দাঁড়ায়ে ইপির সেনা বেড়িয়া নগর।
দীপ্তরথে সমাসীন, স্বর্গ পরিহরি'
উদিলে অরুণ পূর্ব্ব সুরঞ্জিত করি',
সে রম্য সুচারু দেশ ভীম বেশ ধরে;
উন্মত্ত বিবিধ জাতি মাতিল সমরে।
ভূপ অগিয়াস্‌-সুত, এগামিডি-পতি,
মম ভল্লাঘাতে পশে শমন বসতি;
(আরোগ্যিতে ছিল পত্নী দক্ষা অতিশয়;
জানিতেন নানা ওষধির পরিচয়।)
ধরিলাম রথ তাঁর, রণে অগ্রসর;
নিরখি' পলায় ভয়ে ইপীয় নিকর।
বীরের নিধনে অরি রণে দিল ভঙ্গ;
আরম্ভিনু বাত্যাসম হত্যার তরঙ্গ।
পঞ্চাশ বরুথী এবে করি অধিকার;
প্রতিরথে দুই বীরে করিনু সংহার।
এক্টর্‌ নির্ব্বংশ হ'ত; কিন্তু যুবাগণে
আবরেন জলেশ্বর মেঘ-আবরণে।
দলি' পদে নিপাতিত শত্রু-দেহরাশি,
লুণ্ঠি' অরিসাজ, বহু হতভাগ্যে নাশি,'

খেদাইনু সবে বপ্রেসীয় ক্ষেত্র'পর,
শোভে যথা অলিনীয় পাহাড় নিকর।
যথায় ওলিসিয়ম্, পূত স্রোতস্বতী
প্রবাহে, পালাস্ রোধে মোসবার গতি;
তবু বহু সমরীর হরিলাম প্রাণ;
পলায় ইপীয়: যুদ্ধ হ'ল অবসান।
জিনিয়া অসংখ্য অরি প্রফুল্ল অন্তর,
ফিরিলাম অতঃপর পিলির নগর।
সাধারণ জনগণ পূজিল তথায়,
দেবশ্রেষ্ঠ যোভে, বীরপ্রধান আমায়।
যৌবন সময়ে আমি আছিনু এমতি!
ছিল হেন অনুরাগ স্বদেশের প্রতি!
একিলিস্ যাপে কাল কাপুরুষ সম;
গ্রীক্ দুঃখে নহে তাঁর ব্যথিত মরম।
মজে যদি গ্রীস্, তবে কত অনুতাপ;
নারিল রক্ষিতে তাঁর অসীম প্রতাপ।
হে বৎস! সে দিন মম মানসে উদয়,
সংগ্রহি' বেড়াই যবে যোধ সমুদয়,
উলেসিল্ সহ নামি' পিথিয়া বন্দরে,
প্রবেশিনু পিলুসের আস্থান ভিতরে।
ভূপ এক বলী বৃষ যোভে নিবেদিয়া,
অনলে পবিত্র সুরা দিলেন ঢালিয়া।
তুমি, একিলিস্, মেনিটিয়স্ স্থবির,—
পিতা তব, কর দগ্ধ পশুর শরীর।
একিলিস্ মোসবারে সম্মানে তখন;
একত্র বসিয়া সবে করিনু অশন।

আগমন-বার্ত্তা ব্যক্ত করি' সে সময়,
উৎসাহিনু রণে বীর! দোঁহার হৃদয়।
দিল উপদেশ বিজ্ঞ পিতা দোঁহাকার।
কহেন পিলুস,—"হও সাহসী কুমার!"
ক'ন পিতা তব,—"বটে একিলিস্ বীর
ধরে অনুপম বল, সন্তান দেবীর,
তবু বিজ্ঞতর তুমি, বয়সে প্রধান;
সখারে করিও সদা উপদেশ দান।"
কহে পিতা হেন থেসালিয়ার সভায়;
কার্য্যকালে ওহে বীর! ভুলিলে তাহায়!
হায়! কর আর্দ্র তব বান্ধবের মন;
দেশের কল্যাণে কহ বিনয় বচন।
শমিবে অমর তাঁর কঠিন হৃদয়;
যশো-আশে পুনঃ বীর মাতিবে নিশ্চয়।
হায়! যদি হেরি' কোন ভীষণ স্বপন,
অমর-প্রেরিত, কিংবা অশুভ লক্ষণ,
মার্মিডীয় সেনা সহ প্রেরেন তোমায়,
এ ঘোর বিপদ হ'তে গ্রীক্ রক্ষা পায়।
এলে' তুমি বর্ম্ম তাঁর করি' পরিধান,
পলা'বে অরাতি, ট্রয় হ'বে কম্পমান!
নব সেনা আগমনে অরুরু দুর্ব্বার,
পশে পুরে; গ্রীক দল নিশ্বসে আবার!
হেন বাক্যে বীরবর দয়ার্দ্র হইয়া,
চলিলেন দ্রুতপদে সে স্থান ত্যজিয়া।
বারিধির কূলে শূর উতরে ত্বরায়,
কোষাগার, ধর্ম্মশালা স্থাপিত যথায়,

শোভিছে উলেসিসের বহিত্র-কানন,
রাজে কুল-দেবতার বেদি অগণন ;
তথা ইভিমন্-সুতে বিলোকন করে,
সর্ব্ব অঙ্গে রক্ত তাঁর ঝরে দরদরে।
এখনো শর-ফলক প্রোথিত শরীরে ;
বেষ্টিত সে ক্ষত স্থান উত্তপ্ত রুধিরে।
তীব্র যাতনার বলে অস্থির বীরেশ ;
ধীর গতি তাঁর ; কিন্তু নাহি ভয়-লেশ।
ভগ্নহৃদি পেট্রোক্লস্ এ দশা হেরিয়া,
কহেন আহত বীরে, ক্ষোভে উচ্ছ্বাসিয়া ;—
হায় ! হতভাগ্য গ্রীক্ সেনাপতিগণ !
বিদেশে কি এই ভাবে হারা'বে জীবন !
এই কি নিয়তি ! ত্যজি' ভূমি জননীরে,
আইলে কুক্কুরগণে তুষিতে রুধিরে !
কহ হে উরিপিলস্ ! এ ভীম সমরে,
গ্রীসীয় কি পা'বে রক্ষা হেক্টরের করে !
কিংবা পরমায়ুঃ হায় নিঃশেষ সবার,
এককালে ! গ্রীস্-কীর্ত্তি ফুরা'ল এবার !
উত্তরে উরিপিলস্ ; নাহি রক্ষা হায় !
গ্রীস্-রবি সখে, আজি অস্তমিত প্রায় !
রণতরি ট্রয়সেনা করে আক্রমণ ;
জয়োল্লাসে মত্ত এবে অরি যোধগণ।
আহত অরাতিত্রাস বীরেশ নিকর,
যাতনায় স্রাবে অশ্রু শিবির ভিতর !
লয়ে চল মোরে বীর করুণা করিয়া,
তরী মাঝে ; রক্ষ প্রাণ শল্য উন্মোচিয়া।

কোষ্ণ জলে ধৌত মম কর রক্ত-ধার ;
অর্পিয়া ঔষধ, শান্তি কর এ জ্বালার।
একিলিসে যে ঔষধি কাইরণ্ শিখায়,
বৈদ্য-পিতা ; একিলিস্ অর্পিল তোমায়।
আছে দুই বৈদ্য ; কিন্তু ঘিরেছে এখন,
পোডালিরিয়সে শত্রু সেনা অগণন ;
আহত সে মেকেয়ন্, শিবিরে এবার ;
অন্যের চিকিৎসা হায়! আবশ্যক তাঁ'র।
উত্তর করিল বীর ;—কি করিবে নর ?
জানেন ঘটিবে যাহা অমর নিকর !
পিলিরাজ্য-অধিপের বারতা লইয়া,
যাইতেছি ত্বরা, ক'ব একিলিসে গিয়া ;
কিন্তু তব দুখে ভগ্ন মম এ অন্তর ;
এত কহি' ধরে শূর প্রসারিয়া কর।
প্রভুরে আহত হেরি' কিঙ্কর সকলে,
সুবিস্তৃত বৃষচর্ম্ম পাতে গৃহতলে।
অবসন্ন শূর তা'য় করিল শয়ন ;
বিদ্ধ শর পেট্রোক্লস করে উন্মোচন ;
পরে ওষধির মূল করে নিষ্পেষিয়া,
ধৌত করি' রক্ত, ক্ষতে দিলেন ঢালিয়া।
তখনি জুড়িল চর্ম্ম, পলায় বেদনা,
থামিল শোণিত-স্রাব, অসহ্য যাতনা।

একাদশ কাণ্ড সমাপ্ত।

দ্বাদশ কাণ্ড।

গ্রীক্ প্রাকার সমীপে যুদ্ধ।

বিষয়।

গ্রীকেরা দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলে, হেক্টর্ বলপূর্ব্বক তাহাদের অনুসরণের চেষ্টা করেন; কিন্তু পরিখা পার হওয়া অসম্ভব বোধ হওয়াতে, পোলিডেমস্ ট্রোজানদিগকে রথ পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে আক্রমণ করিতে পরামর্শ দেন। ট্রোজানেরা এই উপদেশ-অনুসারে কার্য্য করে; এবং সেনা পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া আক্রমণ আরম্ভ করে; কিন্তু নখবিদ্ধ সর্প সহিত একটী ঈগলকে বামভাগে উড্ডীন দেখিয়া পোলিডেমস্ পুনর্ব্বার ট্রোজানদলকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। হেক্টর্ ইহা অগ্রাহ্য করিয়া আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। অনেক ক্ষণ যুদ্ধের পর সার্পিডন্, গ্রীক্ প্রাকারের একস্থান ভগ্ন করেন। হেক্টরও প্রকাণ্ড প্রস্তরাঘাতে একটী তোরণ উদ্ঘাটিত করিয়া সদলে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন; এবং জয়লাভ পূর্ব্বক রণতরি পর্য্যন্ত গ্রীকগণের অনুধাবন করেন।

বীরবর পেট্রোক্লস্ এ হেন প্রকারে,
সেবিছেন সযতনে আহত সখারে;
এদিকে উভয় সেনা করিছে সমর;
অসংখ্য প্রবীর পশে শমন-নগর।
প্রাকার পরিখা নারে রোধিবারে আর,
গ্রীক্ দুর্গ অভিপ্রেত নহে দেবতার;
না পূজিল সুরগণে দর্পী গ্রীক্দল,
পড়িল প্রাচীর, খাত গেল রসাতল!

দেব-অনুগ্রহ বিনা রহে কতদিন,
মানব-রচিত ভিত্তি, ধ্বংসের অধীন।
হেক্‌টর্‌, একিলিস যুঝে যতকাল,
ছিল সিন্ধুতীরে এই দেউল বিশাল;
কিন্তু পুণ্যভূমি ট্রয়্ হ'লে ধ্বংসময়,
ফিরে দেশে হতশেষ গ্রীসের তনয়;
এপলো, নেপ্‌চুন্ পরে সৈকত কাঁপায়;
ইডাগিরি লক্ষ স্রোতে নগর ভাসায়।
আঘাতি' তরঙ্গমালা করিল মিলন,
ফেনিল হ্রিসস্, হ্রোডিয়স্ সুভীষণ,
কেরিসস্ ক্ষুদ্র গিরি অতিক্রম করি'
ইসোপস্, গ্রেনিকস্ ভীম বেগ ধরি',
পবিত্র জেন্থস্ নদী কাঁপায়ে ধরায়;
সিমইস্, শবরাশি সমুদ্রে ভাসায়;
এই সব নদীগণে ফিবস্ লইয়া,
নয় দিন গ্রীক্ দুর্গ রাখে ডুবাইয়া।
প্রাকার করিল ভগ্ন প্রবল সলিল;
নিল নিজ গর্ভে তা'য় বারিধি সুনীল।
অবিরত ঢালে ধারা দেব বজ্রধর;
বরিষে জীমুতচয় কাঁপায়ে অম্বর।
পরাক্রমী সিন্ধুনাথ সরোষে ধাবিয়া,
বিকট ত্রিশূলে বসুমতী বিদারিয়া,
দুর্গ-ভিত্তি হ'তে শিলা তুলিয়া সবলে,
নিক্ষেপেন বীচিমালী বারিধির তলে।
তরঙ্গ অদ্ভুত দুর্গ সাগরে ভাসায়;
কালবশে চিহ্নমাত্র না রহিল হায়!

দেববাক্যে নদীকুল প্রাকার ধ্বংসিয়া,
নিজস্থানে পুনর্ব্বার চলিল ফিরিয়া।
ঘটে রণশেষে এই কাণ্ড ভয়ঙ্কর ;
এখনো প্রাকার শোভে যেন অনশ্বর।
হইছে ধ্বনিত তা'য় বীরের হুঙ্কার ;
গর্জ্জিছে লোহিত রণ তোরণে তাহার।
যোভ-বজ্রে রুদ্ধশক্তি, ভয়ে কম্পমান,
পোত-পাশে গ্রীকগণ করে অবস্থান।
কাঁপে তা'রা হেক্টরের আগমন-ভয়ে,
সম্মুখে নিরখে যেন প্রায়াম্-তনয়ে।
বীরেন্দ্র হেক্টর রথী যেন প্রভঞ্জন,
মহাবেগে রণস্থল করে বিলোড়ন।
কুক্কুর-শিকারি মাঝে দাঁড়ায় যেমতি,
বরাহ অথবা সিংহ বলবান্ অতি ;
বেষ্টে অগণন অরি চৌদিক তাহার ;
গর্জ্জিয়া নারাচ-বৃষ্টি পড়ে অনিবার।
ইথেও ভীষণ পশু ভ্রূক্ষেপ না করে ;
যথা ধায় শত্রুগণ পলায় বা মরে ;
অকাতরে অরি'পরে করে উলম্ফন ;
তিলমাত্র নাহি শঙ্কা ত্যজিতে জীবন।
বেষ্টিত-অসংখ্য-অরি হেক্টর্ তেমতি,
চলেন পরিখা-পারে স্বসেনা সংহতি।
সুদীর্ঘ সমর-ক্লান্ত তুরঙ্গ তাঁহার,
নেহারি' গভীর খাত আরম্ভে চীৎকার ;
দাঁড়ায়ে পরিখা-ধারে চকিত অন্তরে,
আঁচড়ে ধরণী ; দুর্গ কাঁপে থর থরে।

সভয়ে তুরগকুল করে বিলোকন,
অতীব বিস্তৃত খাত, বৃথা উলম্ফন,
অদ্ভুত গভীর, (অঙ্গ হয় লোমাঞ্চিত !)
সূচমুখ কাষ্ঠদণ্ডে তল কণ্টকিত।
নহে অশ্ব-যোগ্য এই পরিখা অতল,
পারে উলঙ্ঘিতে কষ্টে পদাতিক দল।
সুবিজ্ঞ পোলিডেমস্ এ দৃশ্য হেরিয়া,
শূরত্রাস যোধগণে কহে সম্বোধিয়া ;—
হে হেক্টর্ মহারথ! ট্রয়-সেনাপতি !
শুন সহকারী যত বীরের সন্ততি !
কিরূপে বৃহৎ রথ হইবেক পার,
গভীর পরিখা, পারে সুদৃঢ় প্রাকার ?
খাত মাঝে লক্ষ যোধ হারাইবে প্রাণ,
অরি-অস্ত্রে ; হের, নাহি যুঝিবার স্থান।
যোভ-অনুগ্রহ-বলে হইয়া দর্পিত,
বিষম বিপদে সবে হইছ ধাবিত।
নাশিতে ট্রয়ের অরি যদি বাঞ্ছা তাঁর,
গ্রীক্ নাম আজি ভূমে না রহিবে আর !
এ বিদেশে আর্গসের বীর পুত্রগণ,
একদিনে, একক্ষণে হারা'বে জীবন !
কিন্তু যদি অস্ত্র তারা ধরে পুনর্ব্বার,
কি আছে উপায় তবে ট্রয়ের সেনার ?
এ কুস্থানে অরি-আক্রমণ-চমকিত,
হইয়া কণ্টকময় খাতে নিপতিত,
সমগ্র সমরি-দল হা'রাবে জীবন ;
অর্পিতে সংবাদ নাহি র'বে একজন !

শুন উপদেশ মম, বীরেশ নিকর !
দূর দেশে অশ্ব রথ রাখহ সত্বর ;
অবতরি' পরে বীর হেক্টরের সনে,
পদব্রজে আক্রমণ কর অরিগণে।
তা' হ'লে গ্রীসীয় দল হারিবে নিশ্চয় ;
আজি (যদি ইচ্ছে যোভ্) চরম সময় !
গ্রাহ্য এ মন্ত্রণা তাঁর। হেক্টর্ তখনি,
পড়ে ভূমে রথ হ'তে ; কাঁপিল ধরণী।
মহাবল যোধগণ দৃষ্টান্তে তাঁহার,
নামিলেন ভূমে, রথ করি' পরিহার।
সুদক্ষ সারথিগণ, অতি সাবধানে,
তেজস্বী তুরগগণে রাখে যথাস্থানে !
বিপুল ট্রোজান সেনা ভক্ত পাঁচ ভাগে ;
অরিত্রাস নেতাগণ চলিছেন আগে।
চলিছে প্রথম দলে শ্রেষ্ঠ সৈন্যগণ,
দহিবারে গ্রীক্ পোত সমুৎসুক মন ;
হেক্টর, সিব্রিয়নিস্ সম্মুখে তাহার ;
নির্ভীক পোলিডেমস্ করে হুহুঙ্কার।
পারিস শোভিছে অগ্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর,
সহ এজিনর, এল্কাথাউস্ প্রবীর।
তৃতীয় সেনার আগে করিছে গমন,
ডিফোবস্, হেলিনস্ প্রায়াম-নন্দন।
চলে এসিয়স্ রথী সনে তাঁসবার,
বীর হির্টেকস্ হ'তে সম্ভব তাঁহার ;
এরিস্‌বার পীত অশ্ব আনে বীরবর,
প্রবর্দ্ধিত নব তৃণে সেলি-কূলোপর !

এণ্টিনর্-সুতগণ চতুর্থে চালায়,
বীর ইনিয়স্, ইডা'পরে জনমায়।
শেষ দলে সার্পিডন্ চলেন গর্জ্জিয়া,
নির্ভয় এষ্টারোফুস্, গ্লকসে লইয়া।
এবে সুসজ্জিত হেন সেনা অনুপম,
দুর্গম পরিখা দ্রুত করে অতিক্রম।
উল্লাসে অনীককুল করে অনুমান,
পোড়ে পোতশ্রেণী, পড়ে গ্রীসের সন্তান।
এইরূপে যবে সমবেত বীরগণ,
পলিডেমসের ইচ্ছা করে সম্পাদন,
একা এসিয়স্ রথী, রথে আরোহিয়া,
ধাবিল অরাতি পানে বরষা তুলিয়া।
হতভাগ্য বীর! নহ বশ মন্ত্রণার!
ও সুন্দর রথ তব না ফিরিবে আর;
ঐ যে তুরঙ্গ দল ধায় বেগভরে,
না ফিরিবে প্রভু সহ ট্রয়ের নগরে!
গ্রীক্ দুর্গ পাশে হ'বে নিশ্চিত পতন;
বীরেন্দ্র ইডোমিনুস্ তোমার শমন।
বামভাগে ট্রয়বীর ভীমবেগে ধায়;
চকিত গ্রীসীয় সেনা শিবিরে পলায়।
অশ্ব, রথ, পদাতিক, অর্দ্ধমুক্ত দ্বারে,
কাতর পরাণ-ভয়ে, পশিছে প্রকারে।
দ্রুত রথে ট্রয় বীর পশ্চাতেতে ধায়;
হুঙ্কারিয়া সেনা তাঁর গগন ফাটায়;
উল্লাসে অলীক আশা করিছে সকলে,
ডুবাইবে গ্রীক্ দলে জলধির জলে!

রক্ষিছে তোরণ দুই প্রবীর অদ্ভুত,
মহাবল লেফিথ্‌সের বংশ-সমুদ্ভুত ;
বলী এরিথাউসের তনয় দুজন,
বীর লিয়ন্টস্, পোলিপিটস্ ভীষণ।
শোভে শূরযুগ, যেন শালতরুদ্বয়,
ভেদিয়া আকাশ ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হয় ;
দীর্ঘ ভুজ শাখা, পত্র নানা প্রহরণ,
নিবারিছে বাত্যা ভূমি করিতে রক্ষণ !
অতিক্রমে শিরঃ উচ্চ গিরি-শৃঙ্গগণে ;
দৃঢ়মূল নাহি ডরে দর্পী প্রভঞ্জনে !
এইরূপে অবস্থিত প্রবীর দুজন
সহে অকাতরে বহু অরি-আক্রমণ।
অরিষ্টিস্, একামাস্ সম্মুখে সেনার ;
রাজে ইনোমস্, থুন পশ্চাতে সবার।
বৃথা ট্রোজানের দর্পময় আস্ফালন ;
বৃথা তাসবার ভীম ঢাল প্রকম্পন ;
প্রবীর সোদরদ্বয় নিশঙ্ক অন্তরে,
প্রাণপণে গ্রীকদুর্গদ্বার রক্ষা করে।
যবে সিংহনাদে ট্রয় সেনা অগণন,
পলায়িত গ্রীকগণে করে আক্রমণ,
নির্ভয়ে সোদরদ্বয় ত্যজিয়া দুয়ার,
দাঁড়ায় রোধিয়া গতি বিপক্ষ সেনার,
শুনিয়া চৌদিকে শিকারির কোলাহল,
বাহিরায় তথা দর্পে বরাহ-যুগল।
ক্রোধে দোঁহে ছিন্ন ভিন্ন করে তরুগণে ;
ধ্বংসে বনস্থল লতা-গুল্ম-উৎপাটনে ;

কড়মড়ে দন্ত ; ঘূরে আরক্ত নয়ন,
বিষম আঘাতে ক্লান্ত নহে যতক্ষণ ;
পড়ে অস্ত্রবৃষ্টি শিরে সোদর-দোঁহার ;
কবচে ঝঞ্ঝনি' বাজে বিকট প্রহার।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ ; গ্রীক্ যোধগণ,
এখনও প্রাণপণে রক্ষিছে তোরণ ;
পোত উদ্ধারিতে শেষ চেষ্টা তা'সবার ;
প্রস্তর, আয়ুধধারা পড়ে অনিবার।
যবে প্রকম্পনকারী উত্তর বাতাস,
শীতঋতু সহ ভূমে হয় পরকাশ,
ঘোর কুজ্ঝটিকা হ'তে তুষার ভীষণ,
নামি' দর্পে যথা ধরা করে আচ্ছাদন ;
পড়ে তথা উভদলে শর অবিরল ;
গড়ায়ে প্রস্তর চলে পরিখার তল।
বিকট আঘাত বাজে ভগ্ন ঢাল'পর ;
রোধে ঘন হুহুঙ্কার শ্রবণ-বিবর।
হইয়া তাড়িত, লাজে উন্মত্তের প্রায়,
এসিয়স্ নিন্দি' কহে জগত পাতায় ;—
কে করে বিশ্বাস আর অমর নিকরে ?
পাতক-নিয়ন্তা যোভ্ প্রতারণা করে !
ট্রয় পরাক্রমে গ্রীক্ হ'বে ছারখার,
সুনিশ্চয় আজি, ইথে সন্দেহ কাহার ?
কিন্তু যথা ত্যজি' চক্র ক্ষৌদ্র অগণন,
বাহিরায়, যদি শত্রু করে আক্রমণ ;
রক্ষে মধুক্রম-দ্বার আঁধারি' গগনে ;
দংশনে ব্যথিত করে আততায়িগণে ;

অতীব দুর্ব্বল, তবু মৃত্যুতে না ডরে ;
তেমতি গ্রীসীয় আজি দুর্গ রক্ষা করে।
খেদা'বে তবে কি দুই মানব কেবল
এ বাহিনী, ফিরাইবে অদৃষ্টের ফল ?
উড়াইল শব্দবহ এ হেন বচন ;
না টলিল ইথে দৃঢ় ঈশ্বরের মন।
অবিত্রাস মহারথ হেক্টর উপর,
অদ্যতন বীরযশঃ করিছে নির্ভর।
দুর্গময় বীরপণা করিছে গর্জ্জন ;
মগ্ন হেন সেনা-স্রোতে সকল তোরণ।
রোধে কর্ণপথ, শিলা বরিষণ-ধ্বনি ;
অস্ত্রছটা, দীপ্ত বহ্নি আলোকে ধরণী।
নিজ শক্তি দেব কোন দিল মোরে দান,
তুমুল সংগ্রাম হেন করিবারে গান !
জীবনাশা পরিহরি' গ্রীসীয় নিকর,
করে প্রহরণ বৃষ্টি শত্রুশিরোপর ;
অনুকূল দেবকুল দুঃখে তা'সবার,
আতঙ্ক-কম্পিত দেহে করে হাহাকার।
এখনও লেফিথ্সের বংশধরদ্বয়
রক্ষে দ্বার ; চারিভিতে পড়ে যোধচয়।
নির্ভীক পোলিপিটিস্ প্রথমে সবার,
বীরবর ডেমেসসে করিল সংহার ;
সুশাণিত ভল্ল তাঁর শিরস্ত্র ভেদিয়া,
পশিল মস্তিষ্কে ; প্রাণ যায় পলাইয়া।
পড়ে অর্মিনস্ রথী, তেজস্বী পিলন্ ;
নাশে বহুবীরে লেয়ণ্টিয়স্ ভীষণ ;

প্রথমে হিপমেকসে করি' বর্ষাঘাত,
কাল অসি বীরবর খুলে অকস্মাৎ।
আতঙ্কে এণ্টিফেটিস্ পলা'বে যেমন,
করিল কৃপাণ তাঁর মস্তক ছেদন।
এমিনস্, অরিষ্টিস্, মেনন্ সুন্দর
ভাসে রক্ত-স্রোতে ; শোভে শবের ভূধর।
এদিকে হেক্টর্, পলিডেমস্ মিলিয়া,
আক্রমিল অরি-দুর্গ ঘন হুঙ্কারিয়া,
অতীব উৎসুক মন দহিতে অনলে,
প্রাকার গগনস্পর্শী, দুর্গ, তরিদলে।
হেন কালে দৈব কাণ্ড নিরখি' গগনে,
চমকি' দাঁড়ায় দোঁহে স্তিমিত নয়নে।
আতঙ্কে সেনার আর না চলে চরণ ;
বিস্ময়ে বীরত্ব সবে হয় বিস্মরণ।
যোভের বিহঙ্গ করে পক্ষের ঝঙ্কার ;
অজগর বিদ্ধ এক নখরে তাহার,
অতীব বিকটমূর্ত্তি ; কুণ্ডলিয়া কায়,
দংশিল সে বিহগের বিশাল গ্রীবায়।
জ্বালায় কাতর হয়ে' পক্ষী সেইক্ষণে,
নিক্ষেপিয়া তায়, ঘুরে বিশাল গগনে,
ধায় বায়ুভরে, রবে বিদারি' অম্বর ;
বিপুল বাহিনীমাঝে পড়ে অজগর।
কুণ্ডলিত নিপতিত সর্পে নিরখিয়া,
কাঁপিল আতঙ্কে সেনা, বিপাক গণিয়া।
সুবিজ্ঞ পোলিডেমস্ অনেক চিন্তিয়া,
কহেন, হেক্টরপানে আঁখি ফিরাইয়া ; —

যথার্থ বচন তরে, কহ, কত বার,
শুনিব শ্রবণে ভ্রাতঃ! কটূক্তি তোমার?
পারে যত দূর হ'তে মম বিবেচনা,
সতত প্রদানি তোমা এ হেন মন্ত্রণা।
সকলের সত্যবাক্যে আছে অধিকার,
সন্ধি বা বিগ্রহে কিংবা গৃহে মন্ত্রণার।
নেতা তুমি; কিন্তু সদা না করি পালন
তব আজ্ঞা, বীর্য্য তব করিতে বর্দ্ধন।
এবে মম বাক্যে বীর! কর্ণপাত করি',
বিরত হও হে আজি ধ্বংসিবারে তরি;
প্রেরে হেন চিহ্ন যোভ্ তোমা সতর্কিতে,
জানিও নিশ্চয়; হেন লয় মম চিতে।
বিজেতা বিহগরাজ বামে উড়ে যায়,
রোধি' গতি মোসবার, কাঁপায়ে সেনায়,
গগনের মধ্যদেশে শিকার ত্যজিয়া;
অধিকৃত সর্পে নারে রাখিতে ধরিয়া।
দহিবারে শক্র-পোত বাঞ্ছা মোসবার,
যদিও কাঁপিছে ঐ উন্নত প্রাকার,
অবশেষে ঘোরতর বিপদ ঘটিবে;
মরিবে অসংখ্য; রক্তে ধরণী ভাসিবে।
অগ্রে উপদেশ তোমা করিনু প্রদান;
শকুনজ্ঞ আমি, জানি শকুন-সন্ধান।
হেক্টর ধরার গর্ব্ব করিল উত্তর,
(ঘূরে আঁখিদ্বয় ক্রোধে, পাবক প্রখর।)
এই কি এখন তব মন্ত্রণা সরল?
হেন বাক্যে পক্ষপাত নেহারি কেবল!

অথবা কাপট্যহীন যদি ও হৃদয়,
মূঢ়! বুদ্ধি তব যোভ্ হয়েছে নিশ্চয়!
কাপুরুষ! কেন মিছে বাসনা তোমার,
রোধিবারে অভিলাষ জগত-পাতার?
ঈশের ইঙ্গিত, শুভচিহ্ন প্রদর্শন,
অরাতির শঙ্কনীয় অশনি-নিশ্বন,
করিব কি অবহেলা প্রলাপে তোমার,
নিরখিয়া তুচ্ছ পক্ষী গগন মাঝার?
বিমানবিহারী ওহে বিহঙ্গমগণ!
সমগ্র গগন মাঝে কর বিচরণ;
উড়হ দক্ষিণে বামে; হেক্টর বীরেশ
সাধিবে ঈশের ইচ্ছা, ত্যজি' ভয়-লেশ।
বিনা শুভচিহ্ন বীর খুলে তরবার;
না মানে শকুন, চাহে স্বদেশ-উদ্ধার।
রে ভীরু! সন্দেহ তব কেন এ বিজয়ে?
নাহি শঙ্কা; জ্বলে বহ্নি সবার হৃদয়ে।
মরে যদি তরীমাঝে মহাবীরগণ,
পলাইয়া রক্ষ ভীরু! ও পাপ জীবন।
যদি এক দিনে যত ট্রয়ের সন্তান
মরে, মজে টয়্, নাহি তব পরিত্রাণ।
যদি কাপুরুষ! তব এহেন বচনে,
পশে তিলমাত্র ভয় যোধগণ-মনে,
মম এ ভীষণ ভল্ল, অচিরে তোমার,
বধি' প্রাণ, উপশম করিবে শঙ্কার।
এত কহি' দুর্গ পানে ধায় বীরবর
আস্ফালি' বিকট; ছুটে ট্রোজান নিকর,

নেতার পশ্চাতে; যেন অসংখ্য শমন।
ঘন ঘন সিংহনাদ বিদারে গগন।
ইডাগিরি হ'তে যোভ্ প্রেরি' প্রভঞ্জনে,
ঢাকিলেন গ্রীক্-পোত রজঃ-আবরণে।
পূরিল আতঙ্কে ঈশ গ্রীকের হৃদয়;
ট্রয়দর্প হেক্টরেরে অর্পেন বিজয়।
বলী যোধকুল দেবদর্প প্রদর্পিত,
বিশাল প্রাকার এবে করিল বেষ্টিত।
বৃথা স্থূল ভিত্তি! গুরু কাষ্ঠ অকারণ!
করে লণ্ড ভণ্ড তায় অরি-বীরগণ;
উপাড়ি' প্রস্তর দূরে নিক্ষেপে সবলে।
স্তূপাকারে গ্রীক-কীর্ত্তি পড়ে ভূমিতলে।
যুঝে গ্রীক্গণ উচ্চস্থানে আরোহিয়া;
সঞ্চালিত অস্ত্র চলে দুর্গ আলোকিয়া।
বিশাল ধাতব ঢাল শোভে সারি সারি;
ছুটে নিম্নে শর যেন বরিষার বারি।
নির্ভীক এজাক্স্ বীর, সহোদর সনে,
ভ্রমে দুর্গময় দ্রুত পদ-সঞ্চরণে,
উৎসাহি' সমরিদলে; প্রশংসা বচন
কহে বীরে; কাপুরুষে ভয় প্রদর্শন;—
ওহে অস্ত্রধারিকুল! প্রবীর নির্ভয়!
রণযশঃ-অভিলাষী নব যোধচয়!
শৌর্য্য, শস্ত্রশিক্ষা নহে সমান সবার,
কর কার্য্য যেই রূপ সামর্থ্য যাহার।
এদুর্দ্দিনে হ'ক দীপ্ত বীরের হৃদয়।
ত্যজ শঙ্কা ভীরু! খ্যাতি করহ সঞ্চয়।

উৎসাহ অলসে ; ক্ষীণে আশ্বাস অচিরে ;
ডুবাও হেক্টরদর্প সিংহনাদ-নীরে।
লভহ বিজয়, শঙ্কা করি' পরিহার,
বাহিরাও বীরদর্পে ত্যজিয়া প্রাকার।
পুনঃ যোভ্ জয়দান পারেন করিতে ;
নগরে পলা'বে শত্রু কাঁপিতে কাঁপিতে।
নাচিল সৈনিক-হৃদি এহেন বচনে ;
অবিরল শিলাবৃষ্টি পড়ে শন্ শনে।
যথা, যবে ক্রোধে দর্পী ত্রিদিব-ঈশ্বর,
ঘনজালে আচ্ছাদিত করি' অনম্বর,
প্রেরে ভীম বাত্যা, শীত-ঋতু-অধিকারে,
হিমানী-নিস্রব করে প্লাবিত ধরারে ;
অতঃপর নিবারিয়া সমীর-সঞ্চার,
ধীরে ধীরে ধরা'পরে বরষে তুষার ;
শিখরি-শিখর আগে হয় আচ্ছাদিত,
পরে ক্ষেত্র, সিন্ধুতীর সিকতা-পূরিত ;
গুরু ভারে তরুগণ নতশিরা হয় ;
শোভে শুভ্রবাসে নর-কীর্ত্তি সমুদয় ;
কেবল সুনীল ভীম বারিধি অপার,
ব্যাদানি' বদন গ্রাসে পতিত তুষার ;
তেমনি চৌদিকে ঘন শিলা-বরিষণ,
শুভ্রাকারে ভূমিতল করে আচ্ছাদন।
সুরাভ হেক্টর্ ল'য়ে সেনা অগণন,
করেন প্রয়াস ভগ্ন করিতে তোরণ।
আবরে আকাশ গ্রীক্ প্রহরণ-জালে ;
মহাবীর সার্পিডন্ আসে হেন কালে ;

বীর মেনিস্থূস্ উচ্চ স্থান আরোহিয়া,
নিরখে সেনার ঝড় বহিছে গর্জ্জিয়া ;
হেরে চারিধার, দূর করে বিলোকন,
জানিবারে কোন্ অরি করে আগমন ;
টিউসারে, এজাক্সেরে দেখিল নয়নে,
রুধির-লোহিত-অঙ্গ, মাতিয়াছে রণে।
বৃথা আহ্বানিল বীর ; অস্ত্রাঘাত-ধ্বনি,
ঢাল-শিরস্ত্রাণ' পরে, কাঁপায় ধরণী।
নড়িছে কপাট ; ঘোর প্রতিধ্বনি করে
প্রাকার পর্ব্বতশ্রেণী ; আকাশ বিদরে।
কহিল থোউসে শূর,—যাও ত্বরা করি'
আহ্বান এজাক্স্ বীরে মানব-কেশরী।
মহাবল যোধগণ একত্র হইয়া,
বহুক্ষণ অরি-স্রোত রাখিবে রোধিয়া।
অসংখ্য অনীক সহ সমনের প্রায়,
লিসীয় ভূপতিযুগ আসিছে হেথায় ;
কিন্তু যদি গর্জ্জে সেথা সমর ভীষণ,
করুন এজাক্স্ বীর দুর্গের রক্ষণ ;
ধন্বী টিউসার্ ভীম ধনুঃ ল'য়ে করে,
আসিয়া খেদান ত্বরা বিপক্ষ নিকরে।
ধাবিল সত্বর দূত বারতা লইয়া,
কণ্টকিত গ্রীক্-সেনা-কানন ভেদিয়া ;
নিরখে প্রবীরদ্বয়ে সিক্ত স্বেদ-জলে,
রুধির-আপ্লুত দেহ, রোধে অরিদলে।
ওহে মহাবল গ্রীক্-সেনাপতি-দ্বয় !
আহ্বানিছে (কহে দূত) পিটুস্-তনয়।

পারিবে তোমরা দোঁহে একত্র হইয়া,
প্রবল অরাতি-স্রোতে রাখিতে রোধিয়া।
অসংখ্য অনীক সহ, শমনের প্রায়,
লিসীয় ভূপতিযুগ ধাবিছে তথায় ;
কিন্তু যদি গর্জ্জে হেথা সমর ভীষণ,
কর টেলামন্, তুমি দুর্গের রক্ষণ ;
ধন্বী টিউসার ! ভীম ধনুঃ ধরি' করে,
আসিয়া খেদাও ত্বরা বিপক্ষ নিকরে।
তখনি ধাবিল দ্রুত এজাক্স্ বীরেশ,
সহকারী যোধগণে অর্পি' উপদেশ ;
প্রকাশ হে লিকোমিডি ! সমর-কৌশল ;
নির্ভীক অইলুস্ ! ঘোষ নিজ ভুজবল।
দোঁহা'পরে রণভার অর্পিনু দুঃসহ,
যাবৎ ফিরাতে নারি বিপক্ষ-প্রবাহ।
সাধিয়া এ কার্য্য ত্বরা আসিব ফিরিয়া ;
এত কহি' ধায় শূর দীপ্ত ঢাল নিয়া।
সমবেগে, সমদর্পে চলে টিউসার ;
বলী পেণ্ডিয়ন্ বহে কার্ম্মুক তাঁহার।
বাত্যাসম আস্ফালনে কাঁপায়ে মেদিনী,
প্রকাশে প্রাকার'পরে লিসীয়বাহিনী।
বিকট আতঙ্কে কাঁপি' গ্রীসীয় নিচয়,
অসম সমর-আশে, সমবেত হয়।
বাজিল তুমুল রণ ; জেতার গর্জ্জন,
আহতের আর্ত্তনাদ, বিদরে গগন।
ধাবিয়া সরোষে আগে এজাক্স্ কেশরী,
প্রেরে বীর এপিক্লিসে শমন-নগরী,

সার্পিডন্-সখা ; ছিল সম্মুখে তাঁহার,
প্রস্তর, প্রাকারচ্যুত, ভীষণ-আকার।
আধুনিক মহাকায় কৃষি বলবান,
না পারে নাড়িতে কভু এ হেন পাষাণ !
গ্রীক্‌বীর হেন শিলা তুলিয়া হেলায়,
ঘূরাইয়া শূন্যপথে সঞ্চালিল তায় ;
পড়ে শত্রু-শিরস্ত্রাণে তুলি' বজ্রধ্বনি,
কঠিন মস্তক চূর্ণ করিল তখনি।
যথা দক্ষ সন্তরক উচ্চে আরোহিয়া,
অধোমুখে বারিধিতে পড়ে লম্ফ দিয়া।
পড়ে তথা এপিক্লিস্ ; পরাণ হারায় ;
সমীরণ-বেগে আত্মা কালপুরে যায়।
অবতরে দুর্গমাঝে গ্লকস্ যেমন,
ত্যজিলেন টিউসার্ শর সুভীষণ।
স্বনি' স্বন স্বনে পত্রী ধাবি' বেগভরে,
বাজিল বিষম তাঁর অকবচ করে।
আহত গ্লকস্ বীর, বিচারিয়া মনে,
চকিত হইবে সেনা আঘাত-শ্রবণে,
ঢাকিলেন ক্ষত ত্বরা ; লম্ফ দিয়া পরে,
উচ্চ হ'তে, পিছালেন বিরষ অন্তরে।
গ্লকস্ সমর ত্যজি' ধীরে ধীরে যায়,
নরোত্তম সার্পিডন্ দেখিবারে পায়।
ক্রোধে দিবেশ্বর-সুত উন্মত্ত হইয়া,
আক্রমিল অরিগণে বিকট তর্জ্জিয়া।
হানে বীর ভীম প্রাস সিংহনাদ করি',
বলী অল্কপিয়নের বজ্র বক্ষঃ 'পরি ;

অতঃপর বিদ্ধ অস্ত্র টানিয়া সবলে,
তুলিলেন পুনঃ ; রক্ত প্রবাহিয়া চলে।
পড়িল ভূতলে গ্রীক্, উঠে বজ্রধ্বনি ;
কঠিন ধাতব বর্ম্ম বাজিল ঝঞ্চনি'।
প্রাকার-সমীপে জেতা ধাবি' দ্রুতগতি,
ঠেলে তায়, সমর্পিয়া যতেক শকতি।
নড়িল প্রাচীর ; শিলা হইয়া স্খলিত,
স্তূপাকারে চারিধারে হয় নিপতিত।
প্রসর গহ্বর এক হইল তাহায় ;
ধায় শত্রু-সেনা তাহে প্রবাহের প্রায়।
ধন্বীবর টিউসার নোঙাইল ধনুঃ ;
এজাক্স্ ত্যজিল ভল্ল জ্বলন্ত কৃশানু।
ট্রয়-বীর-কটিবন্ধে বিন্ধিল সে শর ;
ভেদিল ধাতব ঢাল, নারাচ প্রখর ;
কিন্তু অন্তর্য্যামী ঈশ তথা বর্ত্তমান,
রক্ষিতে বিপদ-পাতে নন্দনের প্রাণ।
পিছাইল নরপতি, (নহে পলায়ন),
ক্রোধমত্ত, হৃদে প্রতিহিংসার দহন ;
আশায় উৎফুল্ল মন হ'য়ে অতঃপরে,
উৎসাহেন নিরুৎসাহ সৈনিক নিকরে ;
কি বীর্য্যে লিসীয় সেনা ! কর অহঙ্কার ?
পূর্ব্ববল, পূর্ব্বদর্প নাহি আছে আর !
মুক্তপথ ; কিন্তু আমি যা'ব কি একাকী
অরিপুরে ? নিরখিবে বাহিরেতে থাকি' ?
হও সমবেত ; শত্রু হইবে নিধন ;
একতায় কোন কার্য্য না হয় সাধন ?

ক্ষিপ্ত লিসিয়ার সেনা হেন তিরস্কারে,
আক্রমিল বৈরিদলে ঘোর হুহুঙ্কারে।
গ্রীসীয় সমরিকুল অচলের প্রায়,
দাঁড়ায় অচলভাবে রোধিয়া তাহায়।
লিসীয় নিকরে গ্রীক্ নারে খেদাইতে ;
না পারে লিসীয় সেনা দুর্গে প্রবেশিতে।
দুই সংযোজিত ক্ষেত্র-সীমায় যেমন,
দাঁড়ায়ে বিবদমান কৃষক দুজন,
করে বাহুযুদ্ধ ; কেহ কভু না পিছায়,
নিজ স্থান ত্যজি' ; স্বেদবারি ঝরে কায় ;
যুঝে তথা উভদল, পরিহরে প্রাণ ;
নহে পরাঙ্মুখ কেহ, না করে পয়াণ।
বীর-বক্ষঃ ছিন্ন ভিন্ন করে প্রহরণ ;
উঠিছে আঘাত-ধ্বনি, বর্ম্মের নিক্কণ।
শবপুঞ্জে রণভূমি হইল আবৃত,
জীবের শোণিতে উচ্চ প্রাচীর প্লাবিত।
যথা দুই তৌল-শিক্য ভারে অসমান,
কভু উচ্চে, কভু নিম্নে হয় দুল্যমান,
(দরিদ্র-গৃহিনী যবে পরিমাণ করে,
পসমের সূত্র, মানদণ্ড ধরি' করে।)
অতঃপর উভ ভার সমতুল হয় ;
নাহি নড়ে শিক্য, দণ্ড বক্রগতি লয় ;
তেমতি সংগ্রাম রহে, নহে যতক্ষণ
অমরপ্রতিম হেক্টরের আগমন।
ঝঞ্ঝাবাত-সমবেগে আসিছে কুমার,
উৎসাহি' সেনায় মুহুঃ করিয়া চীৎকার।

ট্রয়ের অনীকবৃন্দ! হও অগ্রসর;
ধাও পোত পাশে, দহ অনলে সত্বর।
নেতার বচনে ক্ষিপ্ত ট্রয়-অনীকিনী,
আরোহিতে প্রাকারেতে স্থাপে আরোহিনী।
সহসা বেড়িল দুর্গ নারাচ-কানন,
দাবানলসম-দীপ্তবপু সেনাগণ।
প্রকাণ্ড প্রস্তর এক ধরিল কুমার,
সূচ-অগ্র, নিম্নদেশ আয়ত তাহার।
আধুনিক মহাবল নর দুই জন,
কি সাধ্য পাষাণ হেন করে উত্তোলন।
অনায়াসে ট্রয়বীর তুলে নিল তা'য়,
লোমগুচ্ছ যথা কৃষি উত্তোলে হেলায়;
হেক্টরে করুণা করি' জগত-কারণ,
শিলার গুরুত্ব নিজে করেন ধারণ।
এ হেন প্রস্তর বীর শূন্যে উত্তোলিয়া;
ধাইল তোরণ পানে, ঘন আস্ফালিয়া;
অদ্ভুত রচিত দ্বার। স্থূল লৌহদণ্ডে,
পূরিত; চৌদিক বদ্ধ গুরু কাষ্ঠ-খণ্ডে।
হেক্টর্ অরাতি-ত্রাস হানে ক্রোধভরে,
ধৃত শিলা; ভাঙ্গে দ্বার বজ্রনাদ ক'রে'।
বিচূর্ণ হইল কাষ্ঠ; লৌহদণ্ড তা'য়,
স্থানভ্রষ্ট হ'য়ে বেগে চৌদিকে ছড়ায়।
প্রভঞ্জন-বেগে বীর ধায় অভ্যন্তরে,
কালমূর্ত্তি, তীক্ষ্ণ দুই বর্ষা শোভে করে;
নয়ন ঝলসি' ঝকে বর্ম্ম জ্যোতির্ম্ময়;
জ্বলন্ত অনলসম জ্বলে আঁখিদ্বয়।

অবাধে চলিছে শূর অমরসমান,
ধীরে, বীর্য্য অমানুষ হেন হয় জ্ঞান।
ট্রয়ের বাহিনী এবে ঘন হুঙ্কারিয়া,
পশে দুর্গে স্রোতসম, ভগ্ন দ্বার দিয়া।
নিরখিয়া গ্রীক্ চমূ আতঙ্কে পলায় ;
মরে লক্ষ ; সিংহনাদ গগন ফাটায়।

দ্বাদশ কাণ্ড সমাপ্ত।



ত্রয়োদশ কাণ্ড।

চতুর্থ যুদ্ধে নেপ্‌চুন্‌দেবের গ্রীক্‌-পক্ষাবলম্বন। ইডোমিনুসের শৌর্য্য।

বিষয়।

গ্রীক্‌বিনাশ-দুঃখিত নেপ্‌চুন্‌ দেব হেক্টরকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ক্যাল্‌কসের মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক এজাক্‌সদ্বয়কে শত্রুবীরকে প্রতিরোধ করিতে উত্তেজিত করেন; পরিশেষে অন্য সেনানীর বেশ ধারণ করিয়া পোতমধ্যে প্রবিষ্ট অন্য বীরগণকে উৎসাহিত করেন। এজাক্‌সদ্বয় ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া হেক্টর্‌ ও তাঁহার সৈন্যগণকে বাধা দেন। অনেক বীরত্ব প্রদর্শিত হয়। মেরিয়নিস্‌, বর্শা হারাইয়া অন্য একটীর প্রার্থনায় ইডোমিনুসের শিবিরে প্রবেশ করেন। এই ঘটনায় উভয় বীরের কথোপকথন হয়; এবং উভয়ে একত্র যুদ্ধে আগমন করেন। ইডোমিনুস্‌ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি অর্থিওনুস্‌, এসিয়স্‌ ও এল্কাথাউস্‌কে নিহত করেন। ডিইফোবস্‌ ও ইলিয়স্‌ বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে, ইডোমিনুস্‌ সমর পরিত্যাগ করেন। মেনিলস্‌, হেলিনস্‌কে আহত করিয়া, পিসাণ্ডারকে নিহত করেন। বামভাগে ট্রোজানেরা পরাস্ত হয়। পুনঃ পুনঃ শরাঘাত সহ্য করিয়াও হেক্টর্‌ এজাক্‌সদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করেন; পলিডেমস্‌ সামরিক সভা করিতে পরামর্শ দেন। হেক্টর তাঁহার উপদেশ গ্রাহ্য করেন; কিন্তু প্রথমে ছিন্ন ভিন্ন ট্রোজান-গণকে একত্রিত করিতে গমন করেন; পলিডেমসের সহিত পুনর্ম্মিলিত হন এবং এজাক্‌সকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করেন।

অষ্টবিংশ দিবস এখনও চলিতেছে। দৃশ্য,—গ্রীক্‌-প্রাকার ও সমুদ্রতীরের মধ্যস্থলে।

বজ্রপাণি সবাহিনী হেক্টর্ প্রবীরে,
স্থাপিয়া বিস্তৃত নীল বারিধির তীরে,
গুরু রণ-শ্রম তাঁয় করেন অর্পণ,
যাবৎ না অস্তমিত পদ্মিনীরমণ।
অতঃপর দিবেশ্বর নয়ন ফিরায়,
রণস্থল হ'তে, সুবিস্তৃত থ্রেসিয়ায়,
মিসীয়-নিকর যথা সমর-কৌশল
প্রকাশে; থ্রেসীয় দমে তুরঙ্গ সবল;
হিপিমেলোজীয় নর যথায় বিচরে,
দীর্ঘজীবী ন্যায়পর খ্যাত চরাচরে,
শিবময় জাতি! জীবহিংসা নাহি জানে,
সতত জীবন ধরে পূত দুগ্ধপানে;
সানন্দে নিরখে বজ্রী; নাহি বাঞ্ছা তাঁর,
দেখিতে ট্রয়ের দৃশ্য,—মানব-সংহার।
অসহায় উভদল, ভাবে দিবেশ্বর,
নিরস্ত আদেশে তাঁর অমর নিকর।

একান্তে আসীন এবে ত্রিদশ-ঈশ্বরে,
প্রতাপী জলধিনাথ বিলোকন করে।
সিন্ধুকূলে রম্য গিরি; উপরে তাহার,
বিরাজে সেমোথ্রেসিয়া শোভার আধার;
বসি' সিন্ধুপতি তথা ফিরায়ে নয়ন,
অভ্রভেদী ইডা গিরি করে বিলোকন।
দৃষ্ট হয় ইলিয়ম্-গুম্বজ সকল,
দীর্ঘ গ্রীকপোত-শ্রেণী, বারিধি অতল।
স্ফটিক-রচিত জলনিলয় ত্যজিয়া,
গ্রীক্ দুঃখে তথা দেব কাঁদেন বসিয়া।

স্মরি' ঈশ-অবিচার, উন্মত্তের প্রায়,
সহসা জলধিনাথ নামেন ধরায়।
কাঁপে গিরি থর থরে পদক্ষেপে তাঁর ;
নড়ে বন ; ধরা নারে ধরিবারে ভার ;
অধীরা হইল পৃথ্বী। বারিধি-ঈশ্বর
করে অতিক্রম রোষে বিবিধ নগর,
তিন পদ-ক্ষেপে ; দেব চতুর্থে এবার,
উপনীত দূরস্থিত ইজির মাঝার।
ইজীয় উপসাগরে রাজে জ্যোতির্ম্ময়
অক্ষয় প্রাসাদ তাঁর! নরকীর্ত্তি নয়।
উতরি' তথায় দেব সাজান অচিরে,
দিব্য অশ্বগণে, স্বর্ণকেশ শোভে শিরে ;
পরিলেন অঙ্গে ত্বরা দীপ্ত রণসাজ,
রচিত কনকে, তাহে হীরকের কাজ।
উঠি' রথে সিন্ধুনাথ রোষস্ফীত-কায়,
হানে হেম কশা ; হয় বায়ুবেগে ধায়।
ঘূরে রথচক্রচয় সলিল কাটিয়া।
ভীমকায় জলজন্তু উপরে ভাসিয়া,
করে ক্রীড়া মহোল্লাসে বেড়িয়া তাঁহায় ;
বক্রভাবে তিমিকুল খেলিয়া বেড়ায়।
নতশিরে বারিনিধি সমতল হ'য়ে,
করে স্তুতি অধিপেরে বক্ষঃ'পরে লয়ে।
ত্যজে তুরঙ্গের পথ তরঙ্গ সকল ;
না পারে ভিজাতে চক্র ভীত সিন্ধুজল।
রাজে বারি-রাজ্যে এক বিশাল গহ্বর ;
শোভে এক ধারে তার নগর সুন্দর

টিনিডস্ ; অন্য পাশে শিখরি-বেষ্টিত
ইম্ব্রস্, লহরী যাহে হয় নিনাদিত।
শৈবলিনী-নাথপতি তথায় উতরি',
থামান জ্যোতিষ্ক রথ ; অশ্বে মুক্ত করি'
অর্পিলেন দিব্য তৃণ আপনি স্বকরে ;
অক্ষয় প্রদীপ্ত হেমরজ্জু দিয়া পরে,
বাঁধিলেন তা'সবায় ; তুরগ সকল
রহে তথা। চলে সিন্ধুপতি মহাবল ;
প্রভঞ্জন সম যথা আঁধারি' গগন,
কিংবা ধরা-মগ্নকারী ভীষণ প্লাবন,
ধায় বীরদর্পে ভীম ট্রয়ের বাহিনী,
বীর হেক্টরের সনে কাঁপায়ে মেদিনী ;
ঘন ঘন সিংহনাদ গগন বিদরে ;
পদক্ষেপে বসুমতী কাঁপে থরথরে।
চলে ট্রয়-চমূ গ্রীক্-শমনের প্রায় ;
জ্বলিছে বহিত্রচয় হেরে কল্পনায় !
পৃথ্বীপ্রকম্পনকারী প্রবল অমর
উঠিয়া নেপ্‌চুন্ দেব ত্যজিয়া সাগর,
ধরে নরমূর্ত্তি ; যেন ক্যাল্কস্ স্থবির,
সম দেহভাব, কণ্ঠস্বর সুগভীর।
মাতিল চীৎকারে তাঁর গ্রীক্ বীরদল,
রুষিল এজাক্সদ্বয়, অনলে অনল ;
গ্রীসের ভরসা ওহে বীর-পুত্রগণ !
পূর্ব্ব খ্যাতি, পূর্ব্ব কীর্ত্তি করহ স্মরণ।
ত্যজ ভয়, মোসবায় পারিবে রক্ষিতে ;
পলায়নে নাহি রক্ষা এ শত্রু-ভূমিতে !

যদিও অরাতি-স্রোতে মগ্ন চারিধার ;
যদিও পতনোন্মুখ এ দৃঢ় প্রাকার,
এখনও আছে আশা ; কিন্তু এই স্থান,
জিনে যদি শত্রু, তবে নাহি পরিত্রাণ !
দৈববলে অহঙ্কৃত, সম হুতাশন
গর্জ্জিছে হেক্টর যেন যোভের নন্দন।
যদ্যপি অমর কোন আর্দ্র করুণায়,
উৎসাহ, সাহস, বল অর্পেন সবায়,
গ্রীসের বিজয়-লক্ষ্মী রাজিবে আবার ;
বিফল যোভের কোপ ! পিছা'বে কুমার !
এত কহি' সিন্ধুনাথ রাজদণ্ড দিয়া,
স্পর্শি' বীরগণে, দৃঢ় করিলেন হিয়া।
অমিতবিক্রম পূত সুর-পরশনে,
সহসা সবল পুন করে শূরগণে।
অনন্তর শ্যেন যথা ভক্ষ্য লক্ষ্য করি'
দূরদেশে, অকস্মাৎ গিরি পরিহরি',
ধায় ব্যগ্রভাবে নিম্নে চপলা-গমনে,
পাকশাটে মুখরিত করিয়া গগনে ;
মুহূর্ত্তে সিন্ধুপ তথা ধাবি' বেগভরে,
সেনার নয়ন হ'তে মিশান অম্বরে।
নররূপধারী দেবে, অইলুস্-তনয়
চিনিয়া প্রথমে, বীর টেলামনে কয় ;—
নররূপে, মিত্র ! কোন সদয় অমর
উৎসাহেন গ্রীকে পুনঃ করিতে সমর !
মনিষী ক্যাল্‌কস্ কভু নহে এই জন ;
আবির্ভূত সুর, বৃদ্ধ করিলে গমন।

চিনেছি অমর ইনি, নাহি সন্দ মনে,
মনুষ্য-দুর্লভ দীপ্ত বপু-দরশনে।
অদ্ভুত স্বর্গীয় তেজে মম কলেবর
পূর্ণ এবে; ভাসি যেন অম্বর উপর।
সম পরাক্রমে, বীর! (কহে টেলামন্)
মত্ত আমি; জ্বলে হৃদে দর্প-হুতাশন।
লভিয়াছি নব আত্মা যেন এ সময়;
চাহি রণ; দৃঢ়ীভূত অঙ্গ সমুদয়।
হের এ সতেজ ভুজ বরষা কাঁপায়
অকারণ; বেগে রক্ত ধমনীতে ধায়।
ধাবিয়া একাকী, হেন ইচ্ছা এ অন্তরে,
বিনাশি এখনি ঐ দুর্জ্জয় হেক্টরে।
বারিধি-অধিপ-তেজে পূর্ণ বীরগণ,
পরস্পর নিজ ভাব প্রকাশে এমন।
প্রতাপী নেপচুন্ এবে প্রদানে আশ্বাস,
ভীত গ্রীক্‌গণে, যারা হইয়া হতাশ,
কাঁপে পোতমাঝে, যবে ট্রয় অনীকিনী,
বেড়িয়া প্রাকার, গর্জ্জে কাঁপায়ে মেদিনী।
ভাঙ্গে শত্রু-সিংহনাদে হৃদি তা'সবার;
ঝরে গণ্ডে দরদরে ক্রোধ-অশ্রুধার।
শেষ দিন সমাগত ভাবে গ্রীক্‌গণ;
সহসা সাহসে মাতে তা'সবার মন।
লিটুস্ ও টিউসার হইল অধীর;
উত্তোলিল অস্ত্র পেনিলুস্ মহাবীর;
থোয়াস্, ডিইপিরস্ সমর-নিপুণ,
বীর মেরিয়ন্ পরে লভে এ আগুন;

পাইল অদ্ভুত বীর্য্য নেষ্টর্-তনয়,
যবে পয়োনিধিপতি উচ্চ রবে কয় ;—
ধিক্ গ্রীক্ নামে ! যত বীরের সন্তান,
কলঙ্ক-সাগরে এবে হয় ভাসমান !
ছিল সাধ হায় ! মম, অমর-কৃপায়,
হেরিব নয়নে জয়ী তোমা সবাকায়।
বৃথা আশা ! পলাইলে ভঙ্গ দিয়া রণে ;
আবৃত সে যশোরবি কলঙ্কের ঘনে !
অশ্রুত, অদৃষ্টপূর্ব্ব কি দৃশ্য ভীষণ,
হেরিল হে ঈশ ! আজি মম দু'নয়ন !
পলাইব মোরা তুচ্ছ ট্রোজানের ভয়ে,
ত্যজি' লক্ষ পোত, সিংহকুলে জন্ম ল'য়ে ?
হেন ভীত সশঙ্কিত কাপুরুষগণ,
যেন রণস্থলে অস্ত্র না ধরে কখন !
চকিত কুরঙ্গসম দক্ষ পলায়নে,
প্রসবিত শ্বাপদের উদর-পূরণে !
তবে কি, কাঁপিত যা'রা গ্রীক্নাম শুনে,
লুণ্ঠিবে শিবির, তরি দহিবে আগুনে ?
এ হেন পরিবর্ত্তন কহ কি কারণ ?
দোষী কি সেনানী, কিংবা ভীরু সৈন্যগণ ?
ওরে রে নির্ব্বোধ দল ! নেতার পাতকে,
মজিবে কি কলঙ্কেতে, মরিবে পলকে ?
হ'ন হতমান একিলিস্ বীরবর,
দোষ অপরের, লজ্জা তোমাদের 'পর।
ক্রোধ কিংবা লোভ বশে যদি সেনাপতি
করে অপকার্য্য, তাহে দিবে কি সম্মতি ?

কর নরোচিত কর্ম্ম, রক্ষ জন্ম-দেশ ;
বীরের হৃদয়ে নাহি থাকে ভয়লেশ।
কর বিবেচনা ; নাহি করি তিরস্কার,
নীচ জনে কভু, লাজ-ভয় নাহি যা'র।
অসংখ্য গ্রীসীয় এবে আক্রমে তাঁহায় ;
দীপ্ত হ'ল রণস্থল কৃপাণ-প্রভায়।
রুদ্ধগতি তাঁর ; বীর দাঁড়ায়ে এবার,
উৎসাহেন সৈন্যগণে করিয়া চীৎকার ;—
স্থির হও যোদ্ধৃকুল ! এই ভুজবলে,
নিমেষে ভাঙ্গিব ব্যূহ নাশি' শত্রুদলে।
হ'বে দর্পী গ্রীক্‌দল, এই ভল্লে মম,
ছিন্ন, ভিন্ন, বহ্নিমাঝে পতঙ্গের সম।
বিরাজেন যিনি সদা জুনোর অন্তরে,
সেই দেবেশ্বর আজি জয়দান করে।
এতেক কহিল বীর ; মাতে সেনা তা'য়।
অগ্রে অরিব্যূহ পানে, যশঃ-আকাঙ্ক্ষায়,
ছুটিল ডিইফোবস্ ; কিন্তু যাত্রাকালে,
স্বদেহ চতুর যোধ আবরিল ঢালে।
মেরিয়ন্ হানে বর্ষা, (অব্যর্থ সন্ধান) ;
ভেদে বটে বৃষচর্ম্ম, বর্ষা খরশান
নারিল পশিতে মাঝে। উজ্জ্বল ফলক,
ভগ্ন হ'য়ে ভূমি'পরে করে ঝকমক।
ট্রয়বীর আশঙ্কায় অধীর হৃদয়ে,
পলায় সুদূরে, ঢালে বিদ্ধ বর্ষা ল'য়ে।
বিরস ভগ্নাশ গ্রীক্ পিছায়ে এবার,
নিজ ব্যর্থ বরষায় প্রদানে ধিক্কার,

সুদ্রুত নিরস্ত্র যোধ চলে অতঃপর,
পোত পানে, আনিবারে ভল্ল অন্যতর।
ভীষণ বাজিল এবে তুমুল সংগ্রাম;
কর্ণভেদী সিংহনাদ উঠে অবিরাম।
টিউসার ইম্প্রিয়সে হানে ভীম শর,
বহু-অশ্ব-অধিকারী মেণ্টর্-কোঙর।
ট্রয়ে কতকাল নাহি আসে গ্রীক্‌গণ,
সুরম্য পিডুস দেশে, যুবা ফুল্লমন,
করিতেন সুখে বাস, রণ-শঙ্কাহীন,
মেডিসিকাষ্টির প্রেমে মত্ত নিশাদিন।
(প্রায়ামের বলাৎকারে যূনীর সম্ভব;
তাই রাজবংশে যুবকের সংস্রব।)
আসিয়া ট্রয়ের মাঝে যুবা আহ্লাদিত,
সর্ব্বত্র সুযোদ্ধা বলি' হইল পূজিত।
রহে যুবা, সহ প্রায়ামের পুত্রগণ;
ভূপতি ভাবেন তাঁয় নন্দন আপন।
টিউসার বিন্ধে তাঁয়; শস্ত্র ভয়ঙ্কর,
ভেদে গ্রীবা, বাজি' বেগে কর্ণমূলোপর।
তোমরা দেশের গর্ব্ব, খ্যাতির তনয়;
শতধা এ অপযশে বিদরে হৃদয়।
হইয়াছ পরাজিত, না ভাব এমন;
কে পারে বলিতে কত দুর্গতি এখন!
কি চাহ, বিচার এবে কর যোদ্ধৃচয়!
যশের মরণ কিংবা অপযশো ময়;
দেখ, পূর্ণকাল! ঐ আসিছে শমন;
শুন ভাঙ্গে দ্বার! শক্র-বরমনিক্কণ!

গর্জ্জিছে অশনিনাদে হেক্টর দুর্জ্জয় ;
কর যুদ্ধ কিংবা প্রাণ ত্যজ এ সময়।
ভগ্নহৃদি গ্রীক্‌দল, অমর-বচনে,
অমিত বিক্রম পুনঃ পায় সেই ক্ষণে।
বৃত্তাকারে নিজ ভীম চমূ সাজাইয়া,
এজাক্স, সোদরসহ গর্জ্জে দাঁড়াইয়া ;
অদ্ভুত অভেদ্য ব্যূহ ! দেখিলে তাহায়,
পালাস পূজিত বীরে বহু প্রশংসায় ;
অথবা হেরিত যদি দেব রণেশ্বর,
অবশ্য বিস্ময়ে তাঁর পূরিত অন্তর।
রণদক্ষ মহাকায় বীর যোধগণ,
করিছে প্রতীক্ষা হেক্টরের আগমন।
ভূমি আবরিল লৌহবন জ্যোতির্ম্ময় ;
বর্ম্মে বর্ম্মে, ঢালে ঢালে সংযোজিত হয়।
নর পানে ধায় নর ; বরষা হেলিছে
বর্ষাপানে ; শিরস্ত্রাণে শিরস্ত্র বাজিছে।
শিখাগুচ্ছ খেলিতেছে অসংখ্য লহরী,
ভূকম্পনে কুঞ্জ যথা কাঁপে থরথরি'।
জ্যোতিষ্ক ঘূর্ণিত সিত বর্ষা তা'সবার,
আকাশে অসংখ্য ছটা করিছে বিস্তার।
এইরূপে চলে দর্পে বীর অনীকিনী
শোণিত-তৃষিতা, যেন কালের ভগিনী।
অধীর হানিতে অস্ত্র সমরি নিকর।
আক্রমিল ট্রয়সেনা—অগ্রেতে হেক্টর।
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হ'তে স্খলিত হইয়া,
প্রকাণ্ড প্রস্তর যথা বেগে গড়াইয়া,

(করে স্থানচ্যুত দ্রুত স্রোতস্বতী যা'য়,)
উচ্চ হ'তে ক্রমে ক্রমে উতরে ধরায় ;
উলম্ফিয়া বজ্রনাদে নামে ধাপে ধাপে ;
কঠোর আঘাতে তার মহীরুহ কাঁপে।
ক্রমে বর্দ্ধে বেগ তার ; হ'য়ে বিঘূর্ণিত,
অশনি-নিশ্বনে হয় ভূমি সন্নিহিত ;
থামে তথা,—থামে বীর হেক্টর্ তেমন ;
অরি-বীর্য্য বীরবর বুজিল এখন।
অসংখ্য গ্রীসীয় এবে আক্রমে তাঁহায় ;
দীপ্ত হ'ল রণস্থল কৃপাণ-প্রভায়।
রুদ্ধ গতি তাঁর ; বীর দাঁড়ায়ে এবার,
উৎসাহেন সৈন্যগণে করিয়া চীৎকার ;—
স্থির হও যোদ্ধৃকুল ! এই ভুজবলে,
নিমেষে ভাঙ্গিব ব্যূহ নাশি' শত্রুদলে।
হ'বে দর্পী গ্রীক্‌দল, এই ভল্লে মম.
ছিন্ন ভিন্ন, বহ্নি মাঝে পতঙ্গের সম।
বিরাজেন যিনি সদা জুনোর অন্তরে,
সেই দেবেশ্বর আজি জয়দান করে।
এতেক কহিল বীর ; মাতে সেনা তায়।
অগ্রে অরিব্যূহ পানে, যশঃ-আকাঙ্ক্ষায়,
ছুটিল ডিইফোবস্ ; কিন্তু যাত্রাকালে,
স্বদেহ চতুর যোধ আবরিল ঢালে।
মেরিয়ন্ হানে বর্ষা, (অব্যর্থ সন্ধান,) ;
ভেদে বটে বৃষচর্ম্ম, বর্ষা খরশান,
নারিল পশিতে মাঝে। উজ্জ্বল ফলক,
ভগ্ন হ'য়ে, ভূমি'পরে করে ঝকমক।

ট্রয়বীর আশঙ্কায় অধীর হৃদয়ে,
পলায় সুদূরে, ঢালে বিদ্ধ বর্ষা ল'য়ে।
বিরস ভগ্নাশ গ্রীক্ পিছায়ে এবার,
নিজ ব্যর্থ বরষায় প্রদানে ধিক্কার।
সুক্রুত নিরস্ত্র যোধ চলে অতঃপর,
পোত পানে আনিবারে ভল্ল অন্যতর।
ভীষণ বাজিল এবে তুমুল সংগ্রাম;
কর্ণ-ভেদী সিংহনাদ উঠে অবিরাম।
টিউসার, ইম্প্রিয়সে হানে ভীম শর,
বহু অশ্ব-অধিকারী মেণ্টর-কোঙর।
ট্রয়ে যতকাল নাহি আসে গ্রীক্‌গণ,
সুরম্য পিডুস্ দেশে, যুবা ফুল্লমন,
করিতেন সুখে বাস; রণ-শঙ্কাহীন,
মেডিসিকাষ্টির প্রেমে মত্ত নিশাদিন।
(প্রায়ামের বলাৎকারে যূনীর সম্ভব;
তাই রাজবংশে যুবকের সংস্রব।)
আসিয়া ট্রয়ের মাঝে যুবা আহ্লাদিত,
সর্ব্বত্র সু-যোদ্ধা বলি' হইল পূজিত।
রহে যুবা, সহ প্রায়ামের পুত্রগণ;
ভূপতি ভাবেন তাঁয় নন্দন আপন।
টিউসার বিন্ধে তাঁয়; শস্ত্র ভয়ঙ্কর,
ভেদে গ্রীবা, বাজি' বেগে কর্ণমূলোপর।
যথা উচ্চ শিখরীর শিখর হইতে,
ছিন্ন গুরু শিশুবৃক্ষ পতিত ভূমিতে;
লুঠায় ধূলাতে রম্য পত্র-গুচ্ছ তার;
পড়ে বীর তথা; বর্ম্মে উঠিল ঝঙ্কার।

হৃষ্ট টিউসার দ্রুত ধায় শবপাশে ;
হেক্‌টর-চ্যুত ভল্ল উড়িল আকাশে।
পিছাইল গ্রীক্‌বীর শশব্যস্ত হ'য়ে ;
বাজিল সে অস্ত্র এম্ফিমেকস্‌-হৃদয়ে,
স্কিটস্‌-তনয়, দেব নেপ্‌চুন্‌-প্রসব ;
বৃথা বীর্য্য তাঁর, বৃথা বংশের গৌরব !
পড়িল ভূতলে বীর, বাজে বাণবার ;
ভূমে ঠেকি' ধাতুঢাল করিল ঝঙ্কার।
ধাবি' দ্রুতপদে হন্তা পুলকিত মন,
শিরস্ত্র হরিতে হস্ত বিস্তারে যেমন,
হানিল সবলে বর্ষা এজাক্স প্রবীর ;
ঢালের গোলকে তাঁর বাজিল গভীর।
আঘাতে কাঁপিল শূর ; লৌহ বাণবারে
আবরিত অঙ্গে অস্ত্র প্রবেশিতে নারে।
নিরস্ত হেক্টর এবে ; গ্রীসীয় নিকর,
হত বীর-দেহ লয়ে পলায় সত্বর।
দুই এথেনীয় সেনাপতির মাঝার,
(দর্পী ষ্টিচিয়স্‌ মেনিস্থূস্‌ অত্যুদার,)
শায়িত এম্ফিমেকস্‌ ভূতল-শয্যায় !
এজাসীয় দ্বয় হ'রে ইম্ব্রিয়সে হায় !
কুক্কুর কুলের কালকবল হইতে,
আচ্ছেদি' কুরগে, যথা গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে,
ভ্রমে সিংহযুগ, উর্দ্ধে উত্তোলি' তাহায় ;
তৃণবন সুরঞ্জিত হয় রক্তিমায়,
সেইরূপ শবে দোঁহে ; এজাক্স দুর্ব্বার
ছেদে হস্ত, আইলুস্‌ মস্তক তাঁহার।

রুধিররঞ্জিত শিরঃ জড়পিণ্ড প্রায়,
গড়ায়ে ঠেকিল গিয়া হেক্টরের পায় ।
পরাক্রমী সিন্ধুনাথ, পৌত্রের নিধনে,
শোকে ক্ষিপ্তপ্রায়, রোষে লোহিত লোচনে,
উৎসাহেন গ্রীকে, হৃদে দেন দর্পভার,
ভীম ট্রয়-অনীকিনী করিতে সংহার ।
বাত্যাবেগে সিন্ধুপতি ধাবি' পোত পানে,
হেরে ইডোমেনে দক্ষ বরষা-সন্ধানে ।
সেবেন ভূপতি এক আহত সেনায়,
(বিষাদে বদন তাঁর পূর্ণ কালিমায়,)
ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গ যা'র বরষা প্রহারে,
ভীমরণে, নীত এবে শিবির মাঝারে ।
ভিষকের করে ভূপ অর্পিয়া তাহায়,
ত্যজিলেন পটগৃহ সমর-আশায়,
দ্রুতপদে । সম্বোধিল তাঁয় সিন্ধুপতি,
থোয়াসের স্বরে, এণ্ড্রিমনের সন্ততি,
রাজ্য যাঁর শুভ্র গিরিমালী কেলিডন্,
প্লুরন্, পর্ব্বত যাহে শোভে অগণন ।
কোথা এবে সেই শূন্যগর্ভ অহঙ্কার,
গ্রীক্-দর্পে ইলিয়ন্ হ'বে ছারখার ?
কহে ক্রিটপতি,—নহে কলঙ্ক ভাজন
গ্রীস ; হট্ট রণ তার, পণ্য প্রহরণ !
দৃঢ় শ্রমদক্ষ যত গ্রীসের তনয়,
ভয় বা আলস্য হেতু পরাঙ্মুখ নয় ।
বিধির নির্ব্বন্ধ ইহা ! অদৃষ্ট ভীষণ
যোভের প্রেরিত, দূরদেশে সে কারণ,

অভিলষে ওহে বীর! ধ্বংস মো সবার!
ছিলে সম্মুখীন, পুনঃ কর়হ এবার,
সুমন্ত্রণাদান, কিংবা যুঝহ সমরে ;
একাকী নারিবে যাহা, উৎসাহ অপরে।
নিরস্ত হইল বীর ; দেব জলেশ্বর,
কাঁপে পৃথ্বী দর্পে যাঁর, করেন উত্তর ;—
এ হেন দুর্দিনে যেই কাপুরুষ জন
রহিবে বহিত্র মাঝে, পরিহরি' রণ,
ত্যজি' লজ্জা ; না হেরিবে নয়ন তাহার,
জন্মভূমি, হ'বে হেথা গৃধিনী-আহার!
সেই হেতু, দেখ পরি' ভীষণ বরম,
কহি তোমা করিবারে কার্য্য মম সম।
চল যাই রণাঙ্গনে একত্র যুঝিব ;
সম যোদ্ধা দোঁহে ; মম পরিচয় দিব।
খেদাইব জয়োদ্ধত ট্রোজান সেনায় ;
ভালমতে বীরদল বিদিত দোঁহায়।
এত কহি' ধায় রণে বারীশ ভীষণ ;
মহাবল ক্রিট্‌পতি শিবিরে আপন।
তথা হ'তে ল'য়ে বীর বরষা যুগল,
পরিহিত-বর্ম্ম, যাহে দীপ্ত রণস্থল,
সদর্পে চলিল রণে বীর শূরত্রাস,
যোভূবজ্র হ'তে যেন বিদ্যুৎ বিকাশ,
অমরের কোপ যাহা মানবে জানায়,
কিংবা অর্পে রণভীতি পাপিষ্ঠ ধরায়।
সমুজ্বল প্রভা, অন্তরীক্ষ আলোকিয়া,
ধায় দ্রুত অবিরল স্ফুলিঙ্গ শ্রাবিয়া।

মহাবেগে চলে ভূপ ; বরম তাঁহার,
ঝকে সেইরূপ, আঁখি ঝলসি' সেনার।
নিরখিয়া মেরিয়নে শিবিরে তাঁহার,
জিজ্ঞাসিল বীর তাঁয় ;—কহ গুণাধার !
সমর-নিপুণ তুমি, শূর মহাবল,
আসিতেছ কি কারণে ত্যজি' রণস্থল ?
বিরত কি তুমি কোন বার্ত্তাদান তরে,
অথবা আহত সখে ! অরাতির শরে ?
এ স্থলে থাকিতে মম মন নাহি চায়,
প্রজ্বলিত এ অন্তর বিজয়-আশায়।
হে নৃপ ! (মেরিয়নিস্ করেন উত্তর,)
ভীম ক্রিট্-অনীকিনীসেনানা-প্রবর !
কি কাজ প্রকাশে দুঃখ ; ভল্ল ভগ্নশির,
দেখ করে ; অবশিষ্ট ঢালে অরাতির !
কহে ক্রিট্পতি,—পশি' শিবিরে আমার,
লহ অস্ত্র মনোমত আবশ্যক যা'র।
অসংখ্য বরষা আছে (ট্রোজানের ধন,)
আলোকি' প্রাকার ; মুগ্ধ হ'বে তব, মন।
ঘৃণি' দূরযুদ্ধে আমি ; নাহি ত্যজি শর,
নাহি হানি বর্ষা অতর্কিত শত্রু'পর ;
নাশি প্রতিযোধে আমি, হরি দ্রব্য তার ;
হেন শত্রু-অস্ত্রে তেঁই মম অধিকার।
পশ বীর ! নিরখিবে নানা শিরস্ত্রাণ,
দীর্ঘ বর্ষা, হেম ঢাল পর্ব্বত-প্রমাণ।
নহে বৃথা শ্রম মম, (কহে মেরিয়ন্,
আমিও লোভেছি বহু হতশত্রু-ধন ;

আছে পোত মাঝে। জান, হে শূর-প্রধান !
নির্ভয়ে সেনার আগে করি অবস্থান।
কি কাজ অধিক বাক্যে ? জ্ঞাত কোন্ জন,
নহে মেরিয়নে,—তোমা জিজ্ঞাসি এখন ?
উত্তরে ইডোমিনুস্,—ভীম রণস্থল,
সতত ঘোষণা করে তব বাহুবল ;
মহাবল-পরাক্রান্ত শত্রু আক্রমিতে,
ধাও অগ্রে তুমি বীর ! শঙ্কাহীন চিতে।
হেন ভয়াবহ কার্য্যে হয় পরকাশ,
সমরীর বীরপণা অথবা তরাস।
হয় বিচঞ্চল ইথে কাপুরুষ জন ;
ত্যজে নিজ স্থান, ভয়ে বিবর্ণ বদন।
সর্ব্ব অঙ্গে ঘর্ম্ম তা'র ঝরে দরদরে ;
আতঙ্ক-অস্থির হৃদি বেগে নৃত্য করে ;
নয়নে লক্ষিত হয় মরণ-লক্ষণ ;
কাঁপে দাঁড়াইয়া ; বাজে দশনে দশন।
অসাড়, অস্পন্দ দেহ, বিবেক পলায় ;
অবস্থিত যেন জড় পুত্তলিকা প্রায় !
বীর নহে এ প্রকার—সতত নির্ভয়,
সদা পুলকিত-চিত, প্রশান্তহৃদয় ;
না টলে বিবেক তাঁর ; সুদৃঢ় অন্তরে
নাহি ভয়, মরণেরে কদাপি না ডরে।
যদিও চঞ্চল হয় অন্তর তাঁহার,
সে কেবল সর্ব্ব অগ্রে করিতে প্রহার।
সাধিয়াছ কত ভীম কার্য্য বীরোচিত ;
অদ্ভুত সমর-বিদ্যা তব পরিচিত।

শোভে অঙ্গে যে সকল অস্ত্রাঘাত-চিহ্ন,
না ঘোষে কলঙ্ক তব, যশোরাশি ভিন্ন ;
জানায় মানবে, তুমি বক্ষঃ প্রসারিয়া,
দুর্জ্জয় বিপক্ষ বীরে রাখহ রোধিয়া।
কি কাজ এ স্থলে তুচ্ছ বালকের সম,
কথোপকথনে, এবে পাশরি' বিক্রম!
পশ বীর! আনি' হৃত বরষা বাছিয়া,
পূর্ব্ব অধিকারিগণে দাও ফিরাইয়া।

মূহুর্ত্তে বরষা লয়ে বীর-মেরিয়ন্,
ভূপের পশ্চাতে চলে করিয়া তর্জ্জন ;
যথা মার্স্‌দেব বীরকুল-ক্ষয়কারী,
ধাবেন সমরক্ষেত্রে বিকট হুঙ্কারি'।
নিঠুর নন্দন তাঁর, ভয় ভয়ঙ্কর,
চলে সঙ্গে রণরঙ্গে প্রফুল্লঅন্তর,
সমীরণ সমবেগে. করিতে দমন
দর্পী বীরকুল-দর্প, ভূভার হরণ।
চলে দোঁহে থ্রেস্ হ'তে, যবে মাতে রণে
ফেলিজীয় দল, ইফিরীয় সেনা সনে।
দেবদ্বয় তুষ্ট ফেলিজীয়ে পরাজিয়া,
তুষিলেন ইফিরীয়ে জয়লক্ষ্মী দিয়া।
তেমতি ধাবিছে দুই ক্রীট্-সেনাপতি ;
কাঁপে সশঙ্কিত শত্রু হেরি' বর্ম্ম-জ্যোতিঃ।

কহে মেরিয়ন্ এবে ; কহ মহাভাগ!
রক্ষিব দক্ষিণ পার্শ্ব, কিংবা মধ্য ভাগ?
কিংবা বাম দিক বীর! করিব আশ্রয়?
বিপদ সর্ব্বত্র সম সুলক্ষিত হয়।

নহে মধ্য, (ইডোমেন্ করেন উত্তর,)
রক্ষিছে ও স্থান দক্ষ সেনানী নিকর।
যুঝে ঐ নরদেব এজাক্স দুর্ব্বার ;
নাশে বহু অরি, হের ধন্বী টিউসার্।
মহাবীর দোঁহে ; দূরঘাতী ভীম শরে,
কিংবা দীর্ঘ ঢাল সহ, সম্মুখ সমরে,
চূর্ণিবে নিশ্চয় হেক্টরের অহঙ্কার।
পোত-শ্রেণী পা'বে রক্ষা শৌর্য্যে দোঁহাকার,
যাবৎ না ক্রোধমত্ত যোভ্ বজ্রধর,
বরিষেণ অগ্নিবৃষ্টি গ্রীক্-শিরোপর।
অজেয় অক্ষয় যিনি পরাক্রমাধার,
নাহি বর্দ্ধে যাঁয় তুচ্ছ ধরার আহার,
পাষাণ চূর্ণিতে নারে, অভেদ্য শরীর,
না পারে নাশিতে তাঁয় এজাক্স প্রবীর !
বীর একিলিস্ সহ উহাঁর তুলন,
স্থির যুদ্ধে, শ্রেষ্ঠ মাত্র দ্রুততা কারণ।
এস তবে বাম পার্শ্ব করিগে আশ্রয় ;
জীবনে, মরণে খ্যাতি লভিব নিশ্চয়।
হেন বাক্যে মেরিয়ন্ অমিতবিক্রম,
চলে যথাস্থানে দ্রুত রণদেব সম।
ধায় বীরদ্বয় রণাঙ্গন আলোকিয়া
দীপ্ত বর্ম্মে ; অরিগণ নয়নে হেরিয়া,
আক্রমিল স্রোতসম প্লাবি' চারিধার !
বাজে রণ ; কাঁপে পৃথ্বী শুনিয়া হুঙ্কার।
যথা ঝঞ্ঝাবাত রোষে আস্ফালি' ভীষণ,
সিরিয়স্-রাজ্যে, বেগে করে আগমন ;

চতুর্দিকে ঘূর্ণাবায়ু দর্পভরে বয় ;
আকাশে ধরার দ্রব্য সমুত্থিত হয়,
তেমতি উভয় চমূ হয় একত্রিত ;
যুগপৎ রোষ-আশা-নৈরাশ্য-পূরিত।
মুহূর্ত্তে সমরস্থল সাজিল ভীষণ ;
ঊর্দ্ধমুখ বর্ষাবন ঝলসে নয়ন।
শিরস্ত্র কবচ ঢাল দাবানল প্রায়,
জ্বলিল সমগ্র দেশ কৃপাণ-প্রভায় ;
ভীম দৃশ্য ! হেরি' সর্ব্বজন সশঙ্কিত ;
বীরের হৃদয় মাত্র অতি উল্লাসিত।
সেটারণ-সুতগণ * পরাঙ্মুখ নয় ;
তাঁ'সবার কোপানলে মরে অরিচয়।
বিশ্বপতি থিটিসের বাক্যবদ্ধ হ'য়ে,
অর্পিতে গৌরব-রাশি পিলুস্-তনয়ে,
রক্ষিলেন ক্ষণকাল ট্রয়ের বিনাশ ;
গ্রীক্‌ধ্বংসে কভু তাঁর নহে অভিলাষ।
প্রতাপী নেপ্‌চুন্ দেব ত্যজিয়া সাগর,
দেবেশের অবিচারে কুপিত-অন্তর,
পাপময় ট্রয়দেশ বিনাশ-মানসে,
অর্পেন জিঘাংসা যত গ্রীকের মানসে।
দেবকুলে এক গর্ভে জন্ম দোঁহাকার,
অমর উভয়ে, স্বর্গ দোঁহার আগার ;
কিন্তু জ্যেষ্ঠ যোভ্., শ্রেষ্ঠ অমর মাঝারে,
সর্ব্বশক্তিমান্, সৃষ্টি পূজা করে তাঁরে ;

* দেবগণ। সেটারণ—কশ্যপ।

পরাক্রমী সিন্ধুনাথ চকিত অন্তরে,
অধিষ্ঠান রণে তেঁই নরমূর্ত্তি ধ'রে।
দেবদ্বয় জড়ীভূত করে উভ'দলে,
রক্ত-আঁখি বিবাদের বিকট শৃঙ্খলে,
অতীব কঠিন ; কাল বন্ধনে তাহার,
গ্রীসীয় ট্রোজান্ প্রাণ করে পরিহার!
সংগ্রাম-অভিজ্ঞ, সমুজ্বল-বর্ম্মধর
নরেশ ইডোমিনুস্ করেন সমর।
পড়িল ওথ্রিওনুস্ বিষম প্রহারে,
উচ্চ-অভিলাষী, মত্ত বৃথা অহঙ্কারে।
লভিবারে বীরযশঃ যুবা ক্ষিপ্ত প্রায়,
দূর কেবিসস্ হ'তে আসিল হেথায়।
কেসাণ্ড্রার রূপে মুগ্ধ গর্ব্বী করে পণ,
গ্রীক্-পরাজয় হেন কন্যারত্ন-পণ।
হইলেন ট্রয়াধিপ সম্মত তাঁহায়
নিজ কন্যা দানে; কিন্তু অদৃষ্ট না চায়!
ভাবী পত্নী রূপ ভাবি' সগর্ব্বিত মনে,
চলে যুবা রণে দীর্ঘ পদ-সঞ্চরণে।
ক্রিটীয় বরষা তাঁর হৃদয়ে বাজিল ;
উরস্ত্রাণ এ আঘাত রোধিতে নারিল।
সুখের স্বপন যত ফুরাল তাঁহার ;
পড়ে অহঙ্কারী ; বর্ম্ম করিল ঝঙ্কার।
অগ্রসরি' ইডোমেন্ কহিল বচন ;—
কোথা হে যুবক! সেই প্রতিজ্ঞা এখন?
ট্রয়ের উদ্ধার এবে এই কি তোমার?
বৃথা ভূপতির কন্যাদান-অঙ্গীকার!

এস গ্রীক্‌দলে এবে, হে নৃপনন্দন !
কি নারে আর্গস্ তোমা করিতে অর্পণ ?
ধ্বংস ট্রয়, অর্পি' গ্রীকে আপন বাহিনী ;
বরিবে তোমায় গ্রীস্-অধিপ-নন্দিনী।
শুন উপদেশ, ত্যজি' পক্ষ পুরাতন,
এস গ্রীক্‌সহকারী হও হে এখন।
বৃথা কালক্ষেপ ! বীর এতেক কহিয়া,
চলে মৃতদেহ ল'য়ে ত্বরিত টানিয়া।
হেরে এসিয়স্, নারে হ'তে অগ্রসর ;
ত্যজি' রথ, ভূমে বীর করিছে সমর।
(আরোহিতে রথে রথী বদন ফিরায় ;
ব্যগ্রভাবে সূত দ্রুত তুরঙ্গ চালায়।)
দিতে প্রতিশোধ বীর অধীর-অন্তরে)
পদব্রজে ক্রিট্‌নাথে আক্রমণ করে ;
রোষে ক্রিট্‌পতি, হেরি' শত্রু-আগমন,
হানিলেন গ্রীবাদেশে নারাচ ভীষণ।
ভেদিয়া চিবুক, তার উজ্জ্বল ফলক,
হ'য়ে বহির্গত এবে করে ঝক্‌মক্।
যথা দৃঢ় অগ্রভেদী প্রকাণ্ড আকার,
পার্ব্বতীয় দেবদারু শোভার আধার,
ছিন্ন গুরু কুঠারের অসংখ্য আঘাতে,
কাঁপাইয়া ভূমি, হয় পতিত ধরাতে ;
তেমতি পড়িল এসিয়স্ অহঙ্কারী,
নিজ অশ্ব-পদতলে শরীর বিস্তারি'।
হইল রঞ্জিত ভূমি রুধিরে তাঁহার ;
ধরে চারু মূর্ত্তি তাঁর ভীষণ আকার।

সারথি এ ভীম দৃশ্য, নয়নে হেরিয়া,
আতঙ্কে অজ্ঞান হ'য়ে কাঁপে দাঁড়াইয়া;
না ফিরায় রথ, নাহি করে পলায়ন,
অবাধে অরিরে আত্মা করে সমর্পণ।
এণ্টিলোকসের অস্ত্রে হয়ে আঘাতিত,
রথ হ'তে সূত ভূমে হয় নিপতিত।
মহামূল্য অশ্বগণে, (নাহি প্রভু আর,)
করিলেন অধিকার নেষ্টর্-কুমার।
ধাবিয়া ডিইফোবস্ বিষাদের ভরে,
ত্যজিলেন ভীম প্রাস প্রতিশোধ তরে।
হেরি', নত হ'য়ে ত্বরা ঢাল হেলাইয়া,
অরি-অস্ত্র ক্রিট্‌নাথ দিলেন ঠেলিয়া।
বিশাল ঢালের নিম্নে, (কৌশলে নির্ম্মিত,
বৃষ চর্ম্মে, পিত্তলের বেষ্টনী-বেষ্টিত,
দুই দৃঢ় রজ্জু দিয়া বন্ধ ভুজে তাঁর)
বীরবর দেহ রক্ষা করে আপনার।
ক্ষীণ শব্দে অস্ত্র, ঢাল-প্রান্তেতে লাগিয়া,
চলে শন্‌শনে তাঁর শিরঃ উলজ্ঘিয়া;
তবু এ ভীষণ শস্ত্র কভু ব্যর্থ নয়;
বিন্ধে বক্রভাবে হিপ্‌সেনরের হৃদয়;
ভেদিয়া যকৃত তাঁর, মাটিতে পশিল;
নির্ভীক সেনানী হায় ভূতলে পড়িল!
এসিয়স্! (ট্রয়বীর দর্পভরে কয়,)
অকাল মরণ তব অকারণ নয়।
প্রবেশিতে কালপুরে না হ'বে একাকী,
তুষিবে এ সহচর সদা সঙ্গে থাকি'!

হৃদিভেদকারী হেন সগর্ব্ব বচনে,
ব্যথিত করিল অতি নেষ্টর্-নন্দনে।
ত্বরা বীর দীর্ঘ ঢাল করিয়া বিস্তার,
সবিষাদে রক্ষে দেহ নিহত সখার।
মিসিস্থুস্, এলাষ্টর্ মিলি' অনন্তর,
শিবিরে শরীর ল'য়ে পলায় সত্বর।
নহে সে ইডোমিনুস্ বিরত সমরে;
দেশের মঙ্গল হেতু মৃত্যুতে না ডরে;
সমকক্ষ অরিবীরে করে অন্বেষণ,
বিনাশিতে, কিংবা নিজ ত্যজিতে জীবন।
হেরে বীর সম্মুখেতে করিছে তর্জ্জন,
এল্‌কাথাউস্, এসিইটিস্-নন্দন;
মদিরাক্ষী হিপোডেমি তাঁহার বনিতা,
মহাত্মা এঙ্কিসিসের জ্যেয়সী দুহিতা;
রূপে গুণে শিল্পে ধনী করে বিমোহিত,
জনক জননী, হেন বীরপতিচিত।
ছিল যাঁর বাল্যে ইলিয়মের সুন্দর;
রমণী রূপসী ছিল ট্রয়ের ভিতর।
ক্রোধে সিন্ধুনাথ তাঁর আঁখি আবরিয়া
ঘনজালে, বলবীর্য্য নিলেন হরিয়া
প্রেরিতে শমনাগারে; রহে বীরবর,
স্থিরভাবে; ক্রিট্‌নাথে নাহি করে ডর।
দৃঢ় স্তম্ভ কিংবা স্থির দেবদারু সম,
ধরে বক্ষঃ তাঁর অস্ত্রাঘাত বজ্রোপম!
অরি-অস্ত্রচূর্ণকারী দীপ্ত উরস্ত্রাণ;
এ হেন বিষমাঘাতে হয় খানখান।

ঝঙ্কারিল বাণবার ধাতু-বিরচিত;
বক্ষঃ-বিদ্ধ দীর্ঘ বর্ষা হয় প্রকম্পিত।
পড়িল ভূতলে বীর; ক্ষত স্থান দিয়া,
ধাবিল শোণিত-নদী প্রাঙ্গণ প্লাবিয়া।
উপহাসি' ইডোমেন্ কহেন এবার;—
দেখ হে ডিইফোবস্! কোথা অহঙ্কার?
এক গ্রীক্ আত্মা সহ তিন প্রেত ধায়;
তৃতীয় ট্রোজান্ হের, পতিত ধরায়।
প্রকাশ বিক্রম নিজ, হও অগ্রসর,
দেখ ধরে কত বল যোভ-বংশধর।
যোভের ঔরসে নর-কন্যার উদরে,
শূর মাইনস্ ভূমি বিলোকন করে।
ডিউকেলিয়ন্ ভূপ তনয় তাঁহার;
পুত্র আমি তাঁর, পৌত্র জগত পাতার।
রাজ্য মম বীরপ্রসূ ক্রিট্ সুবিস্তৃত,
তথা হ'তে এ আহবে এবে উপনীত।
নেহার প্রাঙ্গণ-ব্যাপ্ত বাহিনী আমার;
ধ্বংসিব অচিরে তব পিতৃ-অধিকার
হেন বাক্যে আন্দোলন করেন কুমার,
একাকী চূর্ণিব গর্ব্ব ক্রিটের রাজার,
অথবা সাহায্যে কা'র; মীমাংসিল পরে,
অর্পিতে এ কার্য্যভার মহাবীর 'পরে
অকস্মাৎ ইনিয়স্ সুরথে স্মরিয়া,
ধায় বীর ত্বরা ট্রয়সেনা-মধ্য দিয়া,
অবস্থিত যথা শূর বিরস অন্তরে,
হেরি' বীরকার্য্য-ভার দুর্ব্বলের করে।

দূর হ'তে মহারথে বিলোকন করি',
প্রফুল্ল ডিইফোবস্ কহে অগ্রসরি' ;—
ধর প্রহরণ ত্বরা, ওহে অরিত্রাস !
লভিতে নির্ম্মল যশঃ যদি অভিলাষ।
মরিল এল্কাথাউস্ তব ভগ্নীপতি।
রক্ষ মৃতদেহ তাঁর আসি' দ্রুতগতি।
হইয়াছ সুশিক্ষিত উপদেশে তাঁর,
এক গৃহে একাসনে আহার বিহর।
অনিষ্টের মূল ইডোমিন্যুস্ দুর্ম্মতি।
এস, যুক্ত প্রতিশোধ অর্প শীঘ্রগতি।
শুনি' এ দারুণ বার্ত্তা ইনিয়স্ বীর,
বিষম শোকের ভরে হ'লেন অধীর ;
সহসা সরোষে বেগে অরিপানে ধায়।
ফিরিলেন ক্রিট্‌রাজ সমর-আশায়।
দুর্গম উন্নত গিরি-শিখরে যেমন,
দুর্দ্দান্ত বরাহ বন্য ভীম-দরশন,
দূরে কৃষিনিকরের হুঙ্কার শুনিয়া,
ক্রোধে কড়মড়ি' দন্ত গর্জ্জে দাঁড়াইয়া।
পৃষ্ঠব্যাপী রোমরাজি উর্দ্ধমুখ হয় ;
জ্বলন্ত অনল যেন স্রাবে আঁখিদ্বয়।
দশনে কুক্কুরগণে বিদারিত ক'রে,
আক্রমণ করে পশু শিকারি নিকরে।
তেমতি ইডোমিন্যুস্, ভল্ল কাঁপাইয়া,
আক্রমিল ট্রয়বীরে ঘন হুঙ্কারিয়া।
ছিল এণ্টিলোকস্, ডিইপিরস্, রথী,
পরাক্রমী রণেশের যুবক সন্ততি,

মেরিয়ন্, এফেরুস্ নিকটে তাঁহার ;
সম্বোধিয়া সবে বীর কহেন এবার ;
মম সহায়তা এবে কর বীরগণ।
দেখ, শূর ইনিয়স্ করে আগমন।
অমরী-নন্দন উনি, অমিতবিক্রম,
তরুণ বয়স ; এবে বৃদ্ধদশা মম।
আসন্ন সমর ঘোর বিপদ-জড়িত ;
হয় যশোলাভ, কিংবা মরণ নিশ্চিত।
এতেক কহিল বীর ; বচনে তাঁহার,
যোধকুল দীর্ঘ ঢাল করিল বিস্তার,
ক্রিটেশের চারি ধারে। নিরখি' নয়নে,
ইনিয়স্ আহ্বানিল সহকারিগণে।
পারিস্, ডিইফোবস্, বীর এজিনর্,
বেড়িল তাঁহায়, (তিন সেনানী-প্রবর।)
শ্রেণীবদ্ধ যোধকুল চলে পরে পরে,
ইডা-মেষযূথ যথা তৃণক্ষেত্র'পরে।
পালের সম্মুখভাগে ধীরভাবে যায়,
দর্পী দলপতি মেষ বৃদ্ধ মহাকায়।
সর্ব্বাগ্রে পালক চলে পুলকিত মনে,
শীতল নির্ঝরে, হেন যূথ ল'য়ে সনে ;
সেইরূপ ইনিয়স্ প্রফুল্ল অন্তরে,
চলেন স্বসেনাসহ রণাঙ্গণ'পরে।
হত এল্কাথাউসের শরীর বেষ্টিয়া,
গর্জ্জে রণ ; অস্ত্র চলে অম্বর রোধিয়া।
কবচ শিরস্ত্র ভাঙ্গে, উঠে বজ্রধ্বনি ;
মস্তক উপরে ভল্ল চলে শন্‌শনি'।

সেনা মাঝে দুই বীর শোভে স্তম্ভপ্রায়,
হেথা ইনিয়স্, ইডোমিনুস্ হোথায়।
দাঁড়ায়ে রণেশ সম দুই বীরমণি,
অভিলষে রক্তস্রোতে প্লাবিতে ধরণী।
ট্রয়বীর-চ্যুত ভল্ল উড়িল গগনে;
হেরি' ক্রিট্পতি হয় নত সেইক্ষণে।
বীরক্ষিপ্ত ভীম অস্ত্র গায়ে না লাগিয়া,
প্রোথিত হইয়া ভূমে কাঁপে দাঁড়াইয়া;
কিন্তু ক্রিটেশের বর্ষা গরজি' ভীষণ,
বীর ইনোমস্-বর্ম্ম করিল ছেদন;
প্রবেশি' উদরে পরে, হইয়া জড়িত
অন্ত্রসহ, ভূমিতলে হয় নিপতিত।
শায়িত সেনানী, হেরি' কালের তর্জ্জন,
আতঙ্কেতে হস্ত পদ করে সঞ্চালন।
বক্ষঃ হ'তে বর্ষা জেতা তুলেন ত্বরিতে;
(নারে হরিবারে বর্ম্ম, শত্রু চারি ভিতে।)
ক্রিট্রাজ পুনর্ব্বার যুঝিতে না পারে,
স্থবির বয়স, ক্লান্ত গুরু অস্ত্রভারে,
রণ-পরিশ্রমে ক্লিষ্ট অঙ্গ সমুদয়,
তথাপি সমর ত্যাগে বাঞ্ছা তাঁর নয়;
বলবান্ অরিদল বুঝি' অতঃপর,
পিছালেন ধীরে ধীরে ত্যজিয়া সমর।
নিরখি' ডিইফোবস্ পরাঙ্মুখ তাঁয়,
রোষে নিক্ষেপেন ভল্ল দীপ্ত বহ্নিপ্রায়।
ব্যর্থ এ সন্ধান; কিন্তু অস্ত্র বেগভরে,
পশিল এস্কালাফস্ যুবা-ঝলেবরে।

হইলেন ধরাশায়ী মার্সের তনয় ;
রক্তে তাঁর রণাঙ্গণ সুরঞ্জিত হয়।
না জানিল পিতা প্রিয়সুতের নিধন ;
দিব্যাসনে অলিম্পীয় আগারে এখন,
উপবিষ্ট দেবকুল হেম ঘন' পরে,
যোভের আদেশবদ্ধ, না মিশি' সমরে।
এস্কালাফসের এবে মৃতদেহ নিয়া।
বীরের সমর পুনঃ উঠিল গর্জ্জিয়া।
ধাবিয়া ডিইফোবস্ প্রায়াম্-নন্দন,
লইল শিরস্ত্র খুলি' অতি সুশোভন।
প্রবীর মেরিয়নিস্, গ্রীসের ভরসা,
মাসপ্রভ, হানে ঝরে বিকট বরষা।
পড়ে শিরস্ত্রাণ ভূমে কঠোর ঝঙ্কারি',
ধায় দ্রুত শ্যেন যথা শিকার নেহারি,'
বীর তথা, ক্ষত হ'তে উত্তোলি' সবলে,
বিদ্ধ বর্ষা, পুনর্ব্বার মিশেন স্বদলে।
ভ্রাতার এ হেন দশা হেরিয়া নয়নে,
ধায় পলিটিস্ তথা সচকিত মনে ;
বাহুযুগ মাঝে তাঁয় ধরি' অতঃপর,
চলিলেন ধীরে ধীরে ত্যজিয়া সমর।
দ্রুত তুরঙ্গম-যুক্ত দীপ্ত রথ'পরে,
নরেশ-নন্দন দ্বয় উঠিলেন পরে,
ট্রয়পানে ধায় রথ ঘর্ঘর নিশ্বনি,'
কুমারের রক্তে রক্তা করিয়া ধরণী।
নবীভূত হ'ল রণ, পড়ে লক্ষ নর
স্তূপাকারে, কাঁপে পৃথ্বী, বিদরে অম্বর।

ইনিয়স্ বিনাশিল এফেরুস্ বীরে ;
আঘাতিয়া বীর তাঁর সমুন্নত শিরে,
ভেদে গ্রীবাদেশ ; নত মস্তক সুন্দর,
ভারাক্রান্ত শিরস্ত্রাণে, দুলে বক্ষঃ' পর।
পড়ে বীর, শোভে ঢাল বিপরীত ভাবে ;
নিমিলিত নেত্র চিরনিদ্রার প্রভাবে।
হানিল এণ্টিলোকস্ নারাচ ভীষণ,
পৃষ্টদেশে, থুন্ বীর ফিরিল যেমন।
প্রবীর-বিচ্যুত অস্ত্র গরজি' অদ্ভুত,
দৃঢ় মেরুদণ্ড তাঁর করে চূর্ণীভূত।
পড়িয়া ভূতলে যোধ প্রসারিল করে,
কহিতে, রক্ষিত দেহ স্বদেশিনিকরে।
শবের উপরে জেতা পড়ি' লম্ফ দিয়া,
শিরস্ত্র বরম অস্ত্র লইল ছিঁড়িয়া ;
সতর্কে চৌদিক হেরে ; চারি ধারে তাঁর,
হইতেছে অরাতির বরম-ঝঙ্কার।
বাজে তাঁর ঢালে অস্ত্র শিলাবৃষ্টি প্রায় ;
কিন্তু নারে কোন বীর বিন্ধিতে তাঁহায়।
(বারীশ নেপ্‌চুন দেব রক্ষে সযতনে,
মহাবিজ্ঞ নেষ্টরের প্রবীর নন্দনে।)
সতত নির্ভীক যুবা সুদক্ষ সমরে,
যুঝে অগ্রে, নাহি ডরে অররু নিকরে।
সমুজ্জ্বল ভয়প্রদ দীর্ঘ ভল্ল তাঁর,
সুদ্রুত প্রভুর ইচ্ছা পালে অনিবার ;
অবাধে ভুজঙ্গ সম গরজি' ধাবিয়া,
ক্ষান্ত হয় দূরশত্রু-জীবন হরিয়া।

দর্পী এডামস্, এসিয়সের কোঙর,
সরোষে হানিল বর্ষা দীর্ঘ ঢাল'পর,
ধাইয়া সম্মুখে তাঁর; কিন্তু সিন্ধুপতি
হরিলেন ত্বরা সেই নারাচের গতি।
দ্বিখণ্ড হইল অস্ত্র; অর্দ্ধভাগ তা'র,
বিন্ধে ঢালে, অর্দ্ধ লভে আশ্রয় ধরার।
নিরস্ত্র হইয়া যোধ স্বদলে মিশায়;
হেনকালে মেরিয়ন আঘাতেন তাঁয়,
ভীম ভল্লে; পশে শস্ত্র ত্বরিত উদরে,
ভেদিয়া কবচ; বেগে রক্তধারা ঝরে।
অসাড় আহত বীর পড়িয়া ধরায়,
ফেলে দীর্ঘশ্বাস; যথা বৃষ মহাকায়,
শায়িত, আবদ্ধ দৃঢ় শৃঙ্খল-বন্ধনে,
অতীব কাতর, ভীম কালের তাড়নে,
নারে সঞ্চালিতে অঙ্গ, স্থিরভাবে রয়,
মরণ সময়ে, শ্বাস ঘন ঘন বয়।
অঙ্গ হ'তে তুলে জেতা নারাচ ভয়াল;
আঁধারিল আঁখি তাঁ'র শমনের জাল।
ভূতলে ডিইপিরস্ হইল পতিত,
থ্রেস্‌রাজ হেলিনস্ করি' বিঘূর্ণিত
ভীম অসি, হানে তাঁ'র বদন-মণ্ডলে;
শিরস্ত্র ভূতলে পড়ি' গড়াইয়া চলে।
শিরঃ-সাজ অন্য গ্রীক্ লইল তুলিয়া,
সুরকল্প অধিকারী রহিল পড়িয়া।
ভূপ মেনিলস্ এবে কাতর অন্তরে,
ধা'ন হন্তারক পানে প্রতিহিংসা তরে।

নিক্ষেপিতে নরপতি বরষা কাঁপায় ;
ট্রয়-বীর ত্বরা ভীম ধনুক নোঙায়।
গভীর গরজি' ছুটে সে ভীষণ শর ;
কিন্তু বিকুণ্ঠিত লাগি' দৃঢ় বর্ম্ম'পর।
সুবিস্তৃত দীর্ঘ শস্য-আগারে যেমন,
(প্রতি দ্বার দিয়া যাহে পশে সমীরণ,)
মহাবেগে সুবিস্তৃত সূর্প-সঞ্চালনে,
অতি লঘু শস্য ভূমি ত্যজে উল্লম্ফনে ;
তেমতি স্পার্টাধিপের উরস্ত্রে লাগিয়া,
ঝঞ্চনি' সুদূরে শর পড়ে লাফাইয়া।
আটরাইডিস্ এবে বুঝি' অবসর,
হানি' বর্ষা অরাতির বামমুষ্টি'পর,
বিন্ধিলেন ধনুঃসহ ; ধন্বী যাতনায়,
পিছান রঞ্জিয়া ধরা টানিয়া তাহায় ;
সদাশয় এজিনর্ ধাবিয়া ত্বরিত,
বাঁধে পটি ক্ষতে, অস্ত্র করি' অপসৃত ;
ক্ষেপণযন্ত্রের ঊর্ণা অচিরে ছিঁড়িয়া,
সৈনিকের পার্শ্ব হ'তে, দিল লাগাইয়া।

কালের কুচক্রে পড়ি' পিসাণ্ডার হায় !
মরিবারে হের, বেগে আসিছে হেথায়,
তব করে মেনিলস্ ! করিতে বর্দ্ধন
খ্যাতি তব, উপস্থিত প্রবীর এখন।
ত্যজে আটরাইডিস্ বরষা আপন ;
সুদূরে উড়ায় তায় শীঘ্র সমীরণ ;
পিসাণ্ডার-চ্যুত ভল্ল, নারিয়া ভেদিতে
ঢাল তাঁ'র, ব্যর্থ হ'য়ে পড়ে ধরণীতে।

অদূরদরশী ভূপ নহে ক্ষান্ত তা'য়,
উথলিল হৃদি তাঁর বিজয়-আশায়।
ধায় বীর রোষে, স্পার্টা-অধিপ যথায়,
সৌদামিনী সম দীপ্ত কৃপাণ ঘুরায়।
উদ্ধৃত বিশাল ঢাল বাম হস্তে তাঁর;
শোভিছে দক্ষিণ করে সুশিত কুঠার।
(জলপাঁই কাষ্ঠে তার দণ্ড বিরচিত,
গ্রন্থিময়; পিত্তলেতে ফলক নির্ম্মিত।)
এ হেন পরশু বীর সবলে হানিল
শিরস্ত্রাণে; ছিন্ন শিখা ভূতলে পড়িল,
নিঠুর আঘাতে। আটরাইডিস্ বীর
উত্তোলে কৃপাণ, ক্রোধে কম্পিত শরীর।
প্রচণ্ড প্রহারে তা'র, ছিন্ন তরুপ্রায়,
ছিন্ন-অঙ্গ ট্রয়বীর পড়িল ধরায়।
শোণিত প্রবাহি' চলে; ত্যজি' নিজস্থল,
হয় বহির্গত অক্ষিগোলক-যুগল।
আটরাইডিস্ ক্রোধে পদাঘাতি' শবে,
ছিন্ন করি' বর্ম্ম তা'র, কহে উচ্চরবে।)

এরূপে ট্রোজানকুল! হইবি সংহার;
রে পামর জাতি! যুদ্ধে তৃপ্তি তো'সবার!
ইতিপূর্ব্বে অপরূপ করিলি সাধন,
মহাযশস্কর কার্য্য,—রমণী-হরণ!
হেন বীর-কর্ম্মে থাক ব্যাপ্ত নিরন্তর,
কি পারে করিতে যোভ্, কিবা তাঁ'য় ডর?
বিশ্বাস- ঘাতন, পর রমণী-হরণ,
নরহিংসা, গ্রিসীয়ের তরণী দাহন,—

পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধে, হইবে নিশ্চয়,
এহেন সমৃদ্ধ ট্রয় ত্বরা ধ্বংসময়।
সর্ব্বশক্তিমান্ পিতঃ! ভুবন-ঈশ্বর,
অচিন্ত্য, অব্যক্ত, ব্যক্ত, সর্ব্বগুণাকর!
করিতেছে যদি নাথ! ধরম-বিচার,
তবে কেন অধার্ম্মিকে করুণা তোমার;
পাষণ্ড পাপীষ্ঠ শত্রু, অধর্ম্ম নিরত,
কামদাস, ব্যাভিচারে ব্যাপৃত সতত?
আছে ভবে সুখকর বিবিধ বিষয়,
শান্তি-প্রদায়িনী নিদ্রা, পবিত্র প্রণয়,
মহোৎসব, নৃত্য; নর অভিলষে যা'য়,
কত সুখ ধর্ম্মময়ী স্তোত্র-কবিতায়;
কিন্তু সদা লভে ট্রয় আনন্দ অপার,
নরহিংসাপাপে, রণে সন্তোষ তাহার!
এত কহি' লয়ে ভূপ শত্রু-শিরস্ত্রাণ,
সহকারী যোধগণে করেন প্রদান;
অকস্মাৎ অতঃপর বিপক্ষ মাঝারে,
পশি' দ্রুত, বধে-পিলিমিনিস্-কুমারে;
আসিল হার্পিলিয়ন্ এসিয়া হইতে,
বীর জনকের সহ ট্রয় উদ্ধারিতে;
পিতৃ স্নেহে জন্মদেশ করে পরিহার,
হায়! হতভাগ্য তাহা না হেরিল আর!
করে স্পার্টানাথে শূর নারাচ সন্ধান;
কিন্তু ঠেকি' ঢালে, ব্যর্থ অস্ত্র খরশাণ;
নিরস্ত্র হইয়া এবে জীবন-শঙ্কায়,
পলায় সুদ্রুত, ভয়ে চারি দিকে চায়।

মেরিয়ন্ হেরি' তাঁর হেন পলায়ন,
শরাঘাতে বিন্ধি' জানু, হরিল জীবন।
অস্থিনিম্নে শরফলা সবেগে লাগিয়া,
বাহিরিল সুপীবর মাংস বিদারিয়া।
বান্ধব-নিকর করে করিয়া নির্ভর,
যুবা বীর প্রাণ বায়ু ত্যজিল সত্বর।
(ঘৃণা দ্রব্যসম দেহ হইল রক্ষিত,
ভূমিতলে ;) রক্ত স্রোতে প্রাঙ্গণ প্লাবিত।
পাফ্লাগনীয় দল লইয়া তাঁহায়,
দিব্য রথে, ধীরে ধীরে রণ ত্যজি' যায়।
শোক-সন্তাপিত পিতা, পিতা নহে আর—
চলেন জনতাসহ করি' হাহাকার ;
আক্ষেপেন, অশ্রুধারা ঝরে দু'নয়নে,
নাহি দিয়া প্রতিশোধ পুত্রের নিধনে।
শোচনীয় হেন ভীম দৃশ্য-দরশনে,
উদিল করুণাক্রোধ পারিসের মনে ;
সহকারী হত যুবা অতুল সুন্দর,
পাফ্লাগনীয় মাঝে অতি প্রিয়তর !
আকর্ণ টানিয়া বীর ধনুক নোঙায় ;
শ্বন্ শ্বন্ রবে শর শত্রুপানে ধায়।
ছিল এক শূর তথা, উচিনর নাম,
বহু ধনেশ্বর, ধরে নানা গুণগ্রাম ;
নিবাস তাঁহার রম্য করিন্থনগরে ;
পিতা তাঁর পলিডস্, খ্যাত প্রজ্ঞাতরে।
তনয়ে মরণ পিতা অগ্রেতে জানায়,
বিদেশে সমরে, কিংবা স্বদেশে পীড়ায়।

রণ-আশে আসে বীর তরী আরোহিয়া,
সমরে জীবন-ত্যাগ গৌরব গণিয়া।
পশে শ্রোত্রমূলে তাঁর তীর খরশান;
পরাণ শমনাগারে করিল পয়ান।
অসাড় অস্পন্দ দেহ পড়িল ভূতলে;
আঁধারিল অন্ধকার নয়নযুগলে।
হেক্টর্ স্বদল-দশা না পান দেখিতে,
(করে ঘোর হুহুঙ্কার শত্রু চারি ভিতে।)
বাম ভাগে গ্রীকচমূ করিছে সমর;
দুলেন বিজয়-লক্ষ্মী একেয়ান্ 'পর।
গ্রীসের প্রবীরগণ প্রকাশে শকতি,
সাহায্য করেন দান নিজে সিন্ধুপতি।
হেক্টর, ট্রয়ের রবি যুঝে মধ্য ভাগে,
ভাঙ্গিয়া দুয়ার যথা প্রবেশেন আগে।
সেই স্থলে ফেনমালী সিন্ধু-কূলোপরে,
(এজাক্স যুগল যথা তরী রক্ষা করে;
রোধিবারে সিন্ধুস্রোত নির্ম্মিত-যথায়
অনুচ্চ প্রাকার, নহে বিপক্ষ সেনায়;
পূর্ব্বে যথা বীরদর্পে আরম্ভে সমর,
মহাপরাক্রমী রথী পদাতি নিকর;)
করে অবস্থিতি ভীম বিয়োসীয়দল,
রণদক্ষ আয়োনীয় অসংখ্য সবল,
লোক্রীয়, পিথীয়, দর্পী ইপীয় সংহতি;
নারে কিন্তু রোধিবারে হেক্টরের গতি।
বায়াস্, মেনিস্‌থুস্, ফিডাস্ সবল,
ষ্টিকিয়স্, চালিছেন এথেন্সের দল।

রণদক্ষ শ্রমশীল ইপীয় সেনায়,
ড্রেসিয়স্, এম্ফিয়ন্, মেজিস্ চালায় ;
পিথীয় অনীককুলে মেডন্ দুর্জ্জয়,
রণদক্ষ পোডার্সিস্ নির্ভীক হৃদয় ;
ইপিক্লস্ উৎপাদন করেন এ জনে,
খ্যাত ফিলেকস্ কুলে ; অইলুস্ মেডনে,
(কনিষ্ঠ এজাক্স-ভ্রাতা, অন্যায় আবেশে ;
ত্য'জি যুবা জন্মভূমি বসে দূর দেশে।
পিতৃ-রাজ্য হ'তে দিল খেদাইয়া তাঁরে,
ক্রোধেতে বিমাতা, তাঁ'র সোদর-সংহারে।)
হেন নেতাদ্বয় ল'য়ে পিথীর নিকরে,
মিলি' বিয়োসীয় সনে যুঝেন সমরে।
এবে পরস্পর পার্শ্বে করি' অবস্থান,
যুঝিছে এজাক্সযুগ মহাবলবান্।
মহাকায় বলী বৃষযুগল যেমতি,
ভূতল কর্ষণ করে সম দ্রুতগতি,
বদ্ধ এক যুগে ; কভু শ্রমে না ডরায়,
বিদারি' মৃত্তিকা হল আকর্ষে হেলায় ;
উদরে লক্ষিত হয় ফেন শুভ্রাকার ;
ললাট বহিয়া ঘর্ম্ম ঝরে অনিবার।
এজাক্সের পশ্চাতেতে ফিরে বীরদল,
বহিতে পর্য্যায়ে তাঁ'র ঢাল সপ্ততল,
যবে বীর শত্রুশিরঃ ছেদি' অবিরাম,
ক্লান্ততনু ক্ষণকাল লভেন বিরাম।
না ফিরে পশ্চাতে তাঁ'র কোন অনীকিনী ;
সম্মুখ সমরে অক্ষ লোক্রীয় বাহিনী

না বহে বিশাল ঢাল, দীপ্ত শিরস্ত্রাণ,
অভিজ্ঞ সুদূর হ'তে হানিবারে বাণ,
কিংবা ক্ষেপ-যন্ত্রযোগে প্রস্তর-বর্ষণে,
আহত করিতে দক্ষ অরি-যোধগণে।
ঝঙ্কারে শিঞ্জিনী ভীম ; শরে তা'সবার,
ট্রয়ের প্রবীরবৃন্দ পড়ে অনিবার।
সম্মুখে যুঝিছে টেলামনীয় বাহিনী,
করে সমুজ্বল বর্ষা, যেন ভুজঙ্গিনী।
পশ্চাতে বরষে ভীম লোক্রীয় নিকর,
অবিরল শিলাশর আবরি' অম্বর।
বিপক্ষের শিরে তা'রা ঢালে প্রহরণ,
বর্ষাসম ; ভঙ্গ দেয় ট্রয়-সেনাগণ।
এবে গ্রীকদল রণে লভিত বিজয়,
নগরে ট্রয়ের সেনা পলাত নিশ্চয়,
যদি না পলিডেমাস মহাপ্রজ্ঞাবান্,
হেক্টরে সম্বোধি' দিত উপদেশ-দান ;
যদিও প্রাধান্য তব সম্যক হেথায়,
না হইও রুষ্ট বীর ! বন্ধুর কথায়।
বিদিত তোমার গুণ মানব অমর ;
ভীষণ সমরে তুমি জয়ী নিরন্তর ;
কিন্তু বীর ! অনুপম প্রজ্ঞাবল যা'র,
মহাযোধ সহ কত অন্তর তাহার !
তুষ্ট হও তাহে, দেব অর্পিল যেমন ;
লভিবারে সর্ব্বগুণ না করিও মন।
অসীম দৈহিক বল লভে কোন নর,
সঙ্গীতে দক্ষতা কেহ, মিষ্ট কণ্ঠস্বর ;

অতি অল্প জনে যোভ্ করিল অর্পণ,
সুপ্রশান্ত, দূরদর্শী, সমুন্নত মন;
প্রাধান্য তাহারা লভে মানব-মণ্ডলে;
রাজ্য জনপদ রক্ষা করে প্রজ্ঞাবলে।
হেন গুণ যদি মোরে অর্পিল ঈশ্বর,
লহ উপদেশ মম হে বীর হেক্টর!
বিপদ বিপদ'পরে, দেখহ এবার;
জ্বলে ঘোর রণানল চৌদিকে তোমার।
দেখ, দেখ ওহে বীর! দুর্গের ভিতরে,
কত শত ট্রয়যোধ্ লুণ্ঠে ভূমি 'পরে!
বিলোড়িত কত সেনা বিপক্ষ তুফানে!
হের কত বীর হত অরিসন্নিধানে!
ক্ষান্ত হও এবে; বীর আহ্বান এখন,
সেনানী, ভূপালগণে করিতে মন্ত্রণ;
কর্ত্তব্য কি এবে, (যদি ইচ্ছে দেবেশ্বর,)
দহিতে এখনি গ্রীক্-বহিত্র নিকর;
অথবা পশিতে পুরে সেনাদল লয়ে,
অদ্যতন জয় লাভে পরিতুষ্ট হয়ে।
শঙ্কা মম, নহে গ্রীক্ নির্জীত এখন,
পাছে করে জয় লাভ ডুবিলে তপন।
এখনো সে একিলিস্ বীর বর্ত্তমান,
অদূরে, শিবিরে নিজ, অমরী-সন্তান।

এতেক কহিল বিজ্ঞ; হেক্টর্ তখনি,
পড়ে ভূমে রথ হ'তে কাঁপিল ধরণী;
উলম্ফনে বর্ম্ম তাঁর বাজিল ঝঞ্ঝনি'।

ধর অস্ত্র, (কহে বীর) রক্ষ এই স্থল,
না পারে পলা'তে যেন ভীত সেনাদল।
চলিনু, ও যোধগণে আশু উদ্ধারিব ;
সমর-উপসংহার আসিয়া করিব।

এতেক কহিয়া বেগে চলে বীরবর,
সমীরণে শুভ্র শিখা কাঁপে শিরোপর,
তুষার-ভূষিত যেন জঙ্গম ভূধর।
প্রতি সেনাদল মাঝে পর্য্যায়ে ভ্রমিয়া,
রণ-বহ্নি পুনঃ বীর দিলেন জ্বালিয়া।
হেক্টরের আজ্ঞা ধরি' যত বীরগণ,
পেন্থস্-তনয়ে ত্বরা করে আক্রমণ ;
উৎসুক হেক্টর্ বীর চারি দিকে চায়,
স্বপক্ষীয় বীরে কিন্তু দেখিতে না পায়।
নাহি সে ডিইফোবস্, বিজ্ঞ হেলিনস্,
নাহি এসিয়স্-পুত্র, নিজে এসিয়স্ ;
বিদ্ধ বিপক্ষের অস্ত্রে হেন বীরগণ,
কেহ মৃতপ্রায়, কেহ ত্যজেছে জীবন।
শায়িত ভূতলে, হায়! কোন বীরবর ;
কেহ বা নিহত গ্রীক্-প্রাকার উপর।

বাম ভাগে সেনামাঝে দেখেন কুমার,
(উৎসাহি' অনীকে, অরি করিয়া সংহার,)
সুন্দর পারিসে ; বীর কুপিত অন্তরে,
কহেন সম্বোধি' তাঁয় সুকর্কশ স্বরে ;—

পারিস্! রে হতভাগ্য! রমণী-কিঙ্কর!
শঠ, প্রবঞ্চক, মুখে মধু নিরন্তর!

কোথা সে ডিইফোবস্, এসিয়স্ হায়!
কোথা দেবসম পিতা, তনয় কোথায়?
কোথা ভাবিবাদী হেলিনস্ জ্ঞানবান?
কোথা সে ওর্থিয়োনুস্ শমন-সমান?
আসন্ন নিয়তি তব, রুষ্ট দেবগণ;
সমৃদ্ধ বিশাল ট্রয় কম্পিত এখন।
লভ পাপ-ফল, বৃথা বিজয়-প্রয়াস;
বিপক্ষের ক্রোধ সর্ব্ব করিতে গরাস!
কহিল পারিস্; আর্য্য! কি দোষ আমার!
অধৈর্য্য তুমি হে, তাই কর তিরস্কার।
সহিয়াছি কত-নিন্দা অপর সমরে,
যদিও অলস নহি তিলেকের তরে।
যুঝিতেছ দুর্গ মাঝে, হেরিয়া নয়নে,
নাশিতেছি বহু শত্রু শর-করিষণে।
খুঁজিতেছ যা'সবায়, নিহত সকল;
অবশিষ্ট এবে আর্য্য! দু'জন কেবল;
নিহত ডিইফোবস্, হেলিনস্ নয়;
অরি-অস্ত্রাঘাতে কিন্তু অক্ষম উভয়।
যাও হে নিশ্চিন্তে যথা ধায় তব মন;
এই ভুজ তব ইচ্ছা করিবে সাধন।
মম প্রহরণ-বল বুঝিবে এখনি:
অরিদেহে পরিপূর্ণ হইবে ধরণী;
কিন্তু আর্য্য! কিবা হেন সাধ্য মোসবার,
যুঝি এ সংগ্রামে; বল বলী দেবতার।
হেন বাক্যে ধরে ধৈর্য্য বীরের হৃদয়;
মিশান সেনার মাঝে সোদর উভয়।

রুধির-লোহিত পোলিডেমসে বেষ্টিয়া,
সিব্রিয়ন্, কালসিস্ আছে দাঁড়াইয়া,
অর্থুর্স্, পাল্মাস্ পোলিপিটিস্ উদার,
হিপোটিয়নের বংশ, ভ্রাতাদ্বয় আর,
(দূর আস্কোনিয়া হ'তে রম্য ইলিয়নে,
আসে পূর্ব্বে উভে ; এবে মাতিয়াছে রণে ।)

যথা যবে ঝঞ্ঝাবাত জীমূত ত্যজিয়া,
নামি' ধরাপানে বেগে, যোভ্‌বজ্র নিয়া,
ভ্রমি' স্থল 'পরে, ভীম সিংহনাদ করি',
একত্রিত হয় পরে সমুদ্র উপরি ;
প্রতাপে তাহার সিন্ধু হয় বিলোড়িত ;
তরঙ্গ তরঙ্গাঘাতে হইয়া তাড়িত,
গর্জ্জি' ভীম, বেলা'পরে হয় নিপতিত ;

উভয় বাহিনী এবে মিলিল তেমতি ;
নেতা পানে ধায় নেতা, যোধ যোধপ্রতি ।
অগণন ঢাল অস্ত্র-বরম-প্রভায়,
বিশাল অম্বরতল, ধরা দীপ্তি পায় ।
হেক্টর্ বাহিনী-আগে অবস্থান করে,
প্রবৃত্ত রণেশ যেন মানব-সংহারে ।

শোভিছে সম্মুখে তাঁর ঢাল অনুপম,
আলোকি' সমর-স্থল, দিবাকর সম ।

দীপ্ত শিরস্ত্রাণ শিরে শ্রাবিছে কিরণ ;
ঘুরিছে চৌদিকে তাঁর সতর্ক নয়ন ।
যবে ট্রয়কুল-রবি দ্রুতবেগে ধায়,
কাঁপে অরি-বীরকুল নিরখি' তাঁহায় ।

এরূপে ভীষণ বীর ভ্রমে ক্ষেত্র'পরে,
কাঁপে সর্ব্বজাতি, কিন্তু আর্গিভ্ না ডরে।
এজাক্স অররুত্রাস ভীম-দরশন,
অগ্রসরি' এবে দর্পে কহিল বচন ;—
এস হে হেক্টর্! বৃথা গর্ব্ব নাহি সাজে ;
না ডরি তোমায়, ডরি যোভ্ দেবরাজে।
অকারণ অস্ত্রশিক্ষা নহে মোসবার ;
পরাজিত গ্রীক্ আজি কোপে দেবতার।
জানিও গর্ব্বিত! সেই বাসনা বিফল ;—
ধ্বংসিবে বহিত্র ; গ্রীক্ নহে হীনবল।
শত্রু-তরীদাহনের আছে বহুকাল ;
হের আগে, দেবকৃত দেউল বিশাল
পড়িবে ভাঙ্গিয়া মোসবার পদতলে ;
এ বিশাল জনপদ যাবে রসাতলে।
এ হেন ভীষণ দিন আসিবে দুর্ম্মতি!
খেদ তব না শুনিবে জগতের পতি ;
প্রাণ-ভয়ে ঈশকাছে, রে গর্ব্বিতমনা!
শ্যেনবেগ তুরগের করিবে প্রার্থনা ;
পলাইবি উভরড়ে ভুলি' বীর-কাজ,
বন্ধু-পদোত্থিত রজে আবরিয়া লাজ!
এতেক কহিল বীর ; এ হেন সময়,
শ্বনশ্বনি' গৃধ্র এক আবির্ভূত হয়।
গ্রীক্ বীরকুল যোভে প্রসন্ন জানিয়া,
বিদারে অম্বরদেশ ঘন হুঙ্কারিয়া।
সে ভীম নিশ্বন বহু করি' প্রতিধ্বনি,
হইল নিস্তব্ধ। কহে ট্রয়-বীর-মণি ;—

হেন ভয়-প্রদর্শন কি হেতু তোমার ?
রে গর্ব্বিত ! হ'বে চূর্ণ ত্বরা অহঙ্কার।
হেক্টর্ লভিবে আয়ু অমর-কৃপায়,
(নহে সেই আয়ু, যাহা নরগণ পায় ;
কিন্তু যাহা লভে যোভ্-সন্ততি নিকর,
দেবী জ্ঞানেশ্বরী, কিংবা দেব দিবাকর।)
জ্ঞাত হ'বে গ্রীশ আজি ভীম পরিণাম,
ক্ষণ পরে ; না রহিবে আর্গসের নাম।
তুমিও জীবিত যদি থাক, দুরাচার !
মরিতে হেক্টর্-করে, পতন তোমার।
পেয়ে ও প্রকাণ্ড দেহ, গৃধিনী নিকর,
মেদমাংসে পরিপূর্ণ করিবে উদর।
এত কহি' বীর ধরা প্রকম্পিত করি',
সিংহনাদে, চলে যেন দুর্জ্জয় কেশরী।
গর্জ্জে সেনাদল তাঁর ; গ্রীসীয় নিকর,
হুঙ্কারি' বিকট তার প্রদানে উত্তর ;
অতি উচ্চ নাদ। তাহে বিদরে গগন ;
কাঁপিল স্বরগে দিবপতি-সিংহাসন !

ত্রয়োদশ কাণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ কাণ্ড।

জুনো, ভিনসের মোহন কটিবন্ধ পরিধান করিয়া যোভ্‌কে বিমোহিত করেন।

বিষয়।

শিবিরে নেষ্টর্, মেকেয়নের সহিত ভোজন কালে বর্দ্ধিত রণ-নিনাদ শুনিয়া, দ্রুতপদে এগামেম্ননের নিকট গমন করেন; পথিমধ্যে তিনি ডায়োমেড্ ও উলেসিসের সহিত নরপতিকে দর্শন করিয়া, বিপদবার্ত্তা জ্ঞাপন করেন। এগামেম্নন, রাত্রিযোগে পলায়নের পরামর্শ দেন; উলেসিস্ নিবারণ করেন; ডায়োমেড্ কহিলেন যদিও তাঁহারা আহত তথাপি উপস্থিতির দ্বারা সেনাগণকে সাহস দেওয়া উচিত; তাঁহার পরামর্শ গ্রাহ্য হয়। জুনো ট্রোজানের উপর যোভের পক্ষপাত দেখিয়া তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিতে মনোস্থ করেন; তিনি মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ ও পতিকে মোহিত করিবার নিমিত্ত ভিনসের সম্মোহন কটিবন্ধ পরিধান করেন। তৎপরে তিনি স্বপ্নদেবের নিকট উপস্থিত হন, এবং যোভ্‌কে নিদ্রাভিভূত করিতে অতি কষ্টে স্বীকার করান। ইহা করিয়া তিনি ইডাপর্ব্বতে গমন করেন; সেখানে যোভ তাঁহার লাবণ্য অবলোকন করিয়াই বিমোহিত হন; এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। নেপ্‌চুন তাঁহার নিদ্রায় সুযোগ পাইয়া, গ্রীকপক্ষে সাহায্য করেন! হেক্টর্ এজাক্স কর্ত্তৃক বৃহৎ প্রস্তরাঘাতে আহত হইয়া রণস্থল হইতে অপসারিত হন। অনেক ক্ষণ যুদ্ধের পর ট্রোজানেরা রণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কনিষ্ঠ এজাক্স আপনাকে বিশেষ পরিচিত করেন।

মনোমুগ্ধকরী সুরা, অশন মধুর,
নেষ্টরের চিন্তা নারে করিবারে দূর।

অবিরাম কর্ণভেদী হুঙ্কার শুনিয়া,
আহত বান্ধবে বৃদ্ধ কহে চমকিয়া ;—
কেন সিংহনাদ, কহ বিজ্ঞ মেকেয়ন !
কি ভীম ঘটনা পুনঃ হইল ঘটন ?
শুন, কি বিকট নাদ বিদারি' আকাশ,
আসিতেছে ক্রমে ক্রমে পোত-শ্রেণীপাশ।
পানাশনে শ্রান্তি দূর করহ হেথায় ;
হিকোমেডি উষ্ণ বারি আনিয়া ত্বরায়,
ধৌত করি' ক্ষত, রক্ত দিবে মুছাইয়া।
চলিলাম আমি, কাণ্ড আসিব জানিয়া।
এত কহি' থ্রাসিমিডিসের ঢাল লয়ে,
(পুত্র তাঁর,) চলে বৃদ্ধ ত্বরান্বিত হ'য়ে,
(পিতৃ-ঢাল লয়ে যুঝে তনয় সে দিন ;)
পরে বর্ষা ধরি' দ্রুত ধাবিল প্রবীণ।
এবে সে ভীষণ রণ-দৃশ্য দৃষ্ট হয় ;
সবিষাদে বৃদ্ধ ভূপ দেখে সমুদয় ;
ছত্র ভঙ্গ ব্যূহ ! ভীম শত্রুর তর্জ্জন,
বিচূর্ণ প্রাচীর, গ্রীক্ করে পলায়ন।
যথা যবে বৃদ্ধ সিন্ধু নীরবে ঘুমায়,
তরঙ্গ কল্লোলি' নাহি খেলিয়া বেড়ায়,
যদিও উপরে তার প্রবল বাতাস,
মিলিছে গর্জ্জিয়া, মেঘে আবরি' আকাশ,
তবুও তরঙ্গ চয় বিচঞ্চল নয় ;
প্রেরে যোভ বাত্যা, তারা বিলোড়িত হয়।
যদিও উদ্বেগাগমে ব্যথিত তেমতি,
করে চিন্তা মনে মনে পিলিয়ার পতি,

পশিব সমরে, কিংবা যা'ব রাজপাশ;
ভাবি' বহু করে স্থির শেষ অভিলাষ;
তথাচ হৃদয়ে তাঁর জ্বলে বীরপণা।
চলে বৃদ্ধ, শুনে ঘোর অস্ত্রের ঝঞ্চনা।
ঝকে ঢাল রাজি, ভল্ল উড়িছে অম্বরে,
বাজিছে আঘাত, কেহ মারে, কেহ মরে।
দ্রুতপদ-সঞ্চালনে বৃদ্ধবর ধায়;
আহত সেনানীগণ নিরখে তাঁহায়;
রাজরাজেশ্বর, উলেসিস্ ধর্ম্মমতি,
মহাযশা, মহাবল টিডুস্-সন্ততি।
রণ হ'তে বহুদূরে পোত তাঁসবার,
বিস্তৃত বেলার পরে শোভে সার সার;
রাখিবে সমগ্র তরী নাহি হেন স্থান
সে উপসাগরে; যত গ্রীসের সন্তান,
পর্য্যায়ে রাখিল পোত বেলা-ভূমি'পরে;
অগ্রে তরি তা'র, যেই অগ্রে অবতরে।
চলেন প্রবীরত্রয় অক্ষম যুঝিতে,
বর্ষা'পরে করি' ভর, বারতা জানিতে।
চমকি' সহসা নেষ্টরের আগমনে,
কহিলেন নরবর অনুচ্চ বচনে;—
হে সুভগ, একেয়ার খ্যাতি মূর্ত্তিমান!
কি হেতু ত্যজিলে রণ, ভুলি' বীরমান?
তবে কি হইবে পূর্ণ হেক্টর-বচন,
দগ্ধ হ'বে পোত, হ'ত হ'বে বীরগণ?
হেন অহঙ্কার, হায়! ফলিল অচিরে,
বহু গ্রীকবীর-হৃদে লিখিত রুধিরে।

তব সম রুষ্ট কি হে সকলে এখন,
সম্রাটের 'পরে; নাহি যুঝে একজন ?
হায়রে অভাগা আমি, জীবিত কি হায়!
নিরখিতে প্রতিবীর একিলিস্ প্রায় ?
কহিল নেষ্টর, ভাগ্যদেবী হেন চায়;
প্রতিকূল কাল তাঁর বাসনা পূরায়!
যোভদেব, বজ্র যাঁর কাঁপায় অম্বর,
তাঁহারো ক্ষমতা নাহি অতীত উপর।
যে দেউল মোসবার পরিত্রাণোপায়,
অরাতি-অভেদ্য, আজি ভূতলে লুঠায়।
পোতশ্রেণী ট্রয়সেনা করে আক্রমণ;
মুমূর্ষু গ্রীকের খেদ পরশে গগন!
ত্বরিত উপায় চিন্তা কর মহারাজ!
এ হেন বিপাকে, নহে বীরত্বের কাজ,
কৌশলেতে পরিত্রাণ; আশ্বাসে এখন,
মার্স যদি, বৃথা মোরা ক্ষত-নিবন্ধন!
কহে রাজা, পরাজিত মম অনীকিনী;
দহিতে বহিত্র ধায় বিপক্ষ-বাহিনী;
যে প্রাকার মোসবার পূবর আশ্রয়,
সতত অভেদ্য, হায়! এবে ধ্বংসময়;
এ সকল সাধো! সেই যোভের ইচ্ছায়;
নাশিতে, আর্গস্ হ'তে আনে মোসবায়।
গ্রীসের সে সুখদিন নাহি আছে আর,
ভুঞ্জিত নিয়ত যবে প্রসাদ তাঁহার।
এবে ঈশ গ্রীকবল করেছে হরণ,
ট্রোজানের খ্যাতি-ভাতি-বিস্তার-কারণ।

।ক ফল বিফলে আর শোণিত স্রাবিয়া ?
সিন্ধু-সমীপস্থ তরী দিই ভাসাইয়া ;
যাবৎ না সমাগতা তামসী শর্ব্বরী,
ভাসুক বহিত্রচয় সলিল উপরি ;
পরে, যদি শত্রু বায় রণে ক্ষমা দিয়া,
ভাসায়ে সমগ্র পোত যা'ব পলাইয়া।
যে বিপদ পারি মোরা এড়াইতে আজ,
তাহাতে বিনষ্ট হওয়া অবুদ্ধির কাজ।
থামে নরবর ; বিজ্ঞ উলেসিস্ কয়,
ক্রোধে অগ্নিকণা যেন স্রাবে আঁখিদ্বয় ;
কি লজ্জার কথা (কভু নহে রাজোচিত)
আজি ও রসনা হ'তে হ'ল উচ্চারিত !
হা ধিক ! প্রভুত্ব তব ঘৃণিত সবার,
বীরকুল কাছে তুমি পাত্র অবজ্ঞার,
বীরহৃদি যোভ্‌দেব দিল যা সবায়,
জিনে যুদ্ধ যারা, কিংবা মৃত্যু না ডরায়।
রণস্থলে মো সবার অতীত যৌবন,
ক্ষান্ত নহি তবু, যদি বার্দ্ধক্য এখন।
ত্যজিতে এরূপে ট্রয় বাসনা তোমার,
বৃথা কি ফেলিনু তবে রুধিরের ধার ?
কহ যদি হেন পুনঃ আতঙ্ক-কারণ,
বল মৃদুরবে, পাছে শুনে গ্রীক্‌জন।
কে আছে এ হেন ভীরু, পারে চিন্তিবারে
হেন নীচ চিন্তা, কিংবা প্রকাশিতে তারে ?
হেন বাক্য বিনিস্থত বদনে কাহার,
সমগ্র গ্রীসের বীর বশীভূত যাঁর ?

যুদ্ধকালে সেনানীর এই কি বচন,
অনিশ্চিত ভাবে রণ চলিছে যখন ?
কি পারে করিতে ট্রয় ? অর্পিছ আপনি
জয় শত্রুগণে ; গ্রীক্ মজিবে এখনি।
সৈন্যগণ ভয়ে (পোত হেরিয়া নয়নে,
পলা'তে প্রস্তুত), আর না যুঝিবে রণে ;
সিন্ধু'পরি তব তরী নিরখিয়া হায় !
বিনাশের মূল বলি' নিন্দিবে তোমায়।
সাধু তিরস্কার, (মৃদু কহে নরবর,)
বিন্ধে মম হৃদি বিজ্ঞ ! যেন তীক্ষ্ণ শর।
হেন ভীরুচিত বাক্য কহি' আর বার,
বিমর্ষিতে গ্রীকে-নহে বাসনা আমার।
দিনু অনুমতি, কেহ যুবা বা স্থবির,
করুন অর্পিয়া বুদ্ধি এ অন্তর স্থির।
কহে টিডাইডিস্, বাক্য না হইতে শেষ,
যদি ইচ্ছা, হের হেথা সে জনে নরেশ !
অর্পিতে সুপরামর্শ ; ধর বাক্য তার,
যুবা বটে, নহে তবু পাত্র অবজ্ঞার।
যে যুবক জন্মে টিডুসের বংশ মাঝে,
পারে কহিবারে কথা ভূপতি-সমাজে।
শুন পরে, কৃতী এমিডিসের তনয়,
ভুজবলে, (খ্যাতি যাঁর ব্যাপ্ত বিশ্বময়,)
করিলেন ধ্বংস দৃঢ় থিবের প্রাকার ;
জীবনে সম্পদ ; কীর্ত্তি পতনে তাঁহার।
শাসিয়া প্লুরণ দেশ, রম্য কেলিডন,
লভে প্রোথায়ুস্ তিন তনয়-রতন ;

মিলস্, এগ্রিয়স্, (কিন্তু অমানুষ,
শূর তা' সবার মাঝে) কনিষ্ঠ ইনুস্।
তাঁর সুত পিতা মম ; তাড়িত হইয়া,
কেলিডন্ হ'তে বসে আর্গসেতে গিয়া ;
লভিলেন রাজকন্যা (লিখন বিধির)
সহ রম্য রাজ্য এড্রেষ্টস্ ভূপতির।
করিতেন সুখে তিনি ক্ষেত্রের কর্ষণ,
অর্পিত মদিরা তাঁয় বহু দ্রাক্ষাবন,
আছিল তাঁহার শুভ্র মেষ অগণন।
টিডুস্ ছিলেন হেন সুরথী ধরায়!
হেন জন নাহি গ্রীসে না জানে তাঁহায়।
শুন ভূপ! কহি, যাহে দেশের কল্যাণ,
মানিয়া তনয়ে রাখ পিতার সম্মান।
যদিও আহত মোরা এ ভীম সময়ে,
চল উৎসাহিব গিয়া সমরি-নিকরে,
যশোপথ দেখাইয়া দিব অন্য জনে,
অদ্ভুত সমর-রঙ্গ হেরিব নয়নে ;
পাছে অরি-অস্ত্রে হই আহত আবার,
দাঁড়াইব হেন স্থানে, যথা বরবার
না পারে থাকিতে বেগ ; এরূপে নির্ভয়ে,
রহি' দূরে, দিব দর্প সেনার হৃদয়ে।

নীরবিল বীর! শুনি' ভূপতিনিকর
চলে ধীরে ধীরে ; অগ্রে অগ্রে নরবর।
সিন্ধুপতি, (উত্তেজনা দিতে তাঁসবায়,)
ধরিলেন মূর্ত্তি, অতি বৃদ্ধ বোধপ্রায়।

ধরিয়া আপন করে সম্রাটের কর,
এরূপে কহেন দেব নরবপু-ধর ;
আট্রাইডিস্! একিলিস্ বা কেমনে,
স্বদেশীর পলায়ন হেরিছে নয়নে ?
অন্ধ অধার্ম্মিক নর! ক্রোধক্রীত দাস,
হেন অহঙ্কারে ভাবে গৌরব প্রকাশ!
যোভ্‌দেব দর্প তার পারেন চূর্ণিতে,
মুহূর্ত্তে ; না র'বে স্থান এ লজ্জা রাখিতে।
বিধি নহে তব শত্রু ; অচিরে রাজন্!
হেরিবে পলা'বে দর্পী ট্রয় সেনাগণ,
ঊর্দ্ধশ্বাসে ; বিপক্ষীয় ভূপতি নিচয়,
মহাবীর জয়মদে উদ্ধত হৃদয়,
দ্রুতরথে, রজোজালে আঁধারি' অম্বরে.
ধাবিবে, ঢাকিতে মুখ, ট্রয়ের নগরে।
এত কহি' ধায় দেব সমর মাঝার,
উচ্চারি' সঘনে রোষে বিকট হুঙ্কার,
হেন উচ্চ, যেন বিংশসহস্র প্রবীর
মিলে রণস্থলে দর্পে আস্ফালি' গভীর!
করিলেন সিন্ধুনাথ হেন হুহুঙ্কার,
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় ত্রিশূলের যাঁহার।
মাতিল সমর-রঙ্গে আর্গিভের মন ;
নাচে রণ নববেশ করিয়া ধারণ।
এবে সেটার্ণিয়া দেবী অলিম্পস' পরে,
স্বর্ণাসনাসীনা রণ বিলোকন করে।
সাহায্য করিছে গ্রীকে সোদরে হেরিয়া,
উল্লাসে অন্তর তাঁর উঠে উথলিয়া ;

কিন্তু দেবী নিরখিল ইডা-শৃঙ্গ' পরে,
সমাসীন যোভ্ ; শঙ্কা পশিল অন্তরে।
প্রবঞ্চিতে দেবী তাঁয় কি করে এবার,
কি কৌশলে মুদে সর্ব্বদর্শী আঁখি তাঁর ?
স্মরি' শক্তি নিজ শক্তি করেন মনন,
মোহিতে তাঁহায় অর্পি' প্রেম-প্রলোভন ;
অপরূপ মায়ারূপ রূপের বিকাশে,
বাঁধিতে ত্বরিত ঈশে অনঙ্গের পাশে।
সজ্জাগৃহে সুরনারী চলিল ত্বরিতে,
উজ্বল, বিলাসপূর্ণ, মোহিনী সাজিতে।
কৌশলে ভল্কান শিল্পী রচে এ আগারে ;
অপর ত্রিদশ তাহে প্রবেশিতে নারে।
কর-পরশনে মুক্ত হ'ল হেমদ্বার,
পশিলে ঈশ্বরী, বদ্ধ হইল আবার।
হেথা দেবী করি' স্নান, সর্ব্বাঙ্গে ছড়ায়,
স্বর্গীয় সুগন্ধি তৈল, সুর ভুঞ্জে যায়।
বিচঞ্চল গন্ধবহ সে গন্ধ বহিয়া,
ভ্রমে শূন্যে বসুমতী, দিব আমোদিয়া,
স্বর্গীয় সুবাস ! দূরে থা'ক তুচ্ছ নর,
হয় বিমোহিত তাহে অমর-অন্তর !
অতঃপর কান্তমন করিতে হরণ,
বাঁধে দেবী সুকৌশলে চাঁচর চিকণ ;
কিয়দংশ কুণ্ডলিয়া শিরে শোভা পায়,
কতক বা স্কন্ধদেশে লহরী খেলায়।
পরিলেন পরে শক্তি কাঁচলী, ঘাঘরী,
সুরঞ্জিত পালাসের কারুকার্য্যে মরি !

উজ্জল সুবর্ণ ঝকে প্রতি ভাঁজে ভাঁজে ;
কটিদেশে কনকের কোটিবন্ধ সাজে।
দুলে চারু আভরণ শ্রবণ-যুগলে ;
প্রতি রত্ন' পরে তিন দীপ্ত তারা জ্বলে।
অতঃপর দিবেশ্বরী দিলেন মাথায়,
শুভ্র অবগুণ্ঠ, নব হিম লাজ পায় ;
পরেন পাদুকা পরে সুচারু চরণে।
সাজি' হেন যোভ্-প্রিয়া মন্থর গমনে,
বাহিরিল ত্যজি' গৃহ ; পরে সন্মোহিনী
উপনীতা, বসে যথা কাম-প্রসবিনী।
কতকাল, (সুরেশ্বরী কহেন ভিনসে,)
র'বে ঘোর মনান্তর অমর-মানসে ?
নহে কিলো কামপ্রসূ ! বাসনা তোমার,
ত্যজিতে এখনি তুচ্ছ সমর ধরার ?
কর ব্যক্ত, (সীথেরিয়া করেন উত্তর,)
তব বাঞ্ছা সুরেশ্বরি ! সাধিব সত্বর।
অর্প তবে, (কহে ঈশী, সে শক্তি সত্বর,
মুহূর্ত্তে মোহিত যাহে হয় চরাচর,
সে লাবণ্য, যাহে নর চেতনা হারায়,
আবেশে অধীর হয় সুর সমুদায়।
অতি দূরদেশে দেবি ! যা'ব শীঘ্র গতি,
অমরনিকর-প্রসূ স্থবির দম্পতি,
ওসেন, থিটিস্ দোঁহে নিবসে যথায়,
সিন্ধুমালী ধরিত্রীর চরম সীমায়।
বাল্যে তাঁ' দোঁহার কোলে হইনু পালিত,
যবে অলিম্পাস্ হ'তে হ'য়ে নিক্ষেপিত,

পশিলেন সেটারন্ ভূগর্ভ ভিতরে,
ত্যজিয়া ত্রিদশ রাজ্য যোভ্‌দেব-করে।
বিদরিছে সে দম্পতী, শুনিনু শ্রবণে,
পূর্ব্বের প্রণয় নাহি উভয়ের মনে।
এ বিবাদ যদি আমি নারিনু ভঞ্জিতে,
কোথায় মাহাত্ম্য মম, কি কাজ শক্তিতে?
দম্পতী-যুগলে মিলাইব পুনর্ব্বার,
এত কালে সুধিব সে শৈশবের ধার।
স্বরগঈশ্বরী-মুখে শুনি' এ কাহিনী,
অর্পিল সম্পতি পুষ্পচাপ প্রসবিনী;
কটি হ'তে কটিবন্ধ খুলেন অব্যাজে,
সমুজ্জ্বল, সুশোভিত নানা শিল্পকাজে।
সমগ্র মোহিনী শক্তি বিরাজে তাহায়,
মুগ্ধ জ্ঞানী জন, মত্ত বিতরাগী যায়,
আবেশ, সম্মতি, রমণীয় ভালবাসা,
চাতুরী কৌতুকপূর্ণ, মদন-পিপাসা,
মনোহারী মৃদু ভাষ, ঘন দীর্ঘশ্বাস,
ভাবার্থজ্ঞাপক মৌন, নয়ন-বিকাশ।
হেন কোটিবন্ধ দেবী তুলি' ধীরে, ধীরে,
"লহ, পূর্ণ কর বাঞ্ছা," কহে ঈশ্বরীরে।
মৃদু হাসি' যোভ-কান্তা করে লয়ে তায়,
রাখিলেন সযতনে হৃদয়ে ত্বরায়।
যোভের আগারে ধীরে চলিল ভিনস্;
ধায় সেটার্ণিয়া দেবী ত্যজি' অলিম্পস্।

---

* ওদেন্—সমুদ্রের অধিষ্ঠাতৃ দেব।

শূন্যপথে মহাবেগে চলেন ঈশ্বরী,
অতি উচ্চ পায়েরিয়া অতিক্রম করি',
সুরম্য ইমেথিয়ার সৈকত সুন্দর,
হিমস্ পাহাড় হিমে পূর্ণ নিরন্তর।
এথসের শৃঙ্গ হ'তে পরে দিবেশ্বরী,
চলেন লেম্‌নসে সিন্ধু অতিক্রম করি,
শমনের বৈমাত্রেয় স্বপন-নগরী
সুখদ স্বপন! (ঈশী কহেন এবার,)
সমগ্র নর অমর আয়ত্ত তোমার,
পালিতে জুনোর আজ্ঞা যদি হে মনন,
ওহে নিদ্রাপতে! শুন কহি' যা এখন,
শুইবেন যবে যোভ্ কামে মত্ত হ'য়ে,
মায়ায় আবদ্ধ তাঁর কর আঁখি-দ্বয়ে।
রম্য পাদপীঠ, স্বর্ণ সিংহাসন আর,
বহ্নিদীপ্ত, সোম্‌নস্! তব উপহার,
ভল্কানের বিনির্ম্মিত; উৎসব সময়,
পুলকে পূরিত তব করিবে হৃদয়।

হে দেবি! (কহিল দেব নত শির করি,')
সেটারণ্‌সুতে! দিবরাজ্য-অধিশ্বরি!
অমরে মোহিতে পারি মুহূর্ত্ত মাঝারে,
সমুদ্র, বিশ্বজনক, এড়াইতে নারে;
নীরবে ঘুমায় দীর্ঘ বারিরাজ্য তাঁর,
লহরী নিকর নারে কল্লোলিতে আর!
কিন্তু দেবি! কহ, কোন্ বলে বলী হ'য়ে,
সুযুপ্ত করিব ঈশে আদেশ না ল'য়ে?

বহু দিন গত মাতঃ! তব অজ্ঞা ধারি,'
নিদ্রিত করিনু তাঁয় শঙ্কা পরিহরি';
যবে আল্‌সাইডিস্, তনয় তাঁহার,
ত্যজি' ইলিয়ন ভাসে জলধি-মাঝার।
হেন কালে প্রভঞ্জন সিন্ধু আন্দোলিয়া,
কোয়ান্ প্রদেশে বীরে দিল তাড়াইয়া।
জাগ্রত হইয়া যোভ্ স্বরগ কাঁপায়,
ক্রোধভরে; দেব'পরে দেব পড়ে হায়!
অনর্থের হেতু মোরে জানি' ভগবান,
নিক্ষেপেন শূন্যপথে ক্রোধ-কম্পমান;
ভয়ে যামিনীর পাশে গেনু পলাইয়া;
পৃথ্বী-দিব-সখী সতী রাখে লুকাইয়া,
শান্তনিতে বিশ্বকোপ সমর্থা সে ধনী,
তেঁই বশীভূত তাঁর ঈশ্বর আপনি।

"অকারণ শঙ্কা তব, (দিবেশ্বরী কয়,
করি' বিঘূর্ণিত পদ্মপত্র আঁখিদ্বয়,)
ভেবেছ কি জয়ী আল্‌সাইডিস্ সম,
লভিয়াছে দুষ্ট ট্রয় যোভের মরম?
দিবেশ্বরী আমি, আজ্ঞা পালহ আমার;
অর্পিব এ কার্য্যতরে রম্য উপহার:
সুহাসিনী পেসিথেয়ী নবীনা রমণী,
চির ভালবাসা তব, লভিবে এখনি।

কর পণ, (কহে দেব,) স্রোতকুল নামে,
হয় প্রবাহিত যারা ভীম প্রেতধামে।
এক হস্ত বিস্তারিত কর ধরা 'পরে,
সিন্ধু 'পরে প্রসারিত কর অন্য করে।

নারকী টিটন্‌গণে করগো আহ্বান,
ক্রোনসের সঙ্গী, সাক্ষ্য করিবারে দান,
সুহাসিনী পেসিথেয়ী নবীনা রমণী,
চির ভালবাসা সম, লভিব এখনি।
স্বপনের বাক্য ধরি' আহ্বানে ঈশ্বরী,
দেবগণে, বসে যাঁরা ভূগর্ভ ভিতরি,
তীব্র স্রোতকুলে যাঁরা করেন শাসন,
ভীম টিটেনীয় দেব কহে নরগণ।
সমীরণবেগে দোঁহে আরোহে অম্বর,
আঁধার লেম্‌নস্ দ্বীপ, ইম্ব্রস্ উপর ;
তিমিরে আবরি' দেহ উতরেন পরে,
মুহূর্ত্তে লেক্টস্‌মাঝে, ইডাশৃঙ্গ 'পরে,
শ্বাপদ-প্রসূতি, যার শত স্রোতগণ,
বিকট পতন-নাদে বিদারে গগন।)
দেবভারে রম্য ইডা প্রকম্পিত হয় ;
স্তম্ভিত হইল গিরি, কাঁপে তরুচর।
তথা সুবিশাল এক দেবদারু 'পরে,
বিটপসমূহ যার পরশে অম্বরে,
অলক্ষিত-ভাবে, দেহ আঁধারে আবরি,'
বসে নিদ্রাদেব, পেচকের মূর্ত্তি ধরি'।
(কল্‌সিস্ কহে তায় অমর নিকর,
সিমিণ্ডিস্ নামে খ্যাত ধরণী ভিতর।)
সম্মোহিনী জুনো, তুঙ্গ ইডা'পরে ধায়,
জগত-ঈশ্বর যোভ্ নিরখে তাঁহায়।
ত্রিদিবেশ, বজ্র যাঁর গরজি' গভীর
আলোকে অম্বর, কামে হইল অধীর,

অতীব প্রখর, যথা প্রথমে যখন,
সংজ্ঞাহীন, করে তাঁয় গুপ্ত আলিঙ্গন।
এক দৃষ্টে ঈশ সেই লাবণ্য হেরিয়া,
কহে ধরি' কান্তাকর উল্লাসে ভাসিয়া ;—
কি হেতু ত্যজিলে স্বর্গ, অয়ি প্রাণেশ্বরি !
পদব্রজে, বহ্নিপ্রভা রথ পরিহরি' ?
উত্তরিল দেবী,—কান্ত ! যাব শীঘ্রগতি,
সমগ্র অমরপ্রসূ স্থবির দম্পতি,
ওসেন্, টিথিস্‌সহ নিবসে যথায়,
সিন্ধুনেমি ধরণীর চরম সীমায়,
বন্দিব দোঁহার পদ ; শৈশব সময়
জান নাথ ! যত্নে মোরে পালেন উভয় ;
বিবদিছে সে দম্পতী শুনিনু শ্রবণে ;
পূরব প্রণয় নাহি দোঁহাকার মনে।
তুরঙ্গ নিকর মম হইয়া সজ্জিত,
দীপ্ত রথ সহ, মোরে বহিতে ত্বরিত,
অপেক্ষিছে ইডাতলে ; অনুমতি তরে,
আসিয়াছি দিব ত্যজি' তোমার গোচরে।
যাব ত্বরা প্রাণকান্ত ! দাও অনুমতি,
সিন্ধুগর্ভস্থিত পূত ওসেন্-বসতি।
অন্য দিনে (কহে যোভ্) যেও প্রিয়তমে !
না সহে বিলম্ব, কাম জ্বলে এ মরমে।
অধর-পীযূষ মোরে অর্প লো এখন,
নিবার ত্বরিত প্রিয়ে মদন-দহন।
না উদে কভু এ তৃষা অন্তরে আমার,
মানবীর রূপে, কিংবা অমর-বালার ;

নহে, যবে রমি ইগ্‌জিয়নের বালায়,
দেবাভ পিরিথাউস্ জন্মিল যাহায়,
নহে, যবে সে ডেনেয়ী রত্ন রমণীর
ভুঞ্জে মম প্রেম, জন্মে পাস্থুস্ প্রবীর ;
থিব্ যূনীযুগ হেন না মোহে মানস,
(একে আলসাইডিস্, অন্যেতে বেকস্ ।)
নহে হেন, ফিনিক্সের নন্দিনী রতন,
জন্মে যাহে হ্রাডামান্থ, মাইনস্ ভীষণ ;
সুন্দরী লাটনা হেন বিমোহিতে নারে,
নহে সে সিরিস্, বিশ্ব মুগ্ধ হেরি' যারে ;
তব রূপে কভু হেন নহি বিমোহিত
পূর্ব্বে প্রিয়ে ! যথা আজি মদন-পীড়িত !

নীরবিল ঈশ ; দেবী বঙ্কিম নয়নে,
নিরখি,' কহিল লাজ-লোহিত বদনে ;
ইডাশৃঙ্গ কান্ত ! কিহে কাম-ক্রীড়াস্থল ?
হেরিবে নিশ্চয় নর অমর সকল ।
শঙ্কা হেতু না পারিবে লভিতে উল্লাস,
সর্ব্বত্র এ বার্ত্তা গান হ'বে বার মাস ।
ভ্রমিব কেমনে আর এ সুখ সংসারে,
বসিব বা কোন্ মুখে অমর-মাঝারে ।
সমগ্র ত্রিদশ, নাথ ! হেরিবে নয়নে
ছিন্ন বেশ মম, তব তীব্র আলিঙ্গনে ।
দেবশিল্পী ভল্‌ক্যান্ করিল নির্ম্মাণ,
সুকৌশলে, তব ক্রীড়াগৃহ শোভমান ।
যদি হেন বাঞ্ছা তব, চলহ তথায়,
গুপ্তভাবে কর শান্ত কাম-পিপাসায় ।

নীরবিল সুরেশ্বরী ! সস্মিত বদনে,
কহে বজ্রপাণি তাঁয় বিনম্র বচনে
ঢাকিবে এখনি মেঘ, হ'বে বরিষণ
স্বর্ণধারা ; কা'র সাধ্য করে দরশন ?
নারিবে হেরিতে রবি, দীপ্ত আঁখি যাঁর,
নিরখিছে হে মোহিনি ! জগৎ সংসার।
এত কহি' এক দৃষ্টে সেরূপ হেরিয়া,
কামমত্ত ঈশ তাঁয় ধরে জড়াইয়া !
উল্লাসে অবনী সতী স্ববক্ষ হইতে,
তুলি' নানা পুষ্প, দোঁহা লাগিল পূজিতে।
সহসা অসংখ্য যূথি বিকসিত হয় ;
রচিল কোমল শয্যা কমল নিচয় ;
কামিনী-আসারে শুভ্র হইল ভূতল,
সুলোহিত স্থলপদ্মে ভূধর উজল।
আবরে দোঁহায় স্বর্ণভাতি ঘনচয় ;
বসন্ত- সমীর সুখে মন্দ মন্দ বয়।
অবতরি' ধীরে শীত পীযূষ-শিকর,
মধুগন্ধে আমোদিত করিল ভূধর।
অতঃপর দিবপতি প্রেমার্দ্র হৃদয়,
নিদ্রার কুহকে, নিদ্রা করিল আশ্রয়।
নীরবে সুদ্রুত এবে গ্রীক্-পোত পানে,
চলে নিদ্রা-দেব, সিন্ধুপতি-সন্নিধানে,
অর্পিতে মঙ্গলবার্ত্তা ; সহসা তথায়,
হ'য়ে আবির্ভূত কহে অনুচ্চ ভাষায় ;
হে বলী নেপ্‌চুন্ ! এবে নিশঙ্ক অন্তরে,
ছিন্ন কর ট্রয়-আশা ক্ষণেকের তরে ;

নিদ্রিত ঈশ্বর যোভ্; বিষম মায়ায়
করিয়াছি হে বারিশ! অভিভূত তাঁয়।
জুনোর মোহিনী মূর্ত্তি, সোম্‌নসের বল
মুদিয়াছে সর্ব্বদর্শী নয়ন-যুগল!
এত কহি' স্বপ্নদেব বায়ুবেগে ধায়,
মহীস্থ মানবগণে মোহিতে মায়ায়।
প্রতাপী নেপ্‌চুন্ দেব সাহসে মাতিয়া,
উচ স্তম্ভসম রণমাঝে দাঁড়াইয়া
কহিল সক্রোধে; পূর্ব্বে ছিলে কীর্ত্তিমান
ওহে গ্রীক্‌কুল! রাখ সে নাম-সম্মান;
অর্দ্ধজীত যুদ্ধ ট্রয় করিবে কি জয়?
ধ্বংসিবে কি পোতশ্রেণী প্রায়াম-তনয়?
শুনহ! হেক্টর্ ঐ করে অহঙ্কার
দহিতে তরণী; একিলিস নাহি আর!
করিতেছে ক্ষোভ এক বীরের বিহনে,
হও স্থির, আবশ্যক নাহি অন্য জনে।
এখনো, গৌরব যদি লভিতে মনন,
বাঁধ শিরে শিরস্ত্রাণ, ধর প্রহরণ।
ধরুক সকল গ্রীক্ বরষা ভয়াল,
লউক ত্বরিত করে সুবিস্তৃত ঢাল।
লঘু অস্ত্র ল'য়ে যুদ্ধ করুক দুর্ব্বল,
নিক গুরু অস্ত্র, যার দেহে আছে বল;
পলা'বে তাহ'লে দর্পী হেক্টর সুরথ;
নিজে আমি, গ্রীক্‌দল! দেখাইব পথ।
মানি'বাক্য গ্রীক্‌গণ অস্ত্র বদলায়;
যবগ্রভাবে নেতাকুল স্বসেনা সাজায়।

নির্ভীক ভূপতি-দল, যদিও আহত,
সাহায্যিতে বীরকুলে হইলেন রত।
ধরে গুরু প্রহরণ বলবান চয়;
দুর্ব্বল অনীকদল লঘু ঢাল লয়।
এইরূপে চলে গ্রীক্, সজ্জিত বরমে
উজ্জ্বল পিত্তলময়; নেপ্‌চুন্ প্রথমে;
দীপ্ত তরবারি তাঁর ঘূরে শ্বনশ্বনে,
উজলা চপলা যেন চমকে গগনে।
পৃথ্বী-প্রকম্পন-কারী অমরে হেরিয়া,
আতঙ্কে নাচিল যত মানবের হিয়া।
ট্রয়ের রক্ষক মাত্র সাহসে দাঁড়ায়;
উৎসাহে অনীককুলে, দেবে না ডরায়।
হের ঐ সুর নর করে অবস্থান;
হেথা সিন্ধুপতি, হোথা হেক্টর্ মহান।
ভীম বারিনিধি এবে অধিপ-আজ্ঞায়,
হুঙ্কারি' বিকট, স্ফীত করি' নিজ কায়,
বেড়িল বহিত্রচয়ে ভীম মূর্ত্তি ধরি';
মিলে সেনা, কাঁপে পৃথ্বী, গর্জ্জিল লহরী।
নাহি গর্জ্জে সিন্ধু কভু অর্দ্ধেক এমন,
হুঙ্কারিয়া দর্পে যবে বহে প্রভঞ্জন;
ইলোনীয় গৃহ হ'তে বিকট ঝটিকা,
না হুঙ্কারে হেন, ধ্বংসি' বিটপী লতিকা;
দাবানল দহে যবে পার্ব্বতীয় বন,
কদাপি না করে হেন উচ্চ গরজন;
হেন দর্পে উভদল মিলিল সমরে,
এ হেন বিকট ধ্বনি গগন বিদরে।

হেক্টরের করচ্যুত ভল্ল ভয়ঙ্কর,
বাজে বেগে এজাক্সের দৃঢ় রক্ষঃ' পর;
বক্রভাবে দুই পাটা শোভে বক্ষে তাঁর,
(একে বদ্ধ ঢাল, অন্যে দুলে তরবার,)
নারিল পশিতে অস্ত্র; পিছান হেক্টর্
ধিক্কারিয়া ব্যর্থ ভল্লে, বিমর্ষ-অন্তর।
না ডরে এজাক্স বীর; ক্রোধ-অন্ধমন
লইয়া সবলে তুলি' প্রস্তর ভীষণ,
(ছিল এক শিলারাশি সম্মুখে তাঁহার,
বসাইতে তরী, কিংবা শমিবারে ভার,)
করিয়া ঘূর্ণিত তায়, ত্যজে সেইক্ষণে।
উত্তোলিত ঢালে শিলা বাজিয়া ঝঞ্ঝনে,
পড়িল ভীষণবেগে গ্রীবাবক্ষে তাঁর;
কিন্তু সেই গতি নহে নিঃশেষ এবার,
করিয়া বহুল ক্ষত ঘূরিয়া ঘূরিয়া,
অবতরি' ভূমে, বেগে চলে গড়াইয়া।
যথা, যবে ভীম বজ্র আলোকি' অম্বর,
পড়ে গর্জ্জি' দেবেশের পূত বৃক্ষ' পর,
পার্ব্বতীয় দেবদারু হ'য়ে দীপ্তিমান
লুণ্ঠে ভূমিতলে; উঠে গন্ধকের ঘ্রাণ;
দাঁড়ায়ে স্তম্ভিতভাবে দর্শক নিচয়,
যোভের বিষম কোপ অবগত হয়!
পড়িল ভূতলে বীর হেক্টর তেমতি;
হ'ল করচ্যুত ভল্ল ভয়ঙ্কর অতি;
সুবিস্তৃত ঢাল তাঁর আবরিল কায়;
গুরু শিরস্ত্রাণ-ভারে মস্তক লুঠায়।

ধাতুময় বর্ম্ম তাঁর বিকট ঝঞ্ঝনি”
লুণ্ঠে ভূমি’ পরে ; উঠে অসম্ভব ধ্বনি।
অতি উচ্চ জয়ধ্বনি পূরিল প্রাঙ্গণ ;
হেরে গ্রীক্ মহোল্লাসে, অরির-নিধন।
ধরিতে ছুটিল সবে ; ছুটে শরাসার ;
ভীম ভল্লপ্রাসে হ’ল আকাশ আঁধার।
হেন অস্ত্রবৃষ্টি গ্রীক্ করিছে বৃথায়
নিরাপদে রহে শূর ক্ষতহীনকায়।
নির্ভীক পোলিডেমাস্, সাধু এজিনর্,
সুধার্ম্মিক যোধ, এঞ্চিসিস্-বংশধর,
লিসীয় দলের সেনাপতি সমুদায়,
বৃত্তাকারে, রক্ষিবারে চৌদিকে দাঁড়ায়।
ট্রয়ের সমরিকুল ভাসি’ অশ্রনীরে,
ত্বরিত স্থাপিল রথে আহত প্রবীরে।
তেজস্বী তুরঙ্গকুল সমীর-গমনে,
ছুটে পুরপানে, ল’য়ে ট্রয়ের তপনে।
    জ্যান্থসের তীরে রথ এবে উপনীত,
সুশীতল, মরকত জিনিয়া হরিত ;
অনুচরকুল তটে রাখিয়া নেতায়,
সর্ব্ব অঙ্গে ধীরে তাঁর সলিল ছিটায়।
কভু করে ট্রয়রবি রুধির বমন,
বসি’ জানু পাতি’, পুন হয় বিচেতন ;
ফেলে ঘন দীর্ঘশ্বাস ; ক্ষীণ আঁখি তাঁর,
হেরি’ অর্দ্ধাকাশ, হয় মুদ্রিত আবার।
    গ্রীক্চয়, সুরথের হেরি’ পলায়ন,
দ্বিগুণ বিক্রমে পুনঃ করে আক্রমণ।

অইলীয় এজাক্স এবে ক্রোধমত্ত হ'য়ে,
বিন্ধে সুশাণিত ভল্লে ইনপ্স্-তনয়ে ;
(নির্ভীক সেট্নিয়স্, নিইস্ সুন্দরী
প্রসবিল যাঁরে, সেট্নিত্ত-তট'পরি' ।)
উদরে পশিল অস্ত্র ; পড়ে যুবা বীর
ভূমি' পরে ; আঁখিদ্বয় আঁধারে তিমির ।
শবের চৌদিকে এবে গর্জ্জিল সমর ;
ভাসে রক্তস্রোতে গ্রীক্‌ট্রোজান নিকর ।
সক্ষোভে পোলিডেমাস্ হ'য়ে অগ্রসর ,
কাঁপায় ভীষণ বর্ষা প্রোথনর'পর ।
স্কন্ধদেশে পশে অস্ত্র বিকট গর্জ্জিয়া ;
পড়িল ভূতলে বীর শোণিতে ভাসিয়া ।
হের এবে, (কহে জেতা) মোসবার বল ;
যুঝে হেন পেন্থসের সন্ততি সকল ।
এই করচ্যুত অস্ত্র কভু ব্যর্থ নয়,
অবশ্য বিন্ধিবে বীর গ্রীকের হৃদয় ।
নিজ তুচ্ছ বর্ষা' পরে নির্ভর করিয়া,
প্লুটোর আলয়ে পশ ধীরে ধীরে গিয়া ।
হেন বাক্যে ম্রিয়মাণ যত গ্রীকবীর ;
হইল এজাক্সরথী অতীব অধীর ।
নিজ পার্শ্বে স্বদেশীর পতন হেরিয়া,
ধায় অরিপানে শূর ভল্ল উত্তোলিয়া ।
ত্বরা নত হ'য়ে শত্রু পরিত্রাণ পায় ;
মরণ, আর্কিলোকস্ ! আহ্বানে তোমায় !
বৃথা তব এবে সমুন্নত বংশমান ;
কৃতান্ত চালায় নিজে অস্ত্র খরশাণ !

ধাবি' ভল্ল বেগে, ঈশআদেশ পালিতে,
দৃঢ় গ্রীবাদেশে তাঁর লাগি' আচম্বিতে,
মেরুদণ্ড দুই ভাগে বিভাগ করিল;
ছিন্ন বীরশির আগে ভূতলে পড়িল।
মুণ্ডহীন দেহ এবে ক্ষণ দাঁড়াইয়া,
পড়ে পরে, রক্ত-স্রোতে সিকতা রঞ্জিয়া।
গর্ব্বিত পলিডেমস্! কর বিলোকন,
(ধিক্কারি' এজাক্স শূর কহিল বচন,)
কহ, এ শায়িত বীর তোমার গোচরে,
নহে যুক্ত প্রতিহিংসা প্রোথনর তরে?
দেখ এঁর দেহ, শৌর্য্য আপন আঁখিতে;
হীনবল, হীনবংশী নারিবে বলিতে।
সকুল-জাত এ জন, হেন জ্ঞান হয়,
অনুজ এণ্টিনরের, অথবা তনয়।
এত কহি' হাসে বীর, জ্ঞাত পরিচয়
এ যুবার; ডুবে দুখে ট্রয়-চমূচয়।
অগ্রসরি' প্রোমাকস্ ক্রোধভরে হায়!
টানে মৃতদেহ; রোধে একামস্ তাঁয়।
বিদ্ধি' হৃদি কহে বীর সুকর্কশ স্বরে;—
মরিবি আর্গিভদল! ট্রোজানের করে।
জানিবে অচিরে গ্রীস্, নহে একা ট্রয়,
মরণ, আঘাত, শোক, সমরের ভয়।
বধি' প্রোমাকসে, এবে নেহার নয়নে,
দিনু যুক্ত প্রতিশোধ ভ্রাতার নিধনে।
ভীম প্রেতলোকে তিনি বিফলে না যান,
ভূমে তাঁর প্রতিঘাতী ভ্রাতা বর্ত্তমান!

হেন গর্ব্ব, গ্রীক্‌গণে ব্যথিত করিয়া,
বিন্ধে শেলসম, বীর পেনিলুস্-হিয়া।
আক্রমিল শূর তাঁয় আরক্ত নয়নে ;
পলায় সে অহঙ্কারী সশঙ্কিত মনে।
যুবক ইলিওনুস্ লভে সে প্রহার,
একমাত্র পুত্র, মহাবিভবী পিতার,
(ফোর্বাস্ অতীব ধনী, হার্মিস্ যাঁহায়,
শিখান সাদরে নানা লাভের উপায়।)
ভীম অরি-অস্ত্র তাঁর নয়নে বাজিয়া,
মুহূর্ত্তেকে চারু অক্ষি-তারা বিলোড়িয়া,
বাহিরিল গ্রীবা ভেদি' ; পড়ে নরবীর ;
উত্তোলিল ভুজদ্বয় আতঙ্ক-অধীর।
দর্পী পেনিলুস্ ত্বরা খুলি' তরবার,
মুহূর্ত্তে সুন্দর শিরঃ ছেদিল তাঁহার।
সশিরস্ত্র মুণ্ড চলে গড়া'য়ে প্রাঙ্গণে ;
দীর্ঘ বর্ষা, দৃঢ়রূপে প্রোথিত নয়নে,
ধরিল ত্বরিত জেতা ; উর্দ্ধে উত্তোলিয়া,
রুধির-রঞ্জিত শির কহে ধিক্কারিয়া ;
দেখ সে ইলিওনুসে, রে ট্রোজানগণ !
অর্পগে পিতায় ত্বরা এ বার্ত্তা ভীষণ।
ফাটিবেক আর্ত্তনাদে চারু সৌধ তাঁর,
সেইরূপ ভীরু প্রোমাকসের আগার ;
জানাও দারুণ বার্ত্তা ত্বরা জননীরে,
প্রেমাকস্-পত্নী যাহা জানিবে অচিরে ;
ফিরিব স্বদেশে যবে রণ জয় করি,'
কাঁদিবে সে পুত্রহারা দিবা-বিভাবরী।

এত কহি' ক্রোধে বীর সে মুণ্ড ঘূরায় ;
কাঁপিয়া ট্রোজান-সেনা চৌদিকে পলায়।
আতঙ্কে নিরখে তারা বহিত্র-প্রাকার,
ক্ষিপ্তপ্রায়, জানি' শীঘ্র সংহার এবার।
হে যোভ্-তনয়াগণ ! সর্ব্বজ্ঞা তোমরা,
বিরাজিছ দিবে, ধরি' বীণা সপ্তস্বরা !
কহ কৃপা করি', কোপে বারিধি-পতির,
মরিল অগ্রেতে কোন্ ট্রয়ের প্রবীর ?
হে অমরীকুল ! কোন্ গ্রীক্ ভাগ্যধরে,
অর্পিবে অমর নাম, ভবিষ্য সমরে ?
প্রথমে এজাক্স বলী করেন সংহার,
হির্টিয়স্ বীরে, নেতা মিসীয় সেনার।
ফাল্সিস্, মার্মারে, নাশে নেষ্টর-নন্দন।
মরিস্, হিপোটিয়নে, বধে মেরিয়ন্।
প্রোথুন্, পিরিফেটিস্ মরে অতঃপরে,
ধনুর্বির্দ্যা-সুনিপুণ টিউসারের শরে।
প্রবীর মেনিলসের শর-বরষায়,
পুরোধা হিপারিনর্ পরাণ হারায়।
প্রগাঢ় তিমির-জাল বেড়িল প্রবীরে ;
কালপুরে বীর-আত্মা ছুটিল অচিরে।
অইলুস্-সুতের এবে চারি পাশে হায় !
পড়ে কত যোধ, কত আতঙ্কে পলায়।
কনিষ্ঠ এজাক্স বীর নিপুণতা ধরে,
অনুসৃতে পলায়িত অরাতি নিকরে।

চতুর্দ্দশ কাণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চদশ কাণ্ড।

পঞ্চম যুদ্ধ, পোতসমীপে ; এবং এজাক্সের শৌর্য্য।

বিষয়।

যোভদেব জাগ্রত হইয়া, ট্রোজানের পরাজয়, হেক্টরের মূর্চ্ছা ও নেপ্‌চুনের গ্রীকপক্ষাবলম্বন, অবলোকন করেন। তিনি জুনোর প্রবঞ্চনা অবগত হইয়া কুপিত হন ; এবং দেবী তাঁহাকে বিনতি দ্বারা শান্ত করেন। জুনো, তৎপরে আইরিস্ ও এপলোর নিকট প্রেরিতা হন। জুনোদেবী দেবসভায় প্রবেশ করিয়া দেবতাগণকে যোভের বিরুদ্ধাচরণ করিতে উৎসাহিত করেন। দেবী-বাক্যে মার্স্ ক্রোধান্ধ হইলে মিনার্ভা তাঁহাকে শান্ত করেন। আইরিস্ ও এপলো, যোভের আজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মত হন। আইরিস্‌দেবী, নেপচুনকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে অনুমতি করেন ; সিন্ধুপতি অনিচ্ছার সহিত সম্মত হন। এপলোদেব হেক্টরকে পূর্ব্ববল প্রদান করিয়া সমরে আনয়ন করেন, এবং যুদ্ধভাগ্য ফিরাইয়া দেন। তিনি গ্রীক প্রাকারের অধিকাংশ ভগ্ন করেন। ট্রোজানেরা বেগে প্রবেশ করিয়া পোত সমূহের প্রথম শ্রেণী দগ্ধ করিতে চেষ্টা করে ; কিন্তু জ্যেষ্ঠ এজাক্স, বহু সৈন্য বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করেন।

পলায় ট্রোজানদল পরিখা লঙ্ঘিয়া,
কত শত হত বীর রহিল পড়িয়া।
ধাবি' উৰ্দ্ধশ্বাসে সবে এবে উপনীত
রথশ্রেণী-পাশে, প্রাণভয়ে সশঙ্কিত।
এদিকে কুলিশী যোভ জাগ্রত হইয়া,
ইডার উন্নতশৃঙ্গে বসিলেন গিয়া।
করি' দৃষ্টিপাত দেব রণক্ষেত্র' পরে,
নিরখে পলায় ট্রয়, গ্রীক অনুসরে ;
বর্ষে অস্ত্র গ্রীক্, মরে ট্রোজান্-সংহতি ;
গর্জ্জিছে সমর-মাঝে ভীম সিন্ধুপতি।

দেখে দেব, ধরাসনে প্রবীর হেক্টরে,
(বেড়ি' বন্ধুগণ অশ্রু বরিষণ করে ;)
বসিছে রুধির রথী, ফেলে ঘন শ্বাস ;
ক্ষণেকে বিলুপ্ত জ্ঞান, ক্ষণে পরকাশ।
হেরি' হেন দৃশ্য রজ্ঞী ব্যথিতঅন্তরে
সম্বোধি' জুনোরে এবে কহে ক্রোধভরে ;
মম বিরোধিনী তুমি, অয়ি দুর্বিনীতে !
পাতকের সমর্থন বাঞ্ছা তব চিতে !
তোমারি কৌশলে আজি নির্জ্জিত হেক্টর,
পলাইছে ট্রয়চমূ ত্যজিয়া সমর।
হেন সাধ্য, কহ দুষ্টে ! আছে কি তোমার,
রোধিবারে অভিলাষ জগত-পাতার ?
ভুলেছ কি সেই দিন, অয়ি লজ্জাহীনে !
উন্নত আকাশ হ'তে বাঁধিয়া যে দিনে,
ঝুলাইনু তোমা, দীর্ঘ সুবর্ণ শৃঙ্খলে ?
কি করিল সুরকুল রুষিয়া সকলে ?
তব সহায়তাকারী দুষ্ট দেবগণে,
নিক্ষেপিনু অলিম্পস্ হ'তে সেই ক্ষণে।
করি হেন, সুরসম হার্কুলিস্ তরে,
পুত্র মম, প্রিয় অতি পৃথিবী ভিতরে।
বরিয়স্, যবে তব আজ্ঞা ধরি' শিরে,
খেদায় বীরের তরী কোয়ানের তীরে,
মৃত্যুমুখ হ'তে তায় করিয়া উদ্ধার,
পাঠাই আর্গসে, তার স্বদেশে আবার।
শুন বাক্য, মম দর্প করহ স্মরণ ;
না মার কুঠার নিজে, চরণে আপন ;

সর্ব্বজ্ঞ ঈশের কাছে তব এ কৌশল
অবশ্যই অয়ি মূঢ়ে ! হইবে বিফল !
এতেক কহিল বজ্রী। আতঙ্কে কাঁপিয়া,
কাতরে কহেন জুনো, চরণে ধরিয়া ;—
সেই শক্তি-নামে, প্রভো ! করিনু শপথ,
অবস্থিত যাহে পৃথ্বী, অনশ্বর-পথ,
তব নামে নদ ষ্টিক্স্ ! প্রবাহিত তুমি
অন্ধকার অধোলোকে, ভীম প্রেতভূমি ;
তব দিব্য প্রাণকান্ত ; করিনু এবার ;
দিব্য কৌমার্য্যের দৃঢ় পণেতে আমার।
দর্পী সিন্ধুপতি, নাথ ! মম আজ্ঞা ধরি,'
না ভাসান রক্তস্রোতে ট্রয়ের নগরী।
বারীশ, গ্রীকের দুখে কাতর হইয়া,
যুঝিছেন রণে, তব আজ্ঞা না মানিয়া।
হে কান্ত ! সদুপদেশ দিয়াছি তাঁহায় ;
কহিয়াছি কত বার মানিতে তোমায়।
মম পক্ষে তুমি, অয়ি ত্রিদশ-ঈশ্বরি ?
(কহিলেন বিশ্বপিতা মৃদুহাস্য করি,')
অবশ্যই সিন্ধুপতি বিরত হইবে ;
লঙ্ঘিতে আদেশ মম কদাচ নারিবে !
কহিতেছ যদি দেবি যথার্থ বচন,
মম ইচ্ছা দেবমাঝে করগে ঘোষণ।
জানাও আদেশ মম আইরিস্ দেবীরে ;
আহ্বান ত্বরিত প্রিয়ে ! রৌপ্য-ধানকীরে ॥
ত্বরা সে অমরী যেন নামি' ক্ষেত্র'পরে,
আদেশে বারিধিঈশে পশিতে সাগরে।

যাইয়া এখনি যেন ফিবস্ অমর,
শায়িত যথায় সুরপ্রতিম হেক্টর,
পূর্ব্ব পরাক্রম বীর্য্য অর্পিয়া তাহায়,
জ্বালেন আবার ভীম সংগ্রাম ত্বরায়।
প্রাণভয়ে লক্ষ গ্রীক পলা'তে পলা'তে
একিলিস্ পানে, হত হ'বে বীরহাতে।
দয়াদ্র হইয়া শূর করিবে প্রেরণ,
বন্ধুবর পেট্রোক্লসে রণে অকারণ।
যুবাজন কত মহাবীরে বিনাশিবে।
সার্পিডন্, সুত মম, জীবন ত্যজিবে!
মারিবে সে যুবাযোধ হেক্টরের করে;
ভীম একিলিস পরে আসিবে সমরে;
হেক্টর তখনি যা'বে শমন-নগরে।
বরিবে বিজয়-লক্ষ্মী গ্রীক-বীরদলে;
পালাস্ বিশাল ট্রয় দহিবে অনলে।
যাবৎ না আসে দেবি! সে দিন ভীষণ,
নারিবে ত্রিদিববাসী অনশ্বরগণ,
সাহায্যিতে গ্রীকদলে। দৃঢ় অঙ্গীকার
করিয়াছি পূর্ব্বে, শির লঙ্গালি' আমার,
বীর একিলিস্-যশঃ আকাশেতুলিতে।
ভাগ্যদেবী বাক্য মম পালিবে নিশ্চিতে!

চমকি' ত্রিদশেশ্বরী (যোভের আজ্ঞায়,)
পরিহরি' ইডাশৃঙ্গ, স্বর্গপানে ধায়।
পৃথিবী-ভ্রমণকারী পথিক যেমন,
বিবিধ সুদূর রাজ্য করি' পর্য্যটন,

নানা স্থানে নিজ মনঃ মুহূর্ত্তে পাঠায় ;
দূর উপত্যকা গিরি ভাবে সমুদায় ;
স্বরগে ঈশ্বরী জুনো চলিল তেমতি,
দেববেগ সহ যদি তুলে চিন্তা-গতি।
দেবসভা মাঝে সমাসীন সুরগণ ;
হেরিয়া সহসা ঈশ্বরীর আগমন,
প্রণমিল সবে। ত্বরা যতেক অমর
পূরে পানপাত্র ; সুধা আমোদে অম্বর।
অর্পি' হেমপাত্র করে থিমিস্-অমরী
জিজ্ঞাসিল, বিষাদিতা কেন সুরেশ্বরি !
সুলোচনা যোভরামা করিল উত্তর ;—
জান দেবি ! তুমি, দর্পী ত্রিদশ-ঈশ্বর
করিবে অবশ্য নিজ বাসনা পূরণ ;
কিছুতেই না টলিবে সে উদ্ধত মন।
যাও দেবি ! কর গিয়া স্বর্গের উৎসব,
অর্প দেবগণ-করে অমৃত-আসব ;
যোভ্ কিন্তু বজ্রাঘাতে কাঁপাবে' আকাশ,
অচিরে ঘটিবে দেবি ! হেন সর্ব্বনাশ,
বিস্ময়ে মানবকুল স্তম্ভিত হইবে,
দেবতার এ উৎসব তখনি ভাঙ্গিবে !
এত কহি' বসে দেবী মৃয়মাণা হ'য়ে।
পশিল বিষম শঙ্কা ত্রিদশ-হৃদয়ে।
সমগ্র অমরগণে বিষাদিত জানি,'
পুলকে মৃদুল হাস্য করে দিবরাণী ;
কুঞ্চিত ললাটদেশে, তাঁর সে সময়,
মরমভেদিনী চিন্তা আবির্ভূতা হয়।

কহিলেন ঈশী ;—শুন হে সুরসমাজ !
দর্পী যোভ্‌সহ বাদ ক্ষিপ্ততার কাজ।
সকলের প্রভু তিনি ; মাতি' অহঙ্কারে,
হেরিছেন, কোন্ দেব না মানে তাঁহারে ;
দর্পভরে বিশ্ব সদা করেন শাসন ;
অর্পিছেন দণ্ড তা'য়, অবাধ্য যে জন।
বাধ্য হও সুরগণ ! পাল ইচ্ছা তাঁর ;
হও নত মার্স্‌ তুমি ! প্রথমে সবার।
নিহত এস্কেলাফস্‌, দেখগে সত্বর,
না করিও খেদ, পাছে রুষেন ঈশ্বর।
রণজয়ী অতিরথ নন্দনে তোমার,
হা ধিক্‌ ! হে রণেশ্বর ! হারা'লে এবার।
পরাক্রমী মার্স্‌, শুনি' সুতের নিপাত,
উত্তরিল রোষে বক্ষে করি' করাঘাত ;—
তবে হে অমরগণ ! এরূপে মানিব ;
ক্ষমা কর মোরে, যুক্ত প্রতিশোধ দিব।
নিবারিত রণস্থলে এখনি নামিয়া,
অরি-রক্তে সুশীতল করিব এ হিয়া ;
বজ্রপাণি হানি' বজ্র (কদাচ না ডরি,)
করুন শায়িত মোরে শবরাশি'পরি।
এত কহি' রুষ্ট দেব, ভয় পলায়ণে,
দিল আজ্ঞা অনুস্থতে সমীর-গমনে ;
ধাবিলেন ধরি' অস্ত্র রণে অতঃপর ;
দীপ্ত বর্ম্মে আলোকিত হইল অম্বর।
সর্ব্বদর্শী যোভ্ এবে বিদ্রোহ জানিয়া,
ক্রোধানলে অর্দ্ধাকাশ দিলেন জ্বালিয়া।

জ্ঞানদা পালাস্ দেবী উঠিয়া ত্বরিতে,
চলিলেন দ্রুত রণেশ্বরে শান্ত্বনিতে।
জ্ঞানেশ্বরী, দেবতার বিপদে কাঁপিয়া,
মার্সের বরষা ঢাল নিলেন কাড়িয়া।
বৃহৎ শিরস্ত্র তাঁর তুলি' অতঃপরে
শির হ'তে, কহে দেবী কুপিত অমরে ;—
কি রোষ রণেশ! তব হৃদয়ে উদয়?
যোভ্‌সহ বাদ? মূঢ়, মরিবে নিশ্চয়!
রোধে কুলিশীর আজ্ঞা হেন সাধ্য কার?
নহে কি সে জুনো দেবী বশীভূতা তাঁর?
কহ দর্পী দেব! তব বাসনা কি চিতে,
আপন পাতকে, সর্ব্ব সুরে মজাইতে?
ট্রয়-গ্রীস্‌যুদ্ধ যোভ্, এখনি ত্যজিয়া,
আকাশে বিকট রণ, দিবে ঘটাইয়া ;
দোষী নিরদোষী পা'বে সম ভীম ফল ;
রম্য অলিম্পীয় রাজ্য যা'বে রসাতল।
তব নন্দনের নহে অন্যায় মরণ ;
হত কত বীর, কত মরিবে এখন।
সে জন রণেশ! কেন মরিবে সংগ্রামে,
বীরত্ববিমুখ যেই, কাঁপে যুদ্ধ-নামে?
ভীম দেবযোধ, হেন ভয়-প্রদর্শনে,
ফিরিয়া নীরবে পুনঃ বসেন আসনে।
এবে জুনো, (যোভ্‌বাক্যে) অহ্বানে সত্বরে,
অমরী আইরিসে, আর দেব দিবাকরে।
যাও যোভ্-পাশে দোঁহে (কহেন ঈশ্বরী)
সুরম্য নির্ঝরপূর্ণ, ইডা-শৃঙ্গ'পরি।

করিবেন বিশ্বপাতা আদেশ যেমন,
অচিরে উভয়ে তাহা করিও পালন।
শশব্যস্তে সেইক্ষণে, (আদেশে দেবীর)
উড়িল আকাশ-পথে আইরিস্, মিহির।
মুহূর্ত্তে উতরে দোঁহে ইডাগিরি'পরে,
(সুশোভিত শত রম্য নির্ঝর নিকরে)।
আসীন কুলিশী তথা, ইঙ্গিতে যাঁহার,
হয় প্রকম্পিত ভয়ে নিখিল সংসার।
হেম ঘনমাঝে দোঁহে হেরিল ঈশ্বরে,
সমীর সুগন্ধ ল'য়ে তাঁয় সেবা করে।
নিরখিয়া উভে, পরিতুষ্ট পশুপতি
অর্পিলেন সাধুবাদ দিবেশ্বরী প্রতি;
অতঃপর মৃদু স্বরে, (ঈষৎ হাসিয়া)
চিত্রিতা সুরবালায় কহে সম্বোধিয়া;—
আইরিস্! আদেশ মম, উতার' সত্বরে,
জানাও অদূরদর্শী ক্ষিপ্ত জলেশ্বরে।
কহ তাঁয়, ত্যজি' রণ পশিতে অব্যাজে,
নিজ নিন্ধুনীরে, কিংবা দিবরাজ্য মাঝে।
করে যদি অস্বীকার, কহিও তাহায়,
জ্যেষ্ঠ আমি তার, বিশ্ব পূজয়ে আমায়।
কেমনে নিস্তার পা'বে, ব'লো সে দুর্ব্বলে,
সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বরের কোপানলে?
কা'র বলে সে পামর হ'ল বলবান্?
কেবা পরাক্রমী বিশ্বে ঈশ্বর সমান?
এতেক কহিল বজ্রী। ত্বরিত অমরী
চলে ইলিয়মে, তুঙ্গ ইডা পরিহরি'।

যথা ঘন হ'তে বেগে করকা উতরে।
ভীম বরিয়স্ যবে বহে দর্পভরে;
মেঘ হ'তে অবতরি' আইরিস্ তেমতি,
কহিলেন নীলতনু জলেশ্বর প্রতি;—
ঈশ-আজ্ঞা, সিন্ধুপতে! কর অবধান।
প্রেরিলেন বজ্রী মোরে তব সন্নিধান।
ত্বরিত এ নিবারিত সমর ত্যজিয়া,
দিবমাঝে, কিংবা নিজ রাজ্যে পশ গিয়া।
পাল আজ্ঞা, নাহি কর অবজ্ঞা ইহায়,
জ্যেষ্ঠ তিনি তব, বিশ্ব পূজয়ে তাঁহায়।
কেমনে বারিধিনাথ পাইবে নিস্তার,
হয় যদি কোপানল প্রদীপ্ত তাঁহার?
কার্ বলে দেব! হইয়াছ বলবান্?
কেবা পরাক্রমী বিশ্বে ঈশ্বর সমান?
ভেবেছে কি সেই স্বর্গপতি অহঙ্কারী?
(কহে ক্রোধে সিন্ধুনাথ ভীম শূলধারী।)
শাস্থন যদৃচ্ছাক্রমে নিজ অধিকার,
কদাচই নহি আমি অধীনস্থ তাঁর।
সেটারন্ উৎপাদিল তিনটী অমরে,
হ্রিয়া-নামে, পৃথিবীর অমরী-জঠরে।
তিন জনে তিন রাজ্য করি অধিকার;
লভিলেন প্লুটোদেব নরক আঁধার।
করি আমি রাজ্য নীল বারিধি ভিতরে;
শাসি সদা কুলধ্বংসী তরঙ্গ নিকরে।
পৃথিবী ও অলিম্পস্ সাধারণে পায়;
কহ দেবি! দিবেশের কি স্বত্ব হেথায়?

স্বরাজ্য শাসিতে কহ গিয়া তাঁর পাশ,
কহ, ভীত দেবগণে দেখা'তে তরাস।
শাসুন সে দর্পী নিজ সন্ততি-নিকরে,
অধীনস্থ যারা, সদা কাঁপে তাঁর ডরে।
তবে কি, (কহিল দেবী) ওহে জলেশ্বর!
নিবেদিব ঈশে হেন ভীষণ উত্তর?
হও প্রকিতিস্থ, ক্রোধ সংবর এখন;
নাহি করে অনুতাপ বুদ্ধিমান জন।
অধোবাসী দেবকুল, দণ্ড দান করে,
অবমানে যারা জ্যেষ্ঠে, অথবা ঈশ্বরে।
যুক্ত তব বাক্য দেবি! (কহে সিন্ধুপতি)
বিবেকী যে জন, তার না' আছে দুর্গতি।
ত্রিদশের পতি পূজ্য যোভের আজ্ঞায়,
ত্যজি' রণ, নিজ স্থানে চলিনু ত্বরায়;
কিন্তু মম হেন ক্রোধ নহে অকারণ,
সম জন্ম, সম মান সম্ভ্রম যখন।
পালাস্, হার্মিস্ আর দিবেশ্বরী কাছে,
করি' অঙ্গীকার পূর্ব্বে, বিস্মরিয়া পাছে,
যদ্যপি রক্ষেন যোভ্ দুষ্ট ইলিয়নে,
শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাক্য ঠেলিয়া চরণে;
বলো দেবি! তাঁয়, যদি গ্রীক্ ভুজবলে,
ট্রয়ের প্রাকার দৃঢ় না পড়ে ভূতলে,
করুক সহস্র নিন্দা অপর অমর,
কিছুতেই না হইবে শান্ত জলেশ্বর।
বারীশ, এতেক কহি', ত্যজিয়া সমর,
প্রবেশিল দ্রুতপদে বারিধি-ভিতর।

তুঙ্গ গিরি হ'তে বজ্রী নয়নে হেরিয়া,
অংশুমালী দিবাকরে কহে সম্বোধিয়া ;—
দেখ রবে ! সে অমর, পরাক্রমে যাঁর,
উথলে জলধি, ধরা কাঁপে অনিবার,
মম ক্রোধাগমে, ঘোর প্রমাদ গণিয়া,
পশিল আতঙ্কে কাঁপি' নিজ রাজ্যে গিয়া !
নতুবা প্রতাপ মম, স্বর্গ কাঁপাইয়া,
নিঃশেষে বারিধি তার ফেলিত শুষিয়া।
সেটারন্ সহ বসে যতেক অমর,
শুনিত শ্রবণে মম অশনি প্রখর !
মম আজ্ঞা সিন্ধুনাথ যদি না পালিত,
আশ্চর্য্য অভাবনীয় সমর ঘটিত।
যাও পুত্র ! সশঙ্কিত কর গ্রীক্‌গণে,
ভীষণ ইজিস্ মম কাঁপায়ে সঘনে।
দিনু তব' পরে আজি হেক্টরের ভার,
অর্পি' তেজঃ ! কর দেহ দৃঢ়ীভূত তার।
যুঝ রণে, যাবৎ না একীয় পলায়,
বিশাল হেলেস্‌পণ্টে, ভয়ে পুনরায়।
জয়ী হ'বে গ্রীক্ পুনঃ। বজ্রী নীরবিল।
সম্ভ্রমে নন্দন তাঁর এ আজ্ঞা মানিল।
অর্দ্ধেক এ হেন বেগ শ্যেন নাহি ধরে,
কপোতে আকাশ-পথে যবে অনুসরে,
ইডাশৃঙ্গ হ'তে দেব ফিবস্ তেমতি,
অবতরে ভূমি'পরে অতি দ্রুতগতি।
আসীন হেক্টরে দেব দেখে নদীতীরে,
লভিছে চৈতন্য পুনঃ শীতল সমীরে।

ধমনীতে রক্ত তাঁর পুনঃ তেজে বয় ;
বন্ধুগণে নিরখিতে পারে আঁখিদ্বয়।
যোভের কৃপায় ব্যথা ত্যজে কলেবর।
হেক্টরে সম্বোধি' এবে কহেন ভাস্কর ;
কেন হে হেক্টর! দূরে কর অবস্থিতি,
ত্যজি' রণস্থল ? তব হ'ল কি দুর্গতি ?
ক্লান্ত বীর, হেরি' জ্যোতিঃ চকিত অন্তরে,
অর্দ্ধ উন্মিলিয়া আঁখি কহিল কাতরে ;
কে তুমি অমর ! হায় ! হ'য়ে কৃপান্বিত,
কালনিদ্রা হ'তে মোরে কর জাগরিত ?
নহ কি বিদিত দেব! যবে রণস্থলে,
সঞ্চালি' কৃপাণ, নাশি শূর গ্রীক্‌দলে,
প্রবীর এজাক্স্ করি' পাষাণ-প্রহার,
প্রেরেছিল প্রায় মোরে শমন-দুয়ার ?
এখনও প্রেতগণে করি বিলোকন ;
এখনো নেহারি সেই নিরয় ভীষণ !
কহিল এপলো ; শঙ্কা কর পরিহার ;
লভ পূর্ব্ব বল ; বজ্রী স্বপক্ষ তোমার।
আগত ফিবস্ হের, হে বীর-কেশরী !
সাহায্যিতে তোমা, সদা তুষ্ট তব' পরি।
নিজ ভীম সেনাদলে কর উত্তেজিত ;
অশ্বগণে পোত পানে চালাও ত্বরিত।
যা'ব রথ-অগ্রে, পথ করি' পরিস্কার;
খেদাইব গ্রীক্‌গণে জলধি মাঝার।
হেক্টরে এতেক কহি' যোভের নন্দন,
অঙ্গে তাঁর দেব-তেজঃ করেন অর্পণ।

মুক্ত রণঅশ্ব যথা মন্দুরা ত্যজিয়া,
করি' ভীম হ্রেসারব ঘন উলম্ফিয়া;
নামে বেগে স্রোত-মাঝে বিলোড়িয়া জল,
অবগাহি' তপ্ত অঙ্গ করিতে শীতল :
হ'য়ে ঊৰ্দ্ধমুখ, শিরঃ সঘনে কাঁপায়।
গ্রীবাস্থ কেশররাজি লহরী খেলায়।
অদূরে অশ্বীর গন্ধে উন্মত্ত হইয়া,
ধায় রণে পুনঃ অশ্ব ঘন গরজিয়া ;
দেব তেজে দীপ্যমান হেক্টর তেমতি
ধাবিল ; পশ্চাতে ছুটে ট্রোজান-সংহতি।
যথা, সারমেয় সহ যবে নরচয়,
মৃগ বা ছাগ-শিকারে বহির্গত হয় ;
রহে পশু (কাল পূর্ণ নহে তা' সবার)
উন্নত পৰ্ব্বতস্থিত কানন-মাঝার ;
সহসা বাহিরে যদি বিকট কেশরী,
পলায় শিকারি-চয় কাঁপি' থরহরি ;
সেইরূপ গ্রীক্‌দল বিজয়দর্পিত,
অরি-রক্তে রণস্থল করিয়া প্লাবিত,
অকস্মাৎ ট্রয়-সূর্য্যে নয়নে হেরিয়া,
আতঙ্কে চৌদিকে ছুটে বীৰ্য্য বিস্মরিয়া।
নির্ভীক থোয়াস্, ইটোলীয় সেনাপতি,
হেরি' অরি-বীরদর্প বিষাদিত অতি ;
দূরে নিক্ষেপিতে বর্ষা নিপুণতা তাঁর ;
সম্মুখ সংগ্রামে লভে আনন্দ অপার ;
সতত পূজিত তিনি রাজার সভায়।
মুগ্ধ সৰ্ব্বজন তাঁর মধুর ভাষায়।

কি দেখি! (কহিল বীর) একি অলক্ষণ!
আসিল হেক্টর ত্যজি' কাল-নিকেতন!
এজাক্সের করে হত হেরেছি উহায়।
কোন্ দেব বীরে পুনঃ আনিল হেথায়?
হত অর্দ্ধ গ্রীক্. তবু নহে তৃপ্তি তাঁর,
ধ্বংসিতে কি প্রেরে নব বিপদ আবার?
আসিল হেক্টর্, যোভ্! তোমার ইচ্ছায়;
অর্পিছ বিজয় পুনঃ বাঁচা'য়ে তাহায়।
হে গ্রীক্ সমরিগণ! মম বাক্য ধর;
মিলি' সবে প্রাণপণে তরী রক্ষা কর;
অতি অল্প বীর, যারা মৃত্যু না ডরায়,
বিপক্ষের আক্রমণ রোধুক হেথায়।
কর যুদ্ধ এই ভাবে; অরাতি নিকর
পলা'বে তরাসে; নিজে কাঁপিবে হেক্টর!
বীরের বচন ধরি' যত গ্রীকগণ,
ত্বরিত অদ্ভুত ব্যূহ করিল রচন।
প্রত্যেক এজাক্স্, টিউসার, মেরিয়ন্,
ভীম ক্রিট্‌বাহিনীর সেনানী ভীষণ,
মেজিস্ রণেশ সম, অগ্রভাগে ধায়;
হুঙ্কারি' বিকট, মুহুঃ উৎসাহে সেনায়!
পশ্চাতে সমুদ্র তীরে অসংখ্য সমরী
দাঁড়াইল স্থিরভাবে রক্ষিবারে তরী!
আসে বেগে ট্রয়চমূ অমিত বিক্রম,
সম্মুখে হেক্টর শোভে উচ স্তম্ভসম।
ফিবস্ দেখান পথ নিজে তাসবায়,
ঘন ঘন-আবরণে ঢাকি' দীপ্তকায়।

যোভের প্রকাণ্ড ঢাল দীপে তাঁর করে,
বিস্তারি' অসংখ্য ছটা অঙ্গন-অম্বরে।
দেবশিল্পী অর্পিল এ রম্য উপহার
যোভদেবে, নরকুল করিতে সংহার।
রোষে আক্রমণ গ্রীক ; ভীম সিংহনাদে
ফাটে নভোস্থল, সিন্ধু উথলে বিষাদে।
বীর-করচ্যুত ভল্ল গর্জ্জে ভয়ঙ্কর ;
ঝঙ্কারে শিঞ্জিনী, ছুটে জ্যোতির্ম্ময় শর।
কোন অস্ত্র বীররক্তে তৃষ্ণা শান্তি করে,
কোনটা বা ব্যর্থ হ'য়ে পড়ে ভূমি' পরে।
ফিবসের ভীম ঢাল যাবৎ না কাঁপে,
সমভাবে উভদল যুঝে বীরদাপে ;
কিন্তু যবে দিবাকর উত্তোলিয়া তায়,
ভীম হুহুঙ্কারনাদে গগন ফাটায়,
পশিল বিষম ভয় গ্রীকের অন্তরে ;
অবশ হইল অঙ্গ, কাঁপে থরথরে।
অরক্ষিত বৃষদল আতঙ্কে তেমতি,
ছুটে বেগে, অন্ধকারে অবরুদ্ধ-গতি,
ত্যজি' গিরিদরী যবে কেশরী যুগল,
আক্রমে তা' সবে কাঁপাইয়া বনস্থল।
ছড়ান চৌদিকে শঙ্কা দেব দিবাকর ;
পশ্চাতে স্বদলসহ গর্জ্জিছে হেক্টর।
পড়িল অসংখ্য ; অস্ত্র বরিষে কুমার;
মরিল আর্সিসিলাস্, ষ্টিকিয়স্ আর ;
বিয়োসীয় নিকরের প্রিয় একজন,
অন্য মেনিস্থুস্-সখা, সমরে ভীষণ।

বধে দুই বীরে ইনিয়স্ গুণধাম ;
এথেনীয় নেতা এক ইয়েসস্ নাম ;
অপর, অইলুস্ সুত মেডন দুর্ব্বার,
বীরেন্দ্র এজাক্স্ রথী ভ্রাতা হ'ন তাঁর,
সুজন্মা নহে এ বীর ; তাড়িত হইয়া
নিজ দেশ হ'তে, বসে ফিলোসিতে গিয়া।
বিদ্ধ সদা বীর বাক্য-বাণে বনিতার,
ট্রয়ের সমরে শান্তি করে যন্ত্র'ণার।
নাশে মিসিষ্টিসে, পলিডেমাসের শর ;
ক্লোনিয়সে বিনাশিল বীর এজিনর।
পারিস্, সে ডিয়োকসে করিল সংহার,
পলা'বে যেমতি, বিদ্ধি'পৃষ্ঠ দেশ তাঁর।
ত্যজে প্রাণ ইকিয়স্, পলিটির করে।
উল্লাসে বিজেতাগণ অরি-অস্ত্র হরে।
অরাতির প্রহরণে লক্ষ গ্রীক মরে ;
কেহ বা লুকায় ভয়ে পরিখা-ভিতরে।
বিত্রাসিত গ্রীক্‌সেনা করে পলায়ন ;
নাচিছে বিকট কাল ব্যাদানি' বদন।
বীরেন্দ্র হেক্টর রথী পোতপানে ধায়,
উচ্চ রবে মুহুর্মুহুঃ নিবারি' সেনায়,
হরিতে হতের সাজ ; পলা'বে যে জন,
মম করে সেই ভীরু হারা'বে জীবন।
আক্ষেপিতে তার তরে কেহ না থাকিবে ;
আত্মীয়-নিকর চিতা জ্বালিতে নারিবে।
লাভ-আশে এবে অপেক্ষিবে যেইজন,
ছিঁড়িবে শরীর তার মাংসভোজিগণ।

এত কহে শূর ; কশা বাজে শন শনে;
ধায় অশ্ব ; ছুটে রথ ঘর্ঘর নিস্বনে।
চলে চমূ ; সিংহনাদে বিদরে অম্বর ।
বাজে অশ্বপদ-ধ্বনি ; গরজে সাগর ।
প্রতাপী এপলোদেব খাত-পার্শ্বে গিয়া,
মুহূর্ত্তে বিশাল তট দিলেন ঠেলিয়া ;
স্খলিত মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া সে খাত
বিস্তৃত সুগম পথ হ'ল অকস্মাৎ !
পরিখা-উপর দিয়া (অগম্য পূরবে,)
রথী, অশ্ব, পদাতিক পার হয় সবে।
চলে ট্রয়-চমূচয় বিস্মিত হৃদয়ে,
অগ্রে অগ্রে দিবাকর দীপ্ত ঢাল ল'য়ে ।
অনন্তর দিনমণি প্রাকার কাঁপায় ;
দেব-বলে গ্রীক-কীর্ত্তি পড়িল ধরায়।
যবে শিশু সুকুমার নিবিষ্ট খেলায়,
বসি' সিন্ধুতীরে হর্ম্ম্য আঁকে বালুকায়,
হ'য়ে তুষ্ট, নব খেলা খেলিবার আশে,
পূরব অঙ্কিত যথা মুছে অনায়াশে ;
মুহূর্ত্তে তেমতি দেবকর-পরশনে,
বিলুপ্ত সে কীর্ত্তি, যাহা রচে লক্ষ জনে।
স্তম্ভিত গ্রিসীয় দল, নিশ্চল নয়নে,
আতঙ্কে স্মরণ করে ইষ্টদেবগণে ;
উচ্চ রবে পরস্পরে প্রদানে আশ্বাস,
কাতরে সাহায্য মাগে অমরের পাশ ।
স্বদেশীর দুখে দুখী স্থবির নেষ্টর্,
কাঁদিয়া ঈশ্বরে কহে, যুড়ি' দুই কর ;—

হে যোভ্! যদ্যপি কোন গ্রীকের সন্তান
করে থাকে তবোদ্দেশে পশু-বলিদান ;
যদ্যপি স্বদেশে পুনঃ গমন-আশায়,
প্রথম মেষশাবক দিয়াছি তোমায় ;
ট্রর-ধ্বংসে করে থাকে যদি অঙ্গীকার,
কৃপা করি কৃপাময় ! পূরাও এবার !
বিপন্ন গ্রীসীয়ে আজি, ওহে গুণধাম !
কর রক্ষা এ বিপদে, রাখ গ্রীক্‌নাম।
এত কহে বিজ্ঞ। ঈশ দিলেন সম্মতি ;
আকাশে গর্জ্জিল বজ্র, কাঁপে বসুমতী।
জয়োদ্ধত ট্রয়-সেনা, না বুঝিয়া তায়।
ভাবিয়া শিবসূচক, নব বল পায়।
যথা সিন্ধু'পরে ঝড় হ'লে বহমান,
পীবর তরঙ্গ চয় পর্ব্বত-প্রমাণ,
উঠি' ভীম নাদে বেগে বহিত্র বেষ্টিয়া,
জলে পূর্ণ করি' তায় দেয় ডুবাইয়া ;
তেমতি ট্রোজান-দল, ভীম হুহুঙ্কারে,
গর্জ্জি মুহূর্মুহূঃ উঠে উন্নত প্রাকারে।
বিবিধ বাহিনী এবে করে আরোহণ ;
চৌদিকে বহিল বেগে অস্ত্র-প্রভঞ্জন।
পদাতিক, অশ্ব রথ, পোত-শ্রেণী' পরে,
কেহ ভল্ল, কেহ বর্ষা হানে ক্রোধভরে।
এইরূপে জ্বলে ঘোর সমর-অ,
বীরদর্পে প্রাণপণে যুঝে উভ'দল ;
এখনও পেট্রোক্লস্, শিবির ভিতরে,
সেবিছে উরিপিলসে আহত সমরে।

উচ্চ তরী হ'তে যোধ ভূতলে পড়িয়া,
সিকতায় স্পন্দহীন রহিল শুইয়া।
এজাক্স, এ দৃশ্য হেরি' ব্যথিত অন্তরে,
শোকউচ্ছলিত চক্ষে কহে সহোদরে ;
নিপতিত ধূলি'পরে দেখ টিউসার !
অতি প্রেমাস্পদ প্রিয় সখা মোসবার।
অকৃত্রিম স্নেহবশে, যুঝিতে সমরে,
আসিল বিদেশে বীর আমাদের তরে।
দুর্ম্মতি হেক্টর করে হেন সর্ব্বনাশ ;
লহ প্রতিশোধ, দর্প করহ প্রকাশ।
কোথা তব শরচয় শমন-সোসর ?
কোথা ধনুর্ব্বেদ, যাহা দিল দিবাকর ?
ভ্রাতৃবাক্যে টিউসার অধৈর্য্য হইয়া,
অগ্রসরে ধীরে ভীম ধনুঃ নোঙাইয়া।
পূরিত তূণীর শোভে স্কন্ধদেশে তাঁর ;
ছুটে শর, ধনুর্গুণ করিল ঝঙ্কার।
প্রসিদ্ধ ক্লিটস্, পিসেনরের নন্দন,
(বিজ্ঞ পলিডেমাসের আনন্দবর্দ্ধন,)
তুমুল সংগ্রাম মাঝে চালান গর্জ্জিয়া
দ্রুত অশ্বগণে, মুখরশ্মি কাঁপাইয়া।
ধায় বীর যশোআশে প্রফুল্ল অন্তরে,
না জানে করাল কাল বেগে অনুসরে।
স্থূল গ্রীবা মাঝে তাঁর পশিল সে শর,
অকালে হারায় প্রাণ যুবক প্রবর।
তেজস্বী তুরঙ্গগণ, শূন্য রথ নিয়া,
মহাবেগে রণাঙ্গণে বেড়ায় ঘূরিয়া।

বিষণ্ণ পালিডেমাস্, ধরি' তা' সবায়,
এণ্টিনাউসের করে অর্পিল ত্বরায় ;
প্রতিহিংসা তরে বেগে ধায় অনন্তর ;
ক্রোধে অনুপম বীর্য্য ধরে কলেবর।
পুনর্ব্বার টিউসার ধানকি-কেশরী
ত্যজে শর, হেক্টরের বক্ষঃ লক্ষ্য করি'।
যদ্যপি এ ভীম শস্ত্র চলিত সমান,
ট্রয়ের গৌরব-রবি হারাইত প্রাণ ;
কিন্তু বীর হেক্টরের নহে পূর্ণ কাল !
নরের অদৃষ্টদাতা দেব বিশ্বপাল
(ত্রিদিবেশ যোভ্) নিবারিল মৃত্যু তাঁর ;
নহে এ যশের পাত্র ধন্বী টিউসার।
যেমনি সবলে ধন্বী শিঞ্জিনী টানিল,
অলক্ষিত করাঘাতে দ্বিখণ্ড হইল।
খসিয়া পড়িল ধনুঃ ; শর ভয়ঙ্কর,
অদূষিত রক্তে, পশে বালুকা-ভিতর।
এজাক্সে ডাকিয়া ধন্বী কহিল বিস্ময়ে ;
রক্ষিছে অমর কোন্ বিপক্ষ নিচয়ে।
প্রতিকূল দেব আজি হেক্টরে বাঁচা'তে,
মম ভীম চাপে, অলক্ষিত করাঘাতে,
দ্বিখণ্ড করিল দৃঢ় শিঞ্জিনী তাহার,
নিক্ষেপিতে বহুশর সামর্থ্য যাহার !
প্রতিকূল দেব যদি, (করিল উত্তর
এজাক্স প্রবীর) ভ্রাতঃ ! ত্যজ ধনুঃশর।
লহ বর্ষা ; আছে তব বরম ভয়াল ;
তূণ-পরিবর্ত্তে এবে ধর ভীম ঢাল।

সম্মুখ সমরে কর যশের সঞ্চয়,
বুঝিবে দৃষ্টান্তে তব গ্রীক্ যোধচয়।
দহিতে বহিত্র ধায় বিপক্ষের দল ;
হেন কার্য্যে তা'সবার চাই বাহুবল,
রক্তপাত, পরিশ্রম। ভীম বরষায়,
হ'বে ছিন্ন ভিন্ন তারা ; সাজহ ত্বরায়।
ত্যজি' ধনুঃ টিউসার, ভ্রাতার আদেশে,
চতুর্দ্ধা বিশাল ঢাল বাঁধে স্কন্ধদেশে।
পরিলেন শিরে বীর ভীম শিরস্ত্রাণ,
সুসজ্জিত অশ্ব-পুচ্ছে, অতি শোভমান।
লয়ে করে শূর এক নারাচ ভীষণে,
মণ্ডিত পিত্তলে, মিলে সহোদর সনে।
উল্লাসে হেক্টর এবে কহিল বচন ;
শুন ট্র‌য়-সেনা, শুন সহকারিগণ!
স্মরিয়া পূরব যশঃ, করহ এবার,
দহি' শত্রু-পোত-শ্রেণী, গৌরব বিস্তার।
অনুকূল বজ্রী, আমি দেখিনু নয়নে,
নিক্ষেপেন শত্রুধনুঃ কর সঞ্চালনে।
করুণা-নিদান যোভ্! সুভগ মানব
দেখি' দৈব চিহ্ন বুঝে প্রসন্নতা তব।
ক্ষণেকের মধ্যে, কত শীঘ্র সে সময়,
হয় নষ্ট দুষ্ট রাজ্য, মরে বীরচয়!
অচিরে গ্রীসের দশা ঘটিবে তেমতি,
হের যোধগণ! এবে প্রকাশ শকতি।
জন্মেছি যখন ভবে, মরিব নিশ্চয় ;
স্বদেশ-উদ্ধারে মৃত্যু অতি সুখময়।

অসমসাহসী বীর মরে বটে রণে,
করে কিন্তু নিরাপদ স্বদেশীয়গণে ;
হয় সুবিশাল রাজ্য ঋণে বদ্ধ তাঁর ;
অর্পে জনগণ তাঁয় গৌরব অপার ;
বিধবা বনিতা তাঁর লভে বহুমান ;
ভুঞ্জে যত বংশাবলী ভূপতির দান।
জ্বলিল এ বাক্যে বহ্নি ট্রোজানের মনে ;
চীৎকারি' এজাক্সে এবে কহে গ্রীকগণে ;—
কত কাল, হে আর্গিভ্-সমরী সকল !
(বীরপ্রসূ আর্গসের কলঙ্ক কেবল !)
কত কাল র'বে এই ঘৃণিত প্রদেশে,
না জানিয়া কি অবস্থা ঘটিবেক শেষে ?
কি রূপে পাইবে রক্ষা, কি হ'বে উপায়,
যদি পোতশ্রেণী শত্রু অনলে পোড়ায় ?
দেখ অগ্নি ল'য়ে অরি অগ্রসর হয় ;
আহ্বানে হেক্টর্ ; আজ্ঞা পালে চমূচয় !
দেখিতে মধুর নৃত্য নহে ও আহ্বান ;
কহিছে কালের করে অর্পিতে পরাণ !
না আছে সময় আর মন্ত্রণার তরে :
নির্ভর করিছে ভাগ্য নিজ নিজ করে।
এ ভাবে থাকার চেয়ে, সশঙ্কিত হ'য়ে,
(সঙ্কীর্ণ, সিকতাপূর্ণ সিন্ধুতীর ল'য়ে !)
প্রাণপণে এক দিন করি' ঘোর রণ,
শ্রেয়ঃ শতগুণে সর্ব্ব গ্রীকের নিধন।
যোধগণ-হৃদে, সেনাপতির বচনে,
বিষম বীরত্ব বহ্নি জ্বলে সেই ক্ষণে।

উঠে ঘোর হত্যা ; স্কিডিয়স্ ফোসিয়ার,
হেক্টরের করে প্রাণ করে পরিহার।
মরিল এজাক্স-ভল্লে, নেতা পদাতির,
এণ্টিনর-বংশ, লেয়োডেমাস্ প্রবীর।
মহাবল সেনাপতি, ইপীয় সেনার,
ওটসে, পোলিডেমাস্ করিল সংহার।
মেজিস্ হানিল বর্ষা বিজেতার পানে ;
ত্বরা নত হ'য়ে জেতা বাঁচাইল প্রাণে ;
(অমূল্য জীবন তাঁর ফিবস্ রক্ষিল ;)
কিন্তু সে ভীষণ শস্ত্র ক্রোস্মাসে বিন্ধিল।
পড়িল ভূতলে দেহ, রুধিরে রঞ্জিয়া ;
মেজিস্ বরম তাঁর লইল ছিঁড়িয়া।
ডোলপ্স্, লেম্পস্-সুত, হয় অগ্রসর,
সুধার্ম্মিক লেয়োমেডনের বংশধর.
বীর্য্যহেতু সুপ্রসিদ্ধ সম্মুখ-সমরে ;
হানি' ভল্ল বিজেতার ঢাল ভগ্ন করে।
ফিলুসের বর্ম্ম ছিল মেজিসের গায়,
(সেলির সমরে সবে বিদিত তাঁহায় ;
ভূপ উফিটিস্ হেন বর্ম্ম করে দান,
অতি দৃঢ় ধাতুগ্রন্থি শোভে স্থান স্থান ;)
অরি-অস্ত্র হ'তে যাহা সতত সমরে,
রক্ষিত জনকে, এবে পুত্রে রক্ষা করে।
ট্রোজানেরে হানে বীর ভল্ল ক্রোধভরে,
নাচিছে যথায় শিখা শিরস্ত্র উপরে,
নব, সুরঞ্জিত ; ভীম আঘাতে কাঁপিয়া,
চারু শিরস্ত্রাণ ভূমে পড়িল খসিয়া।

নিরখি' এ হেন রণ, স্পার্টা-অধিপতি,
মেজিসের পার্শ্বদেশে ধাবি' দ্রুতগতি,
করে ডোলপ্সের স্কন্ধে বরষা প্রহার ;
পশি' কবচের মাঝে তীব্র অস্ত্র তাঁর,
বাহিরিল বক্ষঃ ভেদি' বজ্রনাদ করি' ;
পড়িল নিহত বীর অঙ্গন উপরি।
হরিবারে শবদেহ গ্রীক সব ধায় ;
হেক্টর উৎসাহে উচ্চে ট্রয়ের সেনায় ;
হিসিটেয়নের বংশ, তরুণ প্রবীর,
ক্রোধেতে মিলানিপস্ হইল অধীর।
এ যুবক (এ যুদ্ধ না ঘটে যতকাল,)
পার্কোটির ক্ষেত্রে চরাইত পশুপাল ;
শত্রু হ'তে জন্মদেশ উদ্ধারিতে পরে,
আসি' ইলিয়নে, রণে খ্যাতি লাভ করে।
লভে বীর প্রায়ামের সভাতে সম্মান,
পূজিত সর্ব্বত্র তাঁর বংশের সমান।
হেক্টর্, সেনার মাঝে তাঁরে নিরখিয়া,
কহে ক্ষোভভরে, হত বীরে দেখাইয়া ;—

দেখ হে মিলানিপস্! পতিত ডোলনে ;
কহ, এ পরমাত্মীয় মরিবে এমনে ?
অন্যায় প্রহারে বীর পরাণ হারায় ;
দুই শত্রু এককালে বিনাশিল তাঁয়!
গ্রীক্‌গণ, দেখ তাঁর বর্ম্ম ল'য়ে যায়,
এস ত্বরা, দূরযুদ্ধ কর পরিহার ;
সম্মুখ সমরে কর অরাতি সংহার,

যাবৎ গ্রীসের খ্যাতি বিলুপ্ত না হয়,
কিংবা ইলিয়ন্‌স্থিত রম্য হর্ম্মচয়,
শিলাময় ভিত্তি হ'তে স্খলিত হইয়া,
না পড়ে ভূতলে, সর্ব্ব মানবে গ্রাসিয়া।
হেক্টর, (এতেক কহি') করে আক্রমণ;
হইল ব্যথিত মিলানিপসের মন।
কহিল এজাক্স্, খ্যাতি লভ গ্রীক্‌গণ!
রক্ষ বীর-নাম, রাখ গৌরব আপন।
সকলে উৎসাহ দান কর পরস্পরে,
জ্বলুক বীরত্ব বহ্নি সবার অন্তরে!
নির্ভর করিছে জয় সাহস উপরে;
জীবনে, মরণে বীর খ্যাতি লাভ করে।
যশঃস্থান যুদ্ধ-ক্ষেত্রে কাঁপে যে সৈনিক
লভে মৃত্যু, ঘোর লজ্জা মরণ-অধিক।
নহে বৃথা তাঁর উপদেশ জ্ঞানময়;
হ'ল দীপ্ত ইথে সর্ব্ব গ্রীকের হৃদয়।
বর্ম্মিত সমরিকুল ধাবিয়া ত্বরায়,
দাঁড়া'য় বেড়িয়া তরী প্রাকারের প্রায়।
শ্রেণীবদ্ধ ঢালমালা, উজ্জ্বল উদ্ধৃত,
রোধে ট্রয়-যোধগণে, যোভের রক্ষিত।
উল্লাসে অধৈর্য্য হ'য়ে স্পার্টা-অধিপতি
কহে উচ্চে নেষ্টরের বীর পুত্র প্রতি;—
হে যুবক! বীর্য্য তুমি ধর অনুপম!
কে আছে তোমার সম অমিতবিক্রম?
রহিয়াছ বৃথা কেন দূরে দাঁড়াইয়া;
ধর বর্শা, কর বিদ্ধ ট্রোজানের হিয়া।

এত কহি' চলে ভূপ স্বসেনা-মাঝারে।
ধায় যুবা বীরদর্পে যশো লভিবারে,
শত্রুর সন্মুখে; পরে বরষা তুলিয়া,
চাহে চারিভিতে ক্রোধে অধীর হইয়া।
শুনিয়া সহসা তাঁর অস্ত্রের গর্জ্জন,
আতঙ্কে পিছায় যত ট্রয়-বীরগণ।
আছিল সম্মুখে মিলানিপস্ দুর্ব্বার;
ভেদিল সে তীব্র শস্ত্র দৃঢ় বক্ষঃ তাঁর।
পড়ে বীর ভূমে; বর্ম্মে উঠিল নিকন;
ভূমে ঠেকি' ধাতু ঢাল বাজিল ভীষণ।
উলাক্ষয়া পড়ে যুবা নিহত উপরে;
শিকারি কুক্কুর যথা মহাক্রোধ ভরে,
খণ্ড খণ্ড করে মৃগে, বিনাশিল যা'রে,
দূরস্থিত ব্যাধ, তীক্ষ্ণ শরের প্রহারে।
নিরখি' হেক্টর্, দেহ উদ্ধারিতে ধায়।
নির্ভীক এণ্টিলোকস্ পশ্চাতে পিছায়।
ভীষণ শার্দ্দূল যথা ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
নিকটস্থ রাখালেরে নাশে আচম্বিতে,
গর্জ্জি' ঘন ঘন তার চারি ভিতে ঘূরে,
হেন কালে কোলাহল শুনিয়া অদূরে,
পলায় তখনি, তার আস্বাদ না ল'য়ে,
দুর্গম, আশঙ্কাশূন্য কানন-আলয়ে;
তেমতি পলায় যুবা; ট্রোজান্ নিকর
অনুসরে গর্জ্জি'; বৃষ্টি হয় শিলাশর;
কিন্তু পশি' গ্রীক্‌মাঝে যুবক-কেশরী,
ফিরিল বিপক্ষ পানে, ভীম বর্ষা ধরি'।

ধায় পোতপানে ট্রয়সেনা বলবান
স্রোতসম, পালিবারে বিধির বিধান ;
দেবরাজ, থিটিসের বাঞ্ছা পূরাইতে,
অর্পিল হতাশা-ভার গ্রীসীয়ের চিতে ;
কিন্তু করিবারে জয়ী ট্রয়ের সেনায়,
বীরত্ব, সাহস বল দিল তা' সবায়।
রহে ইডাশৃঙ্গে দেব উৎসুক অন্তরে,
হেরিতে পোতের বহ্নি জ্বলিছে অম্বরে ;
তখনি সমর-ভাগ্য ফিরিবে তা' হ'লে,
পলা'রে ট্রোজান্, ট্রয় পুড়িবে অনলে।
হেন চিন্তা বজ্রধর আন্দোলিয়া মনে,
অনতিবিলম্বে নিজ বাসনা-পূরণে,
অমানুষ পরাক্রম প্রদানি' হেক্টরে,
চালান বিদ্যুৎসম বিপক্ষ উপরে ;
তেমতি অমর মার্স্ নাশিতে মানবে,
ঘূরাইয়া দিব্য বর্ষা বিনাশেন সবে ;
যেন ঘোর দাবানল করি' গরজন,
গ্রাসে ক্রোধভরে মহীরুহ অগণন।
ফুলে বীর ক্রোধে ; কৃষ্ণ ভ্রুযুগ্ম-তলায়,
বিশাল যুগল নেত্র জ্বলে উল্কাপ্রায় ;
সশিখ, ধাতু-রচিত শিরস্ত্র ভীষণ
জ্বলিতেছে শিরে যেন দীপ্ত হুতাশন ;
আপনার জ্যোতিঃ যোভ্ দিয়াছে এ বীরে,
উভয় সেনার তেজঃ তাঁহারি শরীরে।
বৃথা এ গৌরব ! মৃত্যু নিকটস্থ হায় !
বিনাশিবে পেলিডিস্ পালাস্-কৃপায় ;

তথাপি দেবেশ যোভ্, অল্লায়ু হেক্টরে,
অর্পিলেন বীরযশঃ দিনেকের তরে।
খ্যাতি লভিবারে ট্রয়-গৌরব-তপন,
(মহাবল অরিবীরে করে অন্বেষণ।
পশি' শত্রুব্যূহ মাঝে বীর-দর্পভরে,
যুঝে প্রাণপণে শূর, মরণে না ডরে।
দাঁড়াইয়া গ্রীক্‌গণ দৃঢ় দুর্গপ্রায়,
যদিও বিক্ষত-অঙ্গ, নিবারে তাঁহায়।
সুদৃঢ় পাহাড় যথা সিন্ধুকূলস্থিত,
আক্রান্ত প্রচণ্ড ঝড়ে, তরঙ্গ তাড়িত,
নাহি হয় বিচলিত, যদিও তাহার,
বাত্যাঘাত শৃঙ্গে, পদে তরঙ্গপ্রহার।
দর্পী ট্রয়-রথী, দীপ্ত পাবকবেষ্টিত,
গর্জ্জে যেন বজ্র-অগ্নি যোভ্-নিক্ষেপিত;
যবে জলস্তম্ভ, ঘন হ'তে অবতরি',
তাড়িত প্রচণ্ড ঝড়ে বহিত্র উপরি,
ফেনপুঞ্জে ছায় পোত; প্রবল পবন,
কাঁপায়ে গুণবৃক্ষক, করে গরজন।
ভয়ে হতবুদ্ধি হয় নাবিকনিকর;
তর্জ্জে ভীমকাল প্রতিতরঙ্গ উপর।
তেমতি শঙ্কিত শত্রু নিরখে হেক্টরে;
কাঁপায় তেমতি বীর বহিত্র নিকরে।
দুরন্ত কেশরী যথা গুহা পরিহরি',
আসি' দর্পে জলযুক্ত সমতল 'পরি,
(স্থূলদেহ অগণন বৃষভ যথায়,
সতত স্বচ্ছন্দ মনে চরিয়া বেড়ায়,)

আক্রমণ করে পালে, রাখালগোচরে ;
রাখাল পলায় দূরে প্রাণরক্ষা তরে।
মহাকায় বৃষে সিংহ বাছিয়া লইয়া,
নাশে তায়, (অবশিষ্ট যায় পলাইয়া) ;
যোভ্প্রভ হেক্টরের কোপেতে তেমতি
পলায় সকলে ; উঠে একের নিয়তি।
মিসিনীয় পেরিফিস্, খ্যাত চরাচরে,
মহাপ্রজ্ঞাসমন্বিত, দুর্দ্ধর্ষ সমরে ;
(কোপরুস্ পিতা তাঁর, প্রেরিলেন যুদ্ধে,
ক্রূর উরিস্থূসে, হার্কুলিসের বিরুদ্ধে ;
করিল তনয় কুলকলঙ্ক মোচন ;
সদাশয় পুত্র, যথা জনক দুর্জ্জন।)
অতিক্রম করে বীর সকল যুবায়,
নানাগুণে সর্ব্বজন আদরে তাঁহায় ;
কিন্তু জন্মে মরিবারে হেক্টরের হাতে।
ট্রয়ের গৌরব-রবি, ভীম পদাঘাতে
দীর্ঘ ঢাল-প্রান্তে, মিটাইল রণসাধ।
পড়ে যুবা ; শিরস্ত্রাণ করে বজ্রনাদ।
ভীম ট্রয়-যোধগণ সরোষে ধাবিয়া,
বিন্ধে ভল্লে, ভূপতিত যুবকের হিয়া।
রক্ষিতে যুবকে ছিল গ্রীক্ যে সকল
পলাইল, কিংবা নিল সম ভীমফল।
নির্জ্জীত গ্রীসীয়দল তাড়িত হইয়া,
আতঙ্কে বারিধি পানে চলিছে সরিয়া।
শিবির-সমীপে সবে মিলি' অতঃপর,
দাঁড়ায় বিষণ্ণমুখ, অতীব কাতর।

নরোচিত লজ্জা এবে রোধে পলায়ন ;
কহে ভয় তা'সবায় করিবারে রণ।
যোধে আশ্বাসিল যোধ ; নেষ্টর্ স্থবির,
(সুবিজ্ঞ রক্ষক, ভীম গ্রীক্ বাহিনীর,)
রক্ষিতে সমুদ্রতীর কহে অবিরাম,
উচ্চারিয়া উচ্চে পূর্ব্বের পুরুষের নাম ;
স্থির হও বন্ধুগণ ! ও ভগ্ন অন্তর,
ভীম লজ্জা-অনুরোধে, কর দৃঢ়তর !
ভাবহ সম্পদসুখ ; ভাবহ এঁক্ষণে,
পিতামাতা পরিজন দারা পুত্রগণে ;
জীবিত বৃদ্ধ জনকে স্মর একবার ;
স্মর মৃত পিতৃগণে, কীর্ত্তি তাঁ'সবার,
শুন মম মুখে তাঁ'সবার অভিপ্রায়,
কহিছেন তাঁরা যশঃ রাখিতে বজায়।
আজিকার রণে ভাগ্য করিছে নির্ভর ;
নষ্ট হ'বে সব, যদি না কর সমর।
এতেক কহিল বৃদ্ধ, মাতে সেনা তায়।
মিনার্ভা আশ্বাস পুনঃ প্রদানে সবায়।
বিস্তারে কূয়াসা যোভ্ চৌদিকে তাঁহার ;
জ্ঞান-দেবী ত্বরা তায় করে পরিষ্কার ;
অকস্মাৎ তীব্র ছটা আবির্ভূত হয় ;
সমুদ্র শিবির সবে দেখে সমুদয় ;
সে আলোকে দেখিবারে পায় গ্রীক্‌গণ ;
হেক্টরে, যুঝিছে কিংবা পলায় যে জন।
অদূরে দেখিল তারা, প্রথমে সবার,
যুঝিছে এজাক্স্ রথী প্রকাণ্ড আকার ;

অতিস্থূল জাঠা এক, লৌহ-গ্রন্থি তায়,
বিংশহস্ত-পরিমিত, সঘনে ঘূরায় ;
না যুঝে অপর সম, ল'য়ে এক স্থান,
ভ্রমিছেন গতিশীল স্থানুর সমান!
দেবপ্রভ শূরবীর, পোতের উপর,
দ্রুত পদে চারিদিকে ফিরে নিরন্তর।
যথা যবে অশ্বারোহী, ত্যজিয়া প্রাঙ্গণ,
(সুদক্ষ তেজস্বী অশ্ব করিতে দমন,)
ধায় সুশিক্ষিত চারি তুরঙ্গম নিয়া,
নগরের সুপ্রশস্থ রাজপথ দিয়া ;
ধায় পাশাপাশি দ্রুত তুরঙ্গ নিকর,
পড়ে অশ্বী একে ত্যজি' অপর উপর ;
এরূপে সকল অশ্বে যায় পর পর ;
প্রশংসে বিস্মিত হ'য়ে দর্শকনিকর!
মোহিয়া সমরিগণে, অতি'দ্রুতগতি,
ভ্রমে পোতে পোতে শূর এজাক্স্ তেমতি,
বীরেন্দ্র হেক্টর্ যবে করি' হুহুঙ্কার,
ধায় রোষে, সম্মুখেতে ট্রয়ের সেনার ;
পরে আক্রমিল পোত মহাবেগ ভরে,
বিরাজিত শ্রেণীবদ্ধ সিন্ধুকূল' পরে ;
ইগল্ তেমতি উচ্চ আকাশে থাকিয়া,
অগণন বলাকার গমন হেরিয়া,
নামে মহাবেগে, যবে সে বিহগদল,
অন্বেষণ করে খাদ্য আঁধারিয়া জল।
হেক্টরে দেখান পথ নিজে বজ্রধর,
উত্তেজিয়া অনুগামী সেনার অন্তর।

মিলিল উভয় চমূ; সমর ভীষণ
বেড়িয়া বহিত্রচয়, করে গরজন।
হয় অনুমান হেন হেরি' সে সংগ্রাম,
না হ'বে বিরত কেহ, না রবে বিরাম;
যেন নব বলে বলী যত যোধগণ;
এখনি ঘটিল যেন সে সুদীর্ঘ রণ!
ভগ্নাশ গ্রিসীয় সেনা যুঝিছে সমরে,
জানি' মৃত্যু সুনিশ্চয়, হতাশার ভরে;
অনুমান করে জয়ী ট্রয়-যোধদল,
শোণিতে লোহিত সিন্ধু, অনলে উজ্জ্বল;
আশা নিরাশায় বল প্রকাশে সমান;
যুঝে সমভাবে যত বীরের সন্তান।
আক্রমিলে তুমি আগে হে বীর হেক্টর!
সর্ব্ব-অগ্রবর্ত্তী তরী সৈকত উপর,
প্রোটিসিলেয়স্ আসি' লইয়া যে তরী,
অর্পিল অমূল্য প্রাণ, অগ্রে অবতরি';
রক্ষিবারে তায় যত গ্রীক্ বলবান,
প্রবল শোণিত-স্রোতে হয় ভাসমান।
হানিতে বরষা, কিংবা কার্ম্মুক নোঙাতে,
নাহি স্থান! যোধকুল যুঝে হাতে হাতে;
আহত আহত করে; ঝকে অনিবার,
পরশু, অদীর্ঘ ভল্ল, সিত তরবার!
পড়িছে কুঠার, ঢাল বজ্রনাদ করে,
জ্বলে শূন্যে অসি, কিংবা ঝকে ভূমি' পরে।
প্রবল শোণিত-স্রোত প্রবাহিয়া যায়,
হত বীর-রক্তে উঠে তরঙ্গ তাহায়!

দৃঢ় ভুজে হেক্‌টর্ শমনের প্রায়,
ধরিয়া বহিত্র, উচ্চে কহিল সেনায় ;—
আন বহ্নি ! পরিশ্রম এবে অপনীত
দশ বর্ষব্যাপী ! দিন এসেছে বাঞ্ছিত।
কর জয়ধ্বনি ! হ'ল এ দিবা প্রভাত,
দর্পিত বিপক্ষকুলে করিতে নিপাত !
বার্দ্ধক্যবিলুপ্তজ্ঞান ভীরু বৃদ্ধদল,
ব্যাঘাতিল এত কাল বিজয় কেবল ;
ছলি' বহুকাল যোভ্ মায়ার ছলনে,
আশ্বাসেন এবে শিব অশনি-নিশ্বনে ;
নিবারিতে আজি বজ্রী ট্রয়ের সন্তাপ,
অর্পিছেন প্রতিদ্বন্দে দর্প পরতাপ।
এতেক কহিল শূর ; যোধগণ তায়,
দ্রুত তীব্র স্রোতসম গ্রিসীয়ে ডুবায়।
এজাক্স্ আপনি (হেন ভল্ল ঝড় বয় !)
পিছায়ে ভাবিল আজি জীবন সংশয় ;
তথাপি দাঁড়ায়ে শূর ক্ষেপণীর পাশে,
হেরে ব্যগ্রভাবে, কেবা মরিবারে আসে ;
শত্রুহস্ত হ'তে তরী করিতে রক্ষণ,
কাঁপায় বরষা কভু, উত্তোলে কখন।
এখনও গ্রীক্‌দল করে হুহুঙ্কার,
যদিও অনল অস্ত্রে ব্যাপ্ত চারি ধার !
ওহে বীরবৃন্দ ! সুবিখ্যাত ধরাময় !
ছিলে হায় ! এক কালে সমরে দুর্জ্জয় !
পূর্ব্বতন যশঃ এবে করহ স্মরণ,
স্মরহ বংশের খ্যাতি, গৌরব আপন।

সম্মুখে দেখহ মৃত্যু, কি করিবে তার
কেমনে ধ্বংসের হস্তে পাইবে নিস্তার ?
লুকা'বে আড়ালে যার, নাহি সে প্রাকার ;
আশ্রয়ের তিলমাত্র নাহি স্থান আর ;
রক্ষিতে, হারা'তে আছে এস্থল কেবল ;
এদিকে বারিধি, হোথা বিপক্ষের দল !
আছ শত্রুভূমে ; জন্মদেশ প্রিয়তর
বহু দূর ; করে ভুজে অদৃষ্ট নির্ভর।
এত কহি' বীরবর ফিরিয়া আবার;
আরভিল বর্ষাঘাতে বিপক্ষ-সংহার।
যে কোন অমিতবীর্য্য ট্রয়ের সমরী
অগ্রসরে উল্কাকরে দহিবারে তরী,
প্রবীর, শাণিত ভীম অস্ত্রের আঘাতে,
অল্লায়ু সে হতভাগ্যে ত্বরিত নিপাতে।
এরূপে দ্বাদশ যোধ মহাবলবান,
মুহূর্ত্তে এজাক্স-করে হারাইল প্রাণ।

পঞ্চদশ কাণ্ড সমাপ্ত।



ষোড়শ কাণ্ড।

ষষ্ঠ যুদ্ধে পেট্রোক্লসের আগমন ও পতন।

বিষয়।

পেট্রোক্লস্ (একাদশ কাণ্ডে বর্ণিত নেষ্টরের অনুরোধ অনুসারে) একিলিসের নিকট তাঁহার সেনা ও সমরসজ্জা লইয়া গ্রিকগণকে সাহায্য করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি সম্মত হইয়া কেবল মাত্র তরী উদ্ধারের আদেশ দেন। একিলিসের সজ্জা, অশ্ব, সৈন্য ও সেনাপতিগণের বিবরণ বর্ণিত হয়। বন্ধুর মঙ্গলার্থে একিলিস্ কর্তৃক তর্পণাদি অনুষ্ঠিত হইলে, পেট্রোক্লস্ মার্মিডন্ সেনা লইয়া যুদ্ধে গমন করেন। একিলিসের সজ্জায় পেট্রোক্লস্‌কে আগমন করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে একিলিস জ্ঞানে ট্রোজানেরা ভয়ে অভিভূত হয়; তিনি তাহাদিগকে পোতসমূহ হইতে তাড়িত করেন। হেক্টর্ নিজে পলায়ন করেন। যোভের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সার্পিডন্ নিহত হন। যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হয়; তাহাতে পেট্রোক্লস্, একিলিসের পরামর্শ অবহেলা করিরা ট্রয়ের প্রাকার পর্য্যন্ত শত্রুগণের অনুসরণ করেন। সেই স্থানে এপলোদেব তাঁহাকে নিরস্ত্র, উফর্বস্ আহত এবং হেক্টর্ নিহত করেন।

এরূপে উভয় সেনা করিছে সমর;
নররক্তে সুরঞ্জিত বহিত্র নিকর।
এবে বীর পেট্রোক্লস্ উপনীত হয়
একিলিস্ পাশে; গণ্ডে অশ্রুধারা বয়;

যথা সমুন্নত রম্য গিরি পরিহরি',
নামে নির্ঝরিণী দ্রুত সমতল' পরি।
ধর্ম্মপর পেলিডিস্ ব্যথিত হইয়া,
কহিলেন প্রিয়তমে মৃদু সম্বোধিয়া ;—
পেট্রোক্লস্! কহ, আজি কোন্ দুখে হায়!
করিতেছ অশ্রুপাত অবলার প্রায়?
শিশু সুকুমার, ত্যজে জননী যখন,
ক্রোড় হ'তে, নাহি করে এহেন রোদন ;
প্রসূতি তেমতি স্নেহে তনয়ে তুলিয়া,
নাহি ল'ন কোলে, মুখে সঘনে চুম্বিয়া
যথা তোমা প্রতি মম! প্রকাশ সত্বর,
কেন অশ্রুপাতে ভগ্ন কর এ অন্তর?
মম কিংবা সেনা তরে কর কি বিষাদ ;
অথবা পেয়েছ কোন অশুভ সংবাদ?
জীবিত দোঁহার পিতা, (চিন্তা সদা যায়)
ধার্ম্মিক মেনিটিয়স্ এখনো ধরায় ;
এখনো বৃদ্ধ পিলুস্ কালাধীন নয় ;
পুত্রের গৌরব শুনি' প্রফুল্ল উভয়।
অথবা কাঁদিছ সখে, সামান্য কারণে?
হতশেষ গ্রীক্ বুঝি আজিকার রণে,
সমূলে হইল নষ্ট শত্রুর অনলে,
দুরাচার ভূপতির পাতকের ফলে?
যাহাই হউক, ব্যক্ত করিয়া সত্বর
গুপ্ত ক্ষোভ, কর স্থির বন্ধুর অন্তর।
বীরবর পেট্রোক্লস্, রুদ্ধ-কণ্ঠস্বর,
উচ্ছ্বাসিয়া ঘন ঘন করেন উত্তর ;—

গ্রীক্ পানে কৃপাদৃষ্টি কর বন্ধুবর !
নিজে গ্রীক্ তুমি ; বীর গ্রীকের ভিতর !
গ্রীসের রক্ষক যত মহাবীরগণ,
আহত, শায়িত হায় ! শিবিরে এখন !

হায় রে ! উরিপিলস্, এট্রুস্-কুমার,
টিডাইডিস্, উলেসিস্ করিছে চীৎকার,
বিষাদের ভরে, হেরি' স্বদেশি-সংহার !

ঔষধ, সে বীরগণে আরোগ্যিতে পারে,
কিছুতেই তব ক্রোধ শমিবারে নারে !
ক্রোধের কিঙ্কর যেন না হই কখন
তব সম ! বল বীর্য্য সব অকারণ !
না দেখিলে স্বদেশীর মরণ-সময়,
বিপদে কে তবে তব লইবে আশ্রয় ?
ভবিষ্যতে ল'বে জন্ম যারা ভূমণ্ডলে,
নিঠুর ! এ অপযশঃ গাহিবে সকলে।
সত্য, নরকুলে জন্ম লভেছ নির্দ্দয় !
প্রণয়ে উদ্ভব তব কখনই নয়,
বীর-বীর্য্যে কদাচই নহ উৎপাদিত,
অমরী জঠরে তোমা না ধরে নিশ্চিত !
পাষাণে নির্ম্মিত তব দৃঢ় কলেবর,
ভীম বাত্যাকালে তোমা প্রসবে সাগর,
আত্মা তব তেঁই দর্পী প্রভঞ্জন সম ;
পেয়েছ স্বভাব হেন, কঠিন মরম !
হয় যদি দৈব চিহ্নে আতঙ্ক তোমার,
থিটিস্ অথবা যোভ্ হরে অহঙ্কার ;

যাই যদি আমি মার্মিডীয় সেনা ল'য়ে,
এখনি আলোক পশে গ্রীকের হৃদয়ে ;
যাই যদি রণে আমি তব বর্ম্ম 'পরে,
ত্যজিয়া সমর অরি পশিবে নগরে ;
জয়ী হবে গ্রীক্, বিনা তব উপস্থিতি,
পলাইবে শত্রু তব দেখি' প্রতিকৃতি।
নব সেনা আক্রমণে হইবে হতাশ
বিপক্ষ নিকর ; গ্রীক্ ফেলিবে নিশ্বাস।
এইরূপে পেট্রোক্লস্ যুবক প্রবর,
না জানিয়া সন্নিহিত মৃত্যু ভয়ঙ্কর,
যাচে বান্ধবের বর্ম্ম ! ফেলি' দীর্ঘশ্বাস,
দেবীজ অন্তর নিজ করিল প্রকাশ ;
পেট্রোক্লস্ ! একিলিস্ নাহি জানে ভয়,
ভীষণ অশুভ চিহ্নে বিচলিত নয় ;
জননীর সতর্কতা গ্রাহ্য নাহি করে ;
দুষ্ট ভূপ-বাক্য মম প্রোথিত অন্তরে।
সতত জাগিছে মনে সেই অত্যাচার ;
ক্রোধাগমে চারিদিক হেরি' অন্ধকার।
অর্পিয়াছি দর্প তা'য়, করেছি সবল,
শাসিতে আমায় ; সহ্য করিব কেবল।
মম যুবতীরে দুষ্ট করিল হরণ,
বহু ভীম সমরের শ্রমার্জ্জিত ধন ;
জিনি' পিতৃরাজ্য তার, লভেছিনু তারে ;
একবাক্যে গ্রীক্‌গণ অর্পিল আমারে।
বঞ্চে মোরে, বীর্য্যে যার বিশ্ব কম্পমান,
অবমানে দুষ্ট মোরে ইতর সমান ;

কিন্তু সে ক্রোধের কাল হয়েছে অতীত;
দয়ার সময় সখে, এবে উপনীত;
যে দিন বাঞ্ছিত মম, এসেছে নিকটে,
আসিছে হেক্টর মম তরী-সন্নিকটে,
হেরিতেছি বহ্নি, নাদ শ্রবণে প্রকটে।
যাও পেট্রোক্লস্! তবে মম বর্ম্ম 'পরে,
লভিতে অক্ষয় যশঃ ও ভীম সমরে।
মার্মিডীয় সেনাসহ যাইয়া সত্বর,
রক্ষ পোত; যুঝ মম নয়ন-গোচর।
ছিন্ন ভিন্ন গ্রীক্‌দল, কর বিলোকন,
আতঙ্কে অঙ্গন-প্রান্তে কাঁপিছে এখন!
দেখ, ইলিয়ন্‌-সেনা তরীশ্রেণী ছায়;
বিলোড়িত সিন্ধুতট বিপক্ষ বাত্যায়!
পেরেছে কি অরিদল করিতে এমন,
অঙ্গনে শিরস্ত্র মম ঝকিত যখন?
মম সহ যদি ভূপ রাখিত প্রণয়,
পরিখা বিপক্ষ-দেহে পূরিত নিশ্চয়।
নির্ভয়ে শিবির-শ্রেণী দলে পদতলে
ট্রয়সেনা; একিলিস নাহি ঐ স্থলে!
টিডুস্‌-সুতের বর্শা নাহি ঝকে আর;
বীরে না উৎসাহে ভূপ করিয়া হুঙ্কার।
শুনি হেক্টরের স্বর; সিংহনাদ তার,
ঘোষিছে কেবল উচ্চে গ্রীকের সংহার।
সখে পেট্রোক্লস্! ত্বরা পশ গিয়া রণে,
নিবার দহিতে পোত ট্রয়-সেনাগণে,
রক্ষ গ্রীকে, জন্মভূমি হেরিতে নয়নে।

কিন্তু ধর বাক্য, পাল বন্ধুর বচন,
তব ’পরে মম যশঃ নির্ভরে যখন ;
আশা করি, যুবতীরে একীয় আবার,—
অর্পিবে হইয়া প্রীত বীরত্বে তোমার,
বীরদর্পে অরিগণে কর ছারখার,
না ছুঁও হেক্টরে, বধ্য সে বীর আমার।
যদিও আশ্বাসে যোভ্ অশনি-নিশ্বনে,
কর ন্যায় যুদ্ধ, পরে ভঙ্গ দিও রণে।
শত্রুহস্ত হ’তে তরী করিয়া উদ্ধার,
নগর-প্রাকার-পাশে না যাইও আর ;
পাছে পরাভবে কোন বিপক্ষ অমর,
ফিবস্ ট্রয়ের প্রতি প্রীত নিরন্তর।
আসন্ন মরণে গ্রীক্ পাইয়া নিস্তার,
ভুঞ্জুক যেমন আছে অদৃষ্টে যাহার।
পারেন করিতে হেন সমগ্র অমর,
পালাস্, এপলো দেব, যোভ্ বজ্রধর,
একমাত্র ট্রয়বাসী ভূমে না রহিবে,
সমগ্র গ্রিসীয় দল বিলুপ্ত হইবে ;
রহিব আমরা মাত্র জীবিত এস্থলে,
ট্রয়ের প্রাকার দৃঢ় পাড়িব ভূতলে !
এরূপে আলাপে দোঁহে ; হেথা ক্ষেত্র’পরে,
অর্পিল বিজয় যোভ্ ট্রোজান-নিকরে।
বীরেন্দ্র এজাক্স্ নারে রোধিবারে আর,
বহিছে শায়ক ঝড় চৌদিকে তাঁহার ;
পরিক্লান্ত বাহু ঢাল উত্তোলিতে নারে,
অরাতির অস্ত্র তাঁর শিরস্ত্রে ঝঙ্কারে ;

সঘনে নিশ্বাস-ভার ফেলিছে প্রবীর ;
টস্ টস্ সর্ব্ব অঙ্গে ঝরে স্বেদ-নীর ;
শ্রম-আয়াসিত দেহ ভাসে রক্ত-ধারে,
বিপক্ষ-বাহিনী তবু টলাইতে নারে ;
বেড়িছে বিপদ তাঁয়, বিপদ উপর ;
চারিদিকে হাহাকার উঠে নিরন্তর।
কহ গো মিউজ্‌গণ ! ত্রিদিববাসিনী !
কিরূপে দহিল তরী ট্রোজান্ বাহিনী ?
নিষ্কাশি' কৃপাণ রোষে প্রবীর হেক্টর,
বীরেন্দ্র এজাক্স-পাশে হ'য়ে অগ্রসর,
করধৃত বরষায় আঘাতি' সবলে,
ছেদি' অগ্রভাগ তার ফেলিল ভূতলে।
শিরোহীন বর্ষা শূর বিফলে ঘূরায় ;
ঝঞ্চনি' লৌহ ফলক পড়িল ধরায়।
নির্ভীক এজাক্স্ রথী নয়নে হেরিয়া,
কাঁপে ভয়ে, দেবেশের একার্য্য বুঝিয়া ;
পিছাইল অতঃপর। বিপক্ষের দল,
তরীতে চৌদিক হ'তে অর্পিল অনল ;
উর্দ্ধেতে উঠিল বহ্নি করিয়া হুঙ্কার ;
সমগ্র অম্বর ধূমে হইল আঁধার।
বীরবর একিলিস্ হেরি' সে অনলে,
কহে উচ্চে করাঘাত করি' উরুস্থলে ;—
সাজ, সাজ, পেট্রোক্লস্ ! উঠেছে অনল ;
দেখ সুরঞ্জিত দীর্ঘ বারিধির জল।
সাজহ, যাবৎ মম তরি দগ্ধ নয়,
যাবৎ গ্রীশের নাম বিলুপ্ত না হয়।

চলিনু সাজা'তে সেনা! সখার বচন,
(অবিলম্বে পেট্রোক্লস্ করেন পালন!)
পরে ধাতু-বর্ম্ম বীর; যুগল চরণে,
রজতের বন্ধনীর সুদৃঢ় বন্ধনে,
বাঁধে চারু পাদত্রাণ; বক্ষে অতঃপর
পরিল কবচ, নানা বরণে সুন্দর।
স্বর্ণতারা সুশোভিত শোভার আধার,
চারু কটিবন্ধ, তাহে দুলে তরবার।
একিলিস্-ঢাল তাঁর পৃষ্ঠে শোভা পায়:
দেবীজ-শিরস্ত্র তাঁর শোভিল মাথায়।
বান্ধবের ভীম সজ্জা করি' পরিধান,
দীপে পেট্রোক্লস্ যেন রবির সমান।
বরষা কেবল বীর নারিল লইতে,
একিলিস্ ভিন্ন কেহ না পারে তুলিতে।
কাইরন্, সমগ্র এক দীর্ঘ তরুবরে,
নির্ম্মিল এ বর্ষা তাঁর জনকের তরে;
পুত্র পারে তুলিবারে এ অস্ত্র ভীষণ,
সমর-অঙ্গন-ত্রাস, বীর-বিনাশন।
নির্ভীক অটোমিডন্ (সুবিখ্যাত শূর,
দ্বিতীয় স্নেহের পাত্র প্রতাপী প্রভুর,
অকৃত্রিম বন্ধু তাঁর, সহচর রণে,)
যুজেন সুন্দর রথে দিব্য অশ্বগণে;
জ্যান্থস্, বেলিয়স্, স্বর্গ-তুরঙ্গম,
বায়ু হ'তে জন্মে, ধরে বায়ুর বিক্রম;
পোডার্জি, সপক্ষ-অশ্বী গর্ভিণী হইল
জেফায়ার-যোগে; পরে দোঁহা প্রসবিল।

পিডেসস্ রথে যুক্ত হইল এবার,
(পূর্ব্বে ইলিয়ন তায় করে অধিকার,)
যদিও এ তুরগের ভূতলে জনম,
স্বর্গ-অশ্বসম বল, বেগ, পরাক্রম।
উৎসাহিয়া দর্পী মার্মিডীয় সমবীরে,
ভ্রমিছেন একিলিস্ শিবিরে শিবিরে।
ত্বরা যোধকুল, কালান্তক কাল প্রায়,
বীরদর্পে সেনানীরে বেড়িয়া দাঁড়ায় ;
প্রবল পিপাসাক্লান্ত বৃক অগণন,
নির্ম্মল নির্ঝরে যেন করিল বেষ্টন।
যবে হৃষ্টপুষ্ট বন্য মৃগে বিনাশিয়া,
সুপ্রচুর মেদমাংশে উদর পূরিয়া,
ধায় প্রস্রবণে তারা ; রঞ্জিত শরীর
আরক্ত শোণিতে, করে গর্জ্জন গভীর ;
জ্বলে চক্ষু; দশনেতে রক্ত ধারা ঝরে ;
নাশিতে আবার মৃগে অভিলাষ করে।
তেমতি ভীষণ মার্মিডীয় সেনাদল ;
ধরে সেইরূপ বীর্য্য পরাক্রম বল।
মধ্যে অবস্থিত একিলিস মহামনা,
উচ্চরবে রণ-আজ্ঞা করেন ঘোষণা।
দেবীসুত, দেবেশের কৃপার ভাজন,
লয়ে পঞ্চাশৎ তরী করে আগমন।
পঞ্চ ভীম সেনাপতি এ ভীম সেনার ;
বীরবর একিলিস্ প্রধান সবার।
আগে ধায় মেনিস্থস্, সুর-কুলোদ্ভব,
পবিত্র পিরিহিয়স্ হইতে সম্ভব,

প্রবল সলিল যাঁর পৃথ্বী ধৌত করে ;
অমর-ঔরসে জাত, মানবী-জঠরে ;
কিন্তু কহে সবে তাঁয় বোরস্-তনয়,
সে রমণী সহ যাঁর হয় পরিণয়।
চলে য়ুডোরস্ পরে ; নৃত্যে সুনিপুণা
মাতা তাঁর পোলিমেলী সুন্দরী ললনা
অমর সিলিনিয়স্ নিরখিল তাঁয়,
চারু নৃত্যে যবে ধনী মানস মাতায়,
প্রপীড়িত হ'য়ে দেব মদনের শরে,
প্রবেশি' সে নারীগৃহে, আলিঙ্গন করে।
লভিল তনয় দেবজনক-বিক্রম,
নারী-জননীর চপলতা অনুপম।
এচিলুস্ মহাবল সর্ব্বগুণান্বিত,
এ নারীর রূপ হেরি' হইল মোহিত।
পূর্ব্বের প্রণয় বীর মনে না জানিয়া,
লভে কুমারীরে নানা উপহার দিয়া।
গুপ্ত পুত্রে দিল ধনী আপন জনকে ;
স্নেহে এ সন্তানে পিতা পালেন পুলকে।
চলে পিসেণ্ডার্ এবে, দক্ষ অতিশয়
হানিতে বরষা কিংবা শর লৌহময়।
ইমেথীয় বংশে বীর না আছে এমন,
যদি থাকে কেহ, পেট্রোক্লস্ সেইজন।
ভীষণ চতুর্থ সেনা ফিনিক্স্ চালায়।
দর্পী লেয়ার্সিস্-পুত্র সর্ব্বশেষে যায়।
বীরবর একিলিস্ অতি সযতনে,
আমন্ত্রিয়া অরিত্রাস সেনাপতিগণে,

কহিলেন উচ্চে সম্বোধিয়া সেনাদলে ;
শুন মার্মিডন্‌গণ ! বিখ্যাত ভূতলে !
পূর্ব্বের সে পরাক্রম স্মরহ এবার ;
স্মর এবে, শুনিয়াছি কত তিরস্কার।
"নিঠুর পিলুস্‌-পুত্র ! (কহিতে সকলে,
রহিতে শিবিরে যবে ত্যজি' রণস্থলে,)
হায় ! তব অকালিক ক্রোধের কারণ,
সমর-গৌরবে মোরা বঞ্চিত এখন ;
র'বে ও ভীষণ রোষ যদি নিরন্তর,
হেথা কেন আর ? ফের হে বীর নিকর !"
কহিতে এরূপ। ক্ষোভ ত্যজ যোধগণ !
ঐ শত্রু ! রক্ততৃষা কর নিবারণ।
লভিবে সে দ্রব্য আজি, যাহে অভিলাষ ;
নাশ অরিগণে ; বীর্য্য কর পরকাশ।
উৎসাহে এরূপে বীর সেনার হৃদয় ;
ক্রমে যোধগণ তাঁর সন্নিহিত হয়।
ধাতু-বর্ম্মধারী সেনা অতীব ভীষণ,
বৃত্তাকারে সেনানীরে করিল বেষ্টন।
নির্ম্মায় প্রাকার যবে, স্থূল, দৃঢ় অতি,
রোধিতে বায়ুর দর্প, যতনে স্থপতি ;
বসায় পর্য্যয়ে শিলা ভিত্তিতে তাহার ;
ক্রমে ক্রমে উঠে ঊর্দ্ধে বিস্তৃত প্রাকার ;
তেমতি শোভিছে দীপ্ত শিরস্ত্র নিকর !
ঢালেতে যোজিত ঢাল, নরে যুক্ত নর।
একত্র কাঁপিছে শিখা শিরস্ত্র উপরি,
বিস্তৃত সাগরে যেন খেলিছে লহরী।

সমুজ্জ্বল বর্ম্মে, সেনামাঝে শোভা পায়,
হেথা পেট্রোক্লস্, অটোমিডন্ হোথায় ;
ভ্রাতা দোঁহে, সমদর্পে পূরিত হৃদয়,
ভিন্ন বটে দেহ, কিন্তু আত্মা ভিন্ন নয়।
এবে একিলিস্ বীর দেবে আরাধিতে,
বিশাল শিবিরে নিজ চলিল ত্বরিতে ;
নানাবিধ বস্ত্র তথা করে রাশীকৃত,
বহু চারু ঊর্ণাসন কাঞ্চনমণ্ডিত,
(শ্বেতাঙ্গী জল-দেবীর প্রিয় উপহার) ॥
নিল বীর পানপাত্র প্রকাণ্ড আকার,
পিলুস্ নন্দন ভিন্ন অন্য জন যায়,
নাহি অর্পে, করিবারে তৃপ্ত দেবতায়,
পবিত্র মদিরা ; বলী পিলুস-নন্দন,
যোভ্ ভিন্ন অন্ন দেবে না করে অর্পণ।
প্রথমে সে পাত্র বীর শোধিল অনলে,
পূরিয়া গন্ধকে ; পরে ধৌত করে জলে ;
ধোয় হস্ত অতঃপর ; ভক্তিভরা-মন,
বলীস্থানে পদদ্বয় করিয়া স্থাপন,
চাহি' স্বর্গ পানে ক্ষণ, সে পাত্র ঢালিয়া
মধ্যস্থলে, কহিলেন ঈশে সম্বোধিয়া ;
সর্ব্বশক্তিমন্ ! স্বর্গপতি সর্ব্বময় !
পেলাস্গীয় ডোডোনীয় যোভ্ দয়াময় !
তুমি দেব, পরিবৃত হিমানী নিকরে,
অবস্থিত ডোডোনার হিমগিরি'পরে,
(শ্রমশীল সেলি জাতি বসিছে যথায়,
নাহি ধৌত করে পদ, ভূতলে ঘুমায় ;

শুনে যারা আজ্ঞা তব দেবদারু হ'তে ;
অদৃষ্টের ফল যারা জ্ঞাত ভাল মতে।)
তুমি দেব, মাতা থিটিসের প্রার্থনায়,
দিলে খ্যাতি মোরে, গ্রীকে, ফেলি' দুর্দ্দশায়।
দেখ প্রভো! প্রেরিতেছি ও ভীম সমরে,
অতি স্নেহপাত্র মম, প্রিয় বন্ধুবরে ;
যদিও শিবিবে আমি রহিনু এখন,
পেট্রোক্লস্ সহ কিন্তু গেল এ জীবন।
হে দেব, করুণাকর! রক্ষহ সখায় ;
অনুপ সাহস বল প্রদান ইহাঁয়।
হে অনন্ত বিভো! আজি জানাও হেক্টরে,
যুবা একিলিস্-সখা কত বীর্য্য ধরে।
শত্রুহস্ত হ'তে তরী হইলে উদ্ধার,
প্রের পেট্রোক্লসে দেব, স্বস্থানে আবার।
রক্ষ অস্ত্রশস্ত্র বর্ম্ম, রক্ষ সেনাগণে ;
তুষ আঁখি মম, পুনঃ বন্ধু-দরশনে।
অর্দ্ধ প্রার্থনায় ঈশ অর্পেন সম্মতি,
অবশিষ্ট অস্বীকার করিল নিয়তি।
গ্রাহ্য হ'ল, শত্রু হ'তে পোতের উদ্ধার ;
উড়ায় পবন কিন্তু আগমন তাঁর।
স্বশিবিরে একিলিস্ ফিরিয়া ত্বরায়,
উৎসুক অন্তরে রহে, রণ-প্রতীক্ষায়।
এবে ভীম অনীকিনী, পেট্রোক্লস্-সনে,
বীরদর্পে আক্রমিল ট্রয়যোধগণে।
বালকের উদ্বেজনে, শিলীমুখদল,
যথা পরিহরি' চক্র, ক্রোধেতে বিকল,

আসি' ঝাঁকে ঝাঁকে নিরদোষী পান্থগণে,
অতীব ব্যথিত করে শিলীর তাড়নে ;
তেমতি শিবির ত্যজি' ভীম সেনাদল,
বাহিরিল অস্ত্রধারী, করি' কোলাহল।
রণমত্ত যোধগণে নয়নে হেরিয়া,
কহিলেন পেট্রোক্লস্ উল্লাসে মাতিয়া ;
ওহে যোধকুল! একিলিসের গৌরব!
স্মরণ করহ এবে বিক্রম পূরব।
বীর-কার্য্যে কর তুষ্ট বীর-প্রভু-মন ;
নব যশঃ দেবীপুত্রে করহ অর্পণ।
একিলিস্ হেরে রণ। পরিহর ভয় ;
নত কর দর্পী ভূপে রক্ষি' তরীচয়।
হেন বাক্যে উৎসাহিত সমরি-নিকর,
পশিল সদর্পে অগ্নি-ধূমের ভিতর।
চৌদিকে নাদিত হয় ঘন হুহুঙ্কার ;
শূন্যগর্ভ পোত প্রেরে প্রতিধ্বনি তার।
সমভাবে চলে রণ ; ধূমের আঁধারে,
দীপ্ত একিলিস্-বর্ম্ম অনল বিস্তারে।
ট্রয় সেনা, একিলিসে নিকটে ভাবিয়া,
পলায় চৌদিকে ঘোর আতঙ্কে কাঁপিয়া।
যুবা বীর পেট্রোক্লস্ প্রথমে সবার,
নিক্ষেপিল ক্রোধভরে ভল্ল খরধার।
অগ্রবর্ত্তী সুবিখ্যাত পোতের পশ্চাতে,
অল্পায়ু প্রোটিসিলস্ আসিল যাহাতে,
পিয়োনীয় পিরিকমিস্ ছিল দাঁড়াইয়া,
(আসে অক্জিয়স্ হ'তে সেনাদল নিয়া) ;

বাজে স্কন্ধদেশে তাঁর সে অস্ত্র ভীষণ ;
পড়িল ভূতলে বীর বিলুপ্ত-চেতন।
সেনাদল তাঁর, হেরি' নেতার বিনাশ,
পলায় ত্যজিয়া রণ পাইয়া তরাস।
নিভায় অনল বীর অস্ত্র বৃষ্টি করি'
পলায় ট্রোজান ত্যজি' অর্দ্ধ দগ্ধ তরী।
ধূমের আঁধার এবে হ'ল তিরোহিত ;
ছুটে কোলাহল করি' শত্রু বিত্রাসিত।
জয়ী গ্রীক্‌গণ, আরোহিয়া পোত'পরে,
ঘন জয়ধ্বনী করি' বিদারে অম্বরে।
যথা যবে মেঘমালা হ'য়ে পরকাশ,
আঁধারিয়া গিরি-শৃঙ্গ, আবরে আকাশ ;
সহসা কুলিশ পাণি প্রেরিয়া পবনে,
বিমুক্ত করেন পুনঃ আবৃত তপনে ;
ধরে অভিনব ভাব মহীধর চয় ;
নদী উপত্যকা বন নয়নে উদয়।
প্রকৃতি উজ্জ্বল বেশ করে পরিধান ;
আঁধার আকাশ পুনঃ হয় দীপ্তিমান।
ট্রয়সেনা তরী হ'তে তাড়িত হইয়া
যুঝিছে এখনো চারিদিকে বিস্তারিয়া।
প্রতি গ্রীক্ হরে বিপক্ষীয় বীর-প্রাণ ;
ক্রমে অগ্রসরে পেট্রোক্লস্ বলবান।
প্রবীর এরিলিকস্ ফিরিবে যেমনি,
তীব্র অস্ত্র উরুস্থলে বাজিল অমনি।
বল-নিক্ষেপিত ভীম বর্ষা খরশান,
স্থূল পদ-অস্থি তাঁর করে দুই খান।

ভূতলে পড়িল শূর। থোয়াস্ এবার,
অকবচ বক্ষে ধরে ভীষণ প্রহার।
ফিলিডিস্ (এম্ফিক্লস্ আসিবে যেমনি,)
উরুদেশে ভীম বর্ষা হানিয়া অমনি,
সমগ্র চরণ-শিরা করিল ছেদন।
ভূমেতে পড়িল বীর বিগত-জীবন।
অগ্রসরে দুই ভ্রাতা, লিসীয় সেনার,
সমবেশে, আর দুই নেষ্টর-কুমার।
বীরেন্দ্র এণ্টিলোকস্ ক্রোধে বিনাশিল
এটিমিনিয়সে ; যুবা ভূতলে পড়িল !
মেরিস্ কাতর অতি ভ্রাতার নিধনে,
ভূতল-শায়িত শব রক্ষে সযতনে।
আক্রমে হন্তায় বীর হ'য়ে ক্ষিপ্তপ্রায় ;
সুরপ্রভ থ্রাসিমেড্ নিবারে তাঁহায় ;
ক্রোধভরে বাহুমূলে বরষা হানিয়া,
মুহূর্ত্তে সুদীর্ঘ বাহু ফেলিল কাটিয়া।
ভূমে পড়ি' হতভাগ্য নিরখে আঁধার ;
করিল পয়াণ প্রাণ, ছুটে রক্ত ধার।
দুই ভ্রাতা নাশে দুই সোদরে অদ্ভুত,
সার্পিডন্-সখা, ক্রমিসোডারস্-সুত ;
ক্রমিসোডারস্, ঘোর কুগ্রহ-কারণ,
নরঘাতী কিমেরায় কল্লিল পালন।
যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ সুতদ্বয় তাঁর,
মরিল অকালে আহা ! পাতকে পিতার।
বীরেন্দ্র অইলুস্ এবে আস্ফালি' সঘনে,
বাঁধিল ক্লিয়োবুলসে ভুজের বন্ধনে।

অতঃপর বীরবর নিষ্কাসি' কৃপাণ,
হরিলেন মুহূর্ত্তেকে ট্রোজানের প্রাণ।
সুশাণিত ভীম অসি পড়িল গ্রীবায় ;
অধিকার করে কাল অচিরে তাঁহায়।
রণমাঝে এবে ক্রোধপূরিত হৃদয়,
লিকন্ ও পেনিলুস্ আইল উভয়।
পরস্পর ভীম বর্ষা বিফলে হানিয়া,
অগ্রসর হয় পুনঃ অসি নিষ্কাসিয়া।
বিয়োসীয় বিপক্ষের শিরস্ত্রাণ 'পরে,
সরোষে লিকন বীর অস্ত্রাঘাত করে।
ভাঙ্গিল সে সিত অসি। হানিল এবার,
পেনিলুস্ রোষে খড়গ গ্রীবাদেশে তাঁর।
ছিন্ন শিরঃ, বিপক্ষেরে প্রচণ্ড প্রহারে
ঝুলে চর্ম্মে ; পড়ে দেহ শবের মাঝারে।
নিয়ামাস্ রথোপরে আরোহে যেমন,
বিন্ধে স্থূল স্কন্ধ তাঁর, বীর মেরিয়ন্।
উচ্চ রথ হ'তে যোধ ভূতলে পড়িল ;
ভীম কাল আঁখিদ্বয়ে আঁধার ঢালিল।
আগত ইরিমাসের নিয়তি এবার ;
পশিল ক্রিটীয় বর্ষা তুণ্ডমাঝে তাঁর।
মস্তিষ্ক মাঝারে অস্ত্র প্রবেশিয়া হায় !
ভাঙ্গি' অস্থি দন্তপাঁতি শোণিতে ভাসায়।
মুখ নাসা নয়নেতে রক্তধারা ঝরে ;
মুহূর্ত্ত মাঝারে প্রাণ পলায়ন করে।
যথা যবে মেষদল রক্ষক-হেলায়,
হ'য়ে পালভ্রষ্ট ক্রমে চারিদিকে যায়,

অরক্ষিত তা' সবায় হেরি' বৃকগণ,
রক্তমাংসে ক্ষুধা তৃষ্ণা করে নিবারণ;
আক্রমে তেমতি গ্রীক্ বিপক্ষ নিকরে;
পলায় ট্রোজান্‌দল কাঁপি' থর থরে।
এখনো একাগ্র রথী না তেজে হেক্টরে;
বহ্নিপ্রভা বর্শা তাঁর বক্ষে লক্ষ্য করে।
ট্রয়ের গৌরব-রবি সমর-পণ্ডিত,
দৃঢ় ঢালে নিজ বক্ষঃ আবরে ত্বরিত।
রোষে গ্রীক্‌গণ অস্ত্র করে বরিষণ;
বাজে দীর্ঘ ঢালে তাঁর ঝঞ্ঝনা ভীষণ।
গ্রীকের বিজয় বীর হেরিয়া নয়নে,
না হ'য়ে বিরত, রক্ষে সহকারিগণে।
যথা যবে প্রেরে বাত্যা যোভ বজ্রধর,
আঁধারিতে মেঘজালে সমগ্র অম্বর,
মুহূর্ত্তেতে বাষ্পরাশি হইয়া উত্থিত,
আঁধারি' আকাশ, সূর্য্যে করে আবরিত;
তরী হ'তে সেইরূপ ক্ষেত্র মাঝে হায়!
ভয় পলায়ন যত ট্রোজানে খেদায়।
পলায় হেক্টর নিজে; অশ্বগণ তাঁর,
ধাবিছে প্রভুরে লয়ে করিয়া চীৎকার;
পশ্চাতে, অনেক দূরে ট্রোজান্ নিকর,
আতঙ্কে পড়িছে বেগে পরিখা ভিতর।
রথেতে আঘাতে রথ; বিচলিত হয়
দৃঢ় চক্রদণ্ড; যুগ ভাঙ্গি' ছুটে হয়।
বৃথা চেষ্টা রথিকুল পায় পলাইতে;
সংজ্ঞাহীন সূতগণ লুণ্ঠিত মাটিতে।

পশ্চাতেতে পেট্রোক্লস্ আসিছে গর্জ্জিয়া,
হুঙ্কার আকাশে উঠে পৃথ্বী কাঁপাইয়া।
সমুত্থিত ধূলিরাশি দিক্ আঁধারিল,
ঘোর ঘনঘটা যেন আকাশ ঢাকিল।
চকিত তুরঙ্গকুল রথীরে ফেলিয়া।
নগরের অভিমুখে যায় পলাইয়া।
বিজেতার সিংহনাদ পশিছে শ্রবণে;
পূরিত সমর-ভূমি হত যোধগণে;
মৃত অশ্ব, রথ, অস্ত্র চারিদিকে হায়!
নিপতিত রথিগণ চক্রের তলায়।
পিলুসের অনুপম দিব্য অশ্বগণ,
অবাধে সমর-স্থলে করিয়া ভ্রমণ,
অনুসরে অরিগণে; স্যন্দন সুন্দর,
বজ্রধ্বনি সম নাদ তুলিয়া ঘর্ঘর,
আক্রমে হেক্টর বীরে; হেক্টর পলায়;
তুলে বর্ষা পেট্রোক্লস্; ভাগ্য রোধে তায়।
ধাবিছে ট্রোজান দল কোলাহল ক'রে,
মহাবেগে উর্দ্ধশ্বাসে, প্রাণ রক্ষা তরে;
যথা বজ্রধারী যোভ্ শরত-সময়,
ঢালেন ধরণী 'পরে স্থূল ধারাচয়,
(যবে নর ঈশ-আজ্ঞা বিরত পালনে,
কিংবা করে অবিচার উৎকোচ গ্রহণে;
আহ্বানিয়া নদীগণে পতি দেবতার,
খুলেন সরোষে স্বরগের জল-দ্বার,
তীব্র নির্ঝরিণীকুল করি' কোলাহল,
অবতরে গিরি হ'তে প্লাবিয়া সকল;

গর্জ্জিয়া সে জলরাশি মিশিতে সাগরে,
চলে বেগে ; হেরে নর চকিত অন্তরে।
এবে বীর, (সম্মুখীন বিপক্ষে নাশিয়া,)
পোত পানে পুনর্ব্বার চলিল ফিরিয়া ;
কুমারের শৌর্য্য হেরি' ট্র‌য়-যোধগণ
ফিরিল সহসা পুনঃ ত্যজি' পলায়ন।
এক পার্শ্বে সিমইস্ প্রবাহিত হয়,
অন্য পাশে বিরাজিত বহিত্র নিচয়,
দাঁড়াইয়া পেট্রোক্লস্ মধ্যদেশে তার,
করিছেন অবিরাম বিপক্ষ-সংহার।
সর্ব্ব অগ্রে প্রোণোয়ুস্ ত্যজিল জীবন ;
বাজিল হৃদয়ে তাঁর নারাচ ভীষণ।
শমন-সোসর বীরে নিরখি' থেষ্টর,
ভয়েতে স্তম্ভিত হ'য়ে মরে অতঃপর।
জড়প্রায় হ'য়ে যোধ রহিল বসিয়া,
নাহি ধরে অস্ত্র, নাহি যায় পলাইয়া !
বীরবর পেট্রোক্লস্ নিরখিল তাঁয়,
কাঁপিয়া আতঙ্কে যোধ রথেরে কাঁপায়,
ত্যজি' অশ্বরশ্মি ! মুখে বরষা হানিয়া,
রথ হ'তে বীর তাঁয় আনিল টানিয়া।
যথা মৎস্যজীবী, তটে পাহাড় উপর
বসিয়া, বঁড়সিযুক্ত সূত্রে দৃঢ়তর,
টানিয়া প্রকাণ্ড মৎস্যে তুলে কূলোপরে ;
তেমতি গ্রিসীয় যুবা টানি' অকাতরে,
আনিল সে ভীরু যোধে ; বরষা নাড়িয়া,
অতঃপর মৃতদেহ দিলেন ফেলিয়া।

সন্ধানি' ইরিয়লসে এবে বীরবর,
হানিল পাহাড় সম প্রকাণ্ড প্রস্তর।
বেগভরে ধাবি' শিলা শিরস্ত্র ভাঙ্গিয়া,
পড়িল ভূতলে শিরঃ দ্বিখণ্ড করিয়া।
অস্পন্দ অসাড় দেহ পড়িল অঙ্গনে ;
ঢালিল আঁধার কাল যুগল নয়নে।
ইপল্‌টস্, ইকিয়স্ পড়ে তার পরে ;
ইফিয়স্, পোলিমিলস্, ইভিপস্ মরে ;
ইরিমস্, এম্ফোটিরস্ পড়িল এখন,
শেষেতে ট্লিপোলিমস্, পাইরিস্ দুর্জ্জন।
যথা যায় গ্রীক্-যুবা, অনুসরে তাঁয়
নিজে কাল ; শোভে শব পর্ব্বতের প্রায়।
এবে সার্পিডন্ বীর নিরখি' নয়নে,
লুণ্ঠিত বান্ধবগণ সমর-অঙ্গনে,
নিজ ভীত সেনাগণে করে তিরস্কার ;
ওরে কাপুরুষগণ! অতীব অসার!
পলাও ত্যজিয়া রণ, লাজেতে কি ভয় ?
যুঝিবে সাহায্য বিনা এই ভুজদ্বয়।
দেখিব ও গ্রীক্ যোধ কত বল ধরে,
হেরিয়া যাহায় সবে পলাইছে ডরে।
এত কহি' বীর রথ হ'তে উলম্ফিল ;
নিরখিয়া পেট্রোক্লস্ ভূতলে নামিল।
যথা যবে গৃধ্রযুগ শিখরী ত্যজিয়া,
নামে যুদ্ধ-আশে ক্রোধে অধীর হইয়া,
হানে নখ চঞ্চু, করে বিকট চীৎকার।
কাঁপে মরু, প্রেরে গিরি প্রতিধ্বনি তার ;

তেমতি প্রবীর দ্বয় মাতিল সমরে,
সম সিংহনাদ করি,' সম ক্রোধ ভরে!

নিরখিল রণ বজ্রী; পরিণাম হায়!
জানিয়া অন্তরে, কহে সম্বোধি' প্রিয়ায়;
সে ভীম সময় দেবি! এসেছে এখন,
নিহত হইবে মম প্রাণের নন্দন।
অবস্থিত পুত্র মম চরম সীমায়;
বীরবর পেট্রোক্লস্ নাশিবে উঁহায়।
দেখ ভেবে কত জ্বালা অন্তরে পিতার!
কাল-হস্ত হ'তে বীরে করিয়া উদ্ধার,
কহ কি প্রেরিব এবে লিসিয়া নগরে,
সমর-বিপদ হ'তে নিরাপদ ক'রে;
অথবা লো প্রিয়তমে! ও প্রিয় নন্দনে,
অর্পিব, পাশরি' মায়া কালের বদনে?

মদিরাক্ষী দিবেশ্বরী করিল উত্তর,
এ কেমন বাক্য তব ওহে বজ্রধর!
লভে মাত্র অল্প আয়ু ও নশ্বরগণ,
নির্দ্দিষ্ট হইল নাথ! না জন্মে যখন,
বর্দ্ধিবে কি তুমি তাহে একের কারণ?
ভেবে দেখ, অমরের প্রিয় পুত্র কত,
ভীম ইলিয়ন্-ক্ষেত্রে হইবে নিহত;
কর যদি হেন, রুষ্ট হ'বে দেবগণ,
পক্ষপাতী বলি' তোমা কবে কুবচন।
সমর-মরণ-যশঃ অর্প ও প্রবীরে;
পলাইবে আত্মা যবে ত্যজিয়া শরীরে;

স্বপন, মরণ দোঁহা করহে আদেশ,
লয়ে যেতে বীরশব, যথা জন্ম-দেশ।
বান্ধব নিকর তথা সম্মান কারণ,
উন্নত প্রস্তর-স্তম্ভ করিবে রচন;
বিধিমতে প্রেতকৃত্য করিবে উঁহার।
র'বে চিরকীর্ত্তি বিধে! মৃত্যুতে কি আর?

নীরবিল দিবরাণী; বজ্রপাণি তায়,
অর্পিয়া সম্মতি, মৌনে পাশরে মায়ায়।
অশ্রু-বরিষণ-ছলে, বিস্তৃত গগন,
সবিষাদে রক্ত-বৃষ্টি করে বরিষণ।
অধীর অন্তরে ঈশ আঁখি ফিরাইয়া,
রণস্থল হ'তে, শোকে কাঁদেন বসিয়া,
মরিবে নন্দন ত্যজি', স্বরাজ্য লিসিয়া।

এবে প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয় হ'য়ে অগ্রসর,
তুলি' ঢাল, সন্ধানিল নারাচ প্রখর।
পেট্রোক্লস্-চ্যুত অস্ত্র মহাবেগে বাজে,
নির্ভীক থ্রাসিমেডের উরুগ্রন্থি মাঝে।
না পারে বহিতে দেহ, কম্পিত চরণ,
ভূতলে লুঠায় বীর রঞ্জিয়া অঙ্গন।
দুই ভল্ল সার্পিডন্ ত্যজে ক্রোধভরে;
একটি হইয়া ব্যর্থ, উড়ে শিরোপরে।
দর্পী পিডেসস্-অঙ্গে পশিল দ্বিতীয়,
বীর একিলিস্-অশ্ব, থিব-প্রদেশীয়।
হ'য়ে বিদ্ধ গ্রীবাদেশে তুরঙ্গ সবল,
লাগিল গড়া'তে, রক্তে রঞ্জি' রণস্থল।

ছিঁড়ে সজ্জা, আকস্মিক পতনে তাহার;
কড় কড়ে চক্র, রথ কাঁপে অনিবার।
চমকিয়া উলম্ফিল দিব্য অশ্বদ্বয়;
থামা'তে দোঁহার ক্রোধ, চকিত-হৃদয়,
সারথি অটোমিডন্ অসি ল'য়ে করে,
ছেদিয়া বন্ধন, হত অশ্বে মুক্ত করে।
দিব্য তুরঙ্গমযুগ হইল সুস্থির;
ধীরে ধীরে চলে রথ ঘর্ঘরি' গভীর।

ক্রোধে অগ্রসরে বীরদ্বয় পুনর্ব্বার;
ত্যজে সার্পিডন্ আগে বর্শা খরধার;
সে অস্ত্রক, বিপক্ষের স্কন্ধ উলঙ্ঘিয়া,
উড়িল আকাশে বেগে, ঘন গরজিয়া।
বীর পেট্রোক্লস্ অস্ত্র কভু ব্যর্থ নয়;
বিষধর সম গর্জ্জি' শল্য বিষময়,
বিন্ধিয়া হৃদয়, ছিন্ন করে শিরাচয়।
যথা স্থূল শালতরু প্রকাণ্ড আকার,
কিংবা দীর্ঘ দৃঢ় দেবদারু বজ্রসার,
কুঠার-আঘাতে শিরঃ ঘন সঞ্চালিয়া,
মহাশব্দে পড়ে ভূমে ধরা কাঁপাইয়া;
তেমতি পড়িল ভূপ; রম্য কলেবর,
রথ পাশে বিলুণ্ঠিত, ধূলায় ধূসর।
রুধির-রঞ্জিত দেহে বীর মৃতপ্রায়,
হস্ত পদ সঞ্চালন করে যাতনায়,
তেমতি বৃকের দশা, যবে ভয়ঙ্কর
কেশরী, রঞ্জিত রক্তে দশন নখর,

ছিঁড়ে অবয়ব তার, করে রক্ত পান।
বিকৃত গভীর রবে বন কম্পমান।
এবে লিসিয়ার বলী সেনানীর প্রতি,
অর্পিল চরম আজ্ঞা মুমূর্ষু ভূপতি ;—
গ্লকস্! ত্যজহ শঙ্কা ; ত্বরিত এবার,
ধরি' ভীম অস্ত্র, পশি' বিপক্ষ মাঝার,
যুঝ, মম সেনাদলে করিয়া সহায় ;
বীরদর্পে উৎসাহিত কর সবাকায়।
কহিও সবায় বীর, শেষ আজ্ঞা মম,
দিতে যুক্ত প্রতিশোধ, প্রকাশি' বিক্রম।
হরে যদি কোন শত্রু এ সজ্জা আমার,
কত লজ্জা, কত ক্ষোভ গ্লকস্! তোমার!
আত্মীয়-উচিত কার্য্য করহে এখন,
প্রাণপণে মম দেহ করিয়া রক্ষণ ;
যেন তব সুদৃষ্টান্তে সমরি নিকরে
জিনে তব সম, কিংবা মম সম মরে।
নিস্তব্ধ হইল ভূপ ; কাল ভয়ঙ্কর
হরি' বাক্, দৃষ্টিশক্তি রোধিল সত্বর।
উদ্ধত বিজেতা বার মহাদর্প ভরে,
স্থাপিল চরণ হত শূর-বক্ষঃ 'পরে ;
হৃদি-বিদ্ধ বর্ষা আকর্ষিয়া অতঃপর,
তুলিল সবলে, সহ ধমনী নিকর।
ক্ষত মুখে রক্ত ছুটে প্রবাহের প্রায় ;
ভগ্নদেহ ত্যজি' আত্মা ত্বরিত পলায়।
শ্লথ-রশ্মি প্রধাবিত তুরঙ্গ নিকরে,
(সারথিবিহীন) যত মার্মিডন্ ধরে।

শুনি' শেষ বাক্য মৃতপ্রায় ভূপতির,
অভাগা গ্লকস্ ক্ষোভে অতীব অধীর।
অবশ অসাড় হস্ত যাতনা পূরিত,
ধনুর্দ্ধর টিউসার-তীর-আঘাতিত,
দাঁড়াইয়া বীরবর রাখি' সুস্থ করে,
দিনেশ ফিবস্ প্রতি কহিল কাতরে ;—
সর্ব্বদর্শী দেব! সদা নিরখিছ তুমি,
সুদূর লিসিয়া আদি ইলিয়ন্ ভূমি,
প্রভবিষ্ণু তুমি দেব! হরিতে যাতনা,
হে ওষধিপতে! শুন দাসের প্রার্থনা।
শুষ্ক রক্তে পূর্ণ কর, কর বিলোকন!
অস্থিভেদী যন্ত্রনায় হয়ে বিচেতন,
না পারি তুলিতে বর্ষা; দূরে দাঁড়াইয়া,
ফেলি দীর্ঘশ্বাস, রণে বঞ্চিত হইয়া।
পতিত ভূতলে সার্পিডন্ মহামতি;
না করিল দয়া যোভ্ তনয়ের প্রতি।
তুমি ওহে ব্যাধিহন্তঃ! ওষধি-প্রসব!
কৃপা করি' রক্ষ মম বান্ধবের শব;
তব কৃপাবলে নাথ! পুনঃ সুস্থ হ'য়ে,
পারিব যুঝিতে লিসিয়ার সেনা ল'য়ে।
শুনিল এপলো দেব; আহতের অঙ্গে,
স্পর্শি' পূত কর, ক্ষত হরিল ভ্রূভঙ্গে।
কারুণিক দেব, শুষ্ক রক্ত মুছাইয়া,
দৈব বলে পরিপূর্ণ করিলেন হিয়া।
মহাদ্যুতি-সমন্বিত অমর-কৃপায়,
নিষ্প্রভ গ্লকস্ বীর পুনঃ তেজঃ পায়।

প্রথমে উৎসাহে শূর নিজ সেনাগণে ;
পরে ডাকে ট্রয়যোধে কর্কশ বচনে।
করে উৎসাহিত বীর দ্রুত পাদচারে,
কখনো পোলিডেমাসে, কভু এজিনারে,
কভু ইনিয়সে, হেক্টরেরে আরবার ;
এইরূপে জ্বালে বহ্নি হৃদয়ে সবার,—
পূর্ণ তব হৃদি বীর ! কহ কি চিন্তায় ?
ট্রয়-সহকারিগণে ভুলিয়াছ হায় !
দূরদেশবাসী মহাবল যোধগণ,
পরের কারণে হেথা ত্যজিছে জীবন।
নিপতিত সার্পিডন্, দেখগে নয়নে,
যাঁর সম মহারথ বিরল ভুবনে,
অতি জ্ঞানী, প্রজা-হিতসাধনে নিরত ;
নহে ক্ষতি লিসিয়ার, তব ক্ষতি যত !
নিপতিত ঐস্থানে পেট্রোক্লস্-করে ;
হায় ! রক্ষ এবে প্রাণহীন কলেবরে।
গ্রীকগণ যেন শব না পারে হরিতে,
নিহত বান্ধব-মৃত্যু-প্রতিশোধ দিতে।
হেন বাক্যে বীরকুল অতি বিষাদিত ;
শূরের নিধনে ট্রয় হইল কম্পিত।
হেরে যোধগণ উচ্ছলিত শোকভরে,
ট্রয়ের আশ্রয়-স্তম্ভ লুণ্ঠে ধরা 'পরে।
নিহত আজি সে রথী, আনিল যে জন,
অসংখ্য প্রবীরে, নিজে প্রতাপে তপন !
ক্ষিপ্তপ্রায় ধায় সবে ; হেক্টর দুর্জ্জয়,
খুঁজে প্রতিহিংসা, ক্রোধ-প্রদীপ্ত-হৃদয়।

অবস্থিত পেট্রোক্লস্ হত শত্রু-ধারে,
উৎসাহি' এজাক্সবীরে, উৎসাহে সবারে ;
প্রকাশ হে বীরগণ! পূর্ব্ব পরাক্রম ;
এ সময়ে আবশ্যক বীর্য্য অনুপম।
ভুজবলে যেই বীর ভাঙ্গিল প্রাকার,
দেখ নিপতিত এবে অঙ্গন মাঝার।
আসিছে অসংখ্য শত্রু শব-রক্ষাতরে ;
লভ খ্যাতি খেদাইয়া অরাতি নিকরে।
খুল হত-সাজ ত্বরা, ধর তরবার,
জীবিত লিসীয়গণে করহ সংহার।
মাতিল এ হেন বাক্যে যত যোধচয়।
ক্রমে ক্রমে উভদল সন্নিহিত হয়।
ট্রোজান্, লিসীয় হেথা করে হুহুঙ্কার ;
হোথা থেসালীয়, গ্রীক্ গর্জ্জে অনিবার।
সিংহনাদি' সবে শবে করিল বেষ্টন।
অস্ত্রের ঝঙ্কারে কাঁপে সমর অঙ্গন।
জগদীশ যোভ্, রণভীতি বর্দ্ধিবারে,
আবরি' সমরিগণে প্রগাঢ় আঁধারে,
সমগ্র যুধানকুলে করেন স্তম্ভিত,
প্রেরিতে অসংখ্য প্রেতে পুত্রের সহিত।
ভঙ্গ দিল গ্রীক্ ; ইপিজুসের বিনাশ,
এগাক্লুস্-সুত, বডিয়মেতে নিবাস ;
হত্যা-অপরাধে হয়ে তাড়িত এ জন,
পিলুস্ ও থিটিসের লইল শরণ ;
এবে একিলিস্ সহ হইয়া প্রেরিত,
পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করে সমুচিত।

শব-অঙ্গে হস্ত যোধ অর্পিল যেমনি,
বজ্রনাদে শিলা শিরে বাজিল অমনি।
হেক্টর-নিক্ষিপ্ত শিলা, করি' চূর্ণীভূত
দৃঢ় শিরস্ত্রাণ, তাঁয় করিল পাতিত।
মহাক্রোধে পেট্রোক্লস্ হয় অগ্রসর;
উলম্ফে ঈগল্ যথা শিকার উপর,
বিপক্ষ বাহিণী মাঝে পড়িল তেমতি;
অতঃপর বীরবর ক্ষোভযুত অতি,
হানি' রোষে স্থেনিলসে প্রকাণ্ড প্রস্তর,
প্রেরিল অচিরে তাঁয় শমন নগর,
আঁধার, ভীষণ! যত ট্রোজান্ পলায়
চৌদিকে; হেক্টর্ রথী কাঁপিল শঙ্কায়!
যত দূর দৃঢ়-ভুজ দক্ষ তিরন্দাজ,
পারে প্রেরিবারে লঘুগতি শররাজ,
তত দূরে পলাইল ট্রোজান্ চকিত;
গ্লকস্ সবায় এবে করে আশ্বাসিত।
বেথিক্লুস্ ত্যজে প্রাণ তীব্র অস্ত্রে তাঁর,
অতি বৃদ্ধ চল্কনের একাকী কুমার।
বহু বিস্তারিত তাঁর রাজ্য সুশোভন,
ধনশস্য-পরিপূর্ণ, বিফল এখন!
যৌবন-দর্পিত যুবা, যবে অনুসরে,
লিসীয় সেনায়, মরে গ্লকসের করে।
অকস্মাৎ তীব্র অস্ত্র হৃদয়ে তাঁহার,
বাজিয়া মুহূর্ত্তে প্রাণ করিল সংহার।
বিষাদে একীয়গণ গণিল প্রমাদ;
আনন্দে ট্রোজান্-দল করি' সিংহনাদ,

হরে সে বীরের সাজ; রোধে গ্রীকগণ;
শবের চৌদিকে জ্বলে নারাচ-কানন।
এবে অরিকুলত্রাস বীর মেরিয়ন্
প্রেরিল লেয়োগোনসে শমন-ভবন।
পূত ইডা 'পরে বীর সতত বসিত,
যোভের সেবক, যোভ্‌সম প্রপূজিত।
বাজি' তাঁর কর্ণমূলে ভল্ল খরধার,
মুহূর্ত্তে অমূল্য প্রাণ করিল সংহার।
ক্রোধে ইনিয়স্ বর্ষা হানিল জেতায়;
নত হ'য়ে গ্রীক্‌বীর পরিত্রাণ পায়।
গর্জ্জিয়া সঘনে শস্ত্র, উঠিয়া অম্বরে,
ঠেকি' ঢাল মাঝে, পশে পৃথিবী-ভিতরে;
ইনিয়স্-ভল্ল, ব্যর্থ যদিও এবার
প্রোথিত ভূগর্ভে, তবু কাঁপে অনিবার।
দ্রুত তুমি, (কহে বীর সগর্ব্ব বচনে,)
পুরস্কার-পাত্র বট মধুর নর্ত্তনে;
পাইত যদ্যপি তোমা বরষা আমার,
অচিরে ও চপলতা হরিত তোমার।
হে ডার্ডান্-সেনাপতে! নির্ভয়-অন্তর!
(উপহাসি' মেরিয়ন্ করিল উত্তর,)
বলবান তুমি, কিন্তু নহ অনশ্বর;
এখনি গ্রাসিতে পারে মৃত্যু ভয়ঙ্কর।
যদি এই বর্ষা তব বিনাশে পরাণ,
বৃথা অহঙ্কার! জয় দেবে করে দান।
এখনি যাইবে তুমি প্লুটোর আগার;
তব প্রেত-আত্মা তাঁর, গৌরব আমার।

হে সখে! (কহিল মেনিটিয়স্‌-তনয়,)
প্রবীরের বাগ্‌যুদ্ধ উচিত না হয়।
না পলা'বে শত্রুদল বৃথা অহঙ্কার;
বধ তা সবার প্রাণ তীক্ষ্ণ তরবারে।
বক্তৃতা সভায় বটে; কিন্তু রণস্থলে,
নির্ভর করিছে যশঃ মাত্র বাহুবলে।
এত কহি' পেট্রোক্লস্‌ ধাবিল আবার;
অনুসরে মেরিয়ন্‌; উঠে হুহুঙ্কার।
মিলে যোধকুল; ঢাল শিরস্ত্র ঝঙ্কারে;
উঠিল বিকট ধ্বনি, ভীষণ প্রহারে।
যথা উপত্যকা কিংবা পর্ব্বত মাঝার,
বাজে মহাশব্দে কাঠুরিয়ার কুঠার;
নিয়ত আঘাতে শ্রুত হয় প্রতিধ্বনি;
মহামহা মহীরুহ লুঠায় ধরণী;
তেমতি বিকট নাদে কাঁপে রণস্থল;
পড়ে বীরকুল; অস্ত্র ঝঙ্কারে কেবল।
শায়িত অঙ্গনে সার্পিডন্‌ মহামতি,
শোণিতে সুন্দর অঙ্গ কদাকার অতি,
বিপক্ষের নানা অস্ত্র বিদ্ধ সর্ব্ব কায়,
নিপতিত শব মাঝে, চিনা নাহি যায়।
কলেবর তরে তাঁর যুঝে যোধ যত;
চৌদিকে বিকট যুদ্ধ গর্জ্জে অবিরত;
যথা কৃষকের পর্ণকুটীর ভিতর,
(শোভে দুগ্ধপাত্র, ফেনপূর্ণ নিরন্তর,)
ঝাঁকে ঝাঁকে মধুমক্ষী করয়ে ঝঙ্কার,
তাড়িত হইয়া তারা আসে পুনর্ব্বার।

ফিরায়ে দিনেশ-দীপ্ত বিশাল নয়ন,
সমর দিবেশ যোভ্ করে বিলোকন।
স্থাপি' আঁখি রণস্থলে ভাবেন ঈশ্বর,
অর্পিবেন প্রতিহিংসা কাহার উপর ?
মরিবে কি পেট্রোক্লস্ এখনি সমরে,
অরিন্দম মহাবীর হেক্টরের করে,
অচিরে এ বীরদর্প হরিয়া তাঁহার,
পাতিবেন তাঁয়, যথা পতিত কুমার ?
অথবা এখনো মহাপ্রতাপে তাঁহার,
পশিবে অসংখ্য বীর শমন-আগার ?
একিলিস্-মিত্রে খ্যাতি করিতে অর্পণ,
করেন মনস্থ যোভ্, অন্তিমে এখন
শুভ্র যশোলাভ ; এবে আদেশিল তাঁয়,
বিনাশিতে বীরদর্পে বিপক্ষ সেনায়।
আতঙ্কে পূরাণ দেব হেক্টরের মন ;
উঠি' রথে ট্রয়-রবি করে পলায়ন।
যোভ্-শিক্যা, ট্রোজানের গুরুভাগ্যভরে
ঝুলিল, হেরিয়া বীর কাঁপে থরথরে।
এইবার নিপতিত ভূপেরে ত্যজিয়া,
নির্জ্জীত লিসীয় সেনা যায় পলাইয়া।
অসংখ্য প্রবীর দল পড়ে স্তূপাকারে ;
বেষ্টিত চৌদিক যেন শবের প্রাকারে।
যোভের নির্ব্বন্ধ ইহা। গ্রীক্ অতঃপর,
হরে বিবাদের হেতু সে সজ্জা সুন্দর।
বীর পেট্রোক্লস্-তরী করে দীপ্যমান,
হত ভূপ-অস্ত্র-শস্ত্র-বর্ম্ম-শিরস্ত্রাণ।

স্বর্ণ সিংহাসনাসীন, শিখরী উপরে
কুলিশ-ধারণ যোভ্, কহে দিবাকরে ;
ফিবস্ ! ফ্রিজীয়ক্ষেত্রে উত্তরি' ত্বরিত,
হত সার্পিডন্ বীরে কর অপসৃত।
ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ, দূষিত রুধিরে,
কর ধৌত স্ফটিকের সম স্বচ্ছ নীরে।
স্বর্গীয় সুগন্ধি তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ছড়াও ;
দিব্য আভরণে দেহ ত্বরিত সাজাও।
সাধিয়া এ সব কার্য্য, সে কায়া তপন !
স্বপন, মরণ দোঁহা করিও অর্পণ।
আত্মীয় নিকরে তাঁরা সে শরীর দিবে ;
দাহ করি' বন্ধুগণ স্তম্ভ বিরচিবে।
মৃত্যু পরে লভে যাহা মানব নশ্বর,
এই সেই বৃথা মান্য, নাহি অন্যতর।
এপলো বিনীতভাবে শির নোঙাইয়া,
চলে রণস্থলে, ইডা শিখরী ত্যজিয়া ;
অতঃপর মেঘজালে আবরিয়া বীরে,
রাখে ত্বরা সিমইস্-তটিনীর তীরে।
সর্ব্ব অঙ্গ ধৌত করি' সলিলে তথায়,
দিব্য পরিচ্ছদ দেব শবেরে পরায় ;
অনন্তর সঞ্জিবনী শিশির ছিটায়ে,
জীবিতের সমকান্তি দিল শুষ্ক কায়ে।
অতঃপর ভ্রাতৃদ্বয়, স্বপন, মরণ,
অতি দ্রুতগামী কিন্তু নিঃশব্দ গমন,
ল'য়ে হত সার্পিডনে, রবির আদেশে,
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল লিসিয়া প্রদেশে।

বান্ধব নিকরে উভে দিল সে শরীরে ;
করে প্রেতকৃত্য তাঁরা তিতি' অশ্রুনীরে।
হেথা বীর পেট্রাক্লস্ রণস্থল'পরি,
ধায় বায়ুবেগে অশ্বরশ্মি শ্লথ করি' ;
ট্রোজান্-লিসীয়গণে করে আক্রমণ,
না জানিয়া মনোজ্ঞানে নিকটে শমন।
না ভাব দর্পী যুবক ! বিধাতার খেলা,
মাতি' দর্পে বন্ধুবাক্যে কর অবহেলা !
সেই সর্ব্বশক্তিমান্, স্বর্গ-অধিপতি
হরেন দর্পীর দর্প, বলীর শকতি ;
সে ঈশ্বর, বিশ্ব বদ্ধ বিধানে যাঁহার,
প্রেরিছেন তোমা আজি ত্যজিতে সংসার।
অগ্রে তব করে বীর ! মরে কোন্ জন,
সর্ব্ব শেষে যায় কেবা শমন-ভবন,
যবে ঈশ খ্যাতি বৃদ্ধি করিতে তোমার,
বহু প্রবীরের আয়ু করেন সংহার ?
আগে এড্রেষ্টস্, অটোনাউস্ তৎপরে,
পরে ইচিক্লস্, শেষে সেমিগাস্ মরে।
পড়িল মিলানিপস্, বীর এপিষ্টর্।
ইলেসস্, মুলিয়স্ মরে অতঃপর।
মহাবল পিলার্টিস্ কালপুরে যায়,
অবশিষ্ট যোধকুল আতঙ্কে পলায়।
বীর্য্যে তাঁর ট্রয়সেনা যে'ত ছারখার,
রক্ষিছে ফিবস্ কিন্তু নগর-প্রাকার।
তিনবার পেট্রোক্লস্ আঘাতিল দ্বারে ;
ইজিস্ নাড়িয়া রবি নিবারিল তাঁরে।

চতুর্থ আঘাত-কালে কাঁপায়ে গগন,
মেঘ হ'তে দৈববাণী করিল গর্জ্জন,—
ক্ষান্ত হও পেট্রোক্লস্! এ দৃঢ় প্রাকার,
দেবের রক্ষিত; বৃথা প্রয়াস তোমার।
অক্ষম বান্ধব তব, তুমি তুচ্ছ নর;
কি সাধ্য সে একিলিস্ ধ্বংসে এ নগর।
এত কহে, বজ্র যাঁর আকাশ কাঁপায়।
চমকিয়া গ্রীক্ বীর পশ্চাতে পিছায়।
থামায়ে স্কিয়ার দ্বারে তুরঙ্গ নিকরে,
প্রবীর হেক্টর মনে আন্দোলন করে,
যুঝিব কি পুনর্ব্বার বিপক্ষের সনে,
অথবা পশিব পুরে ল'য়ে সেনাগণে?
হেন কালে পার্শ্বে তাঁর ফিবস্ দাঁড়ায়,
ভূপ এসিয়স্‌সম ধরি' নিজ কায়,
(হেকুবার ভ্রাতা, ডিমাসের বংশধর,
উদ্ধত, নির্ভীক, যুবা, সুযোদ্ধা, সুন্দর);
কহে নররূপী দেব, কি লজ্জার কথা,
বিরত হেক্টর রণে, বীর মহারথা!
এ ভুজে থাকিত যদি বল তব সম,
জানাইত অরি-বীর্য্য এই ভল্ল সম।
ফের বীর, খ্যাতি-ক্ষেত্রে চলহ অচিরে;
ধৌত কর লজ্জা পেট্রোক্লসের রুধিরে।
সাহায্যিতে পারে তোমা এপলো মহান;
তব হস্তে মৃত্যু তার, বিধির বিধান।
এতেক কহিয়া দেব, দ্রুত পাদচারে,
মিশান ত্বরিত ঘোর সংগ্রাম মাঝারে।

কুমার চালা'তে রথ কহে সিব্রিয়নে ;
বাজে কশা, অশ্ব ছুটে সমীর-গমনে।
দিনকর, গ্রীক্‌মনে সমর্পিয়া ভয়,
করিলেন, দৃঢ় যত ট্রোজান্-হৃদয়।
রণ-আশে পেট্রোক্লস্ ভূমে অবতরে,
বাম হস্তে বর্ষা, শিলা শোভে ডান করে ;
রোষে অরিপানে নিক্ষেপিল বীরবর,
সূচাগ্র, অসমতল প্রকাণ্ড প্রস্তর ;
করে বিচূর্ণিত সিব্রিয়নের মস্তক,
প্রায়ামের উপপত্নী-জাত এ যুবক।
ভাঙ্গিল দৃঢ় ললাট নিঠুর আঘাতে ;
যুগল অক্ষিগোলক পড়িল ধরাতে।
অভাগা সারথি, করে রশ্মি শোভা পায়,
প্রাণহীন, রথচ্যুত, ধূলাতে লুঠায়।
অনিচ্ছায় চলে আত্মা কাল-নিকেতন ;
কহে উপহাসি' হন্তা হেরিয়া পতন ;
আহা কি কৌশল সূত প্রকাশে এখন !
রথ-চঞ্চালনে কত দক্ষ শত্রুগণ !
দেখ, অনায়াসে কিবা সাঁতারে বালিতে !
বীরত্ব ওদের হায় ! কেবল মাটিতে !
হরিতে হতের সাজ বেগে অতঃপর,
ধায় দর্পভরে পেট্রোক্লস্ বীরবর ;
যথা যবে অতি দর্পী দুর্জ্জয় কেশরী,
নাশে মেষপালে গিরিগুহা পরিহরি' ;
বিষময় শরে পরে জীবন হারায় ;
হেন সাহসের ত্বরা প্রতিফল পায়।

উলম্ফিয়া রথ হ'তে রথীন্দ্র হেক্টর,
রক্ষে সঞ্চালিয়া অস্ত্র সূত-কলেবর।
হত মৃগ তরে রণে মাতয়ে তেমতি,
মহাবলী সিংহযুগ ভীষণ মূরতি।
আক্রমে কুরঙ্গে ক্রোধে, ক্ষুধার্ত্ত উভয় ;
গভীর গর্জ্জনে বন প্রকম্পিত হয়।
সবলে হেক্টর সূত-শিরঃ ধরি' টানে ;
আকর্ষিছে পেট্রোক্লস্ ধরিয়া চরণে।
চৌদিকে সমরিকুল মাতিল সমরে ;
পলাইছে কেহ, কেহ মারে, কেহ মরে।
শিখরীর প্রতিঘাতে তেমতি সমীর,
নিবীড় বিপিন মাঝে গরজে গভীর।
পত্র বৃক্ষ শাখা উড়ে সে বিষম ঝড়ে ;
স্থূল বজ্রসার মহীরুহ মড়মড়ে ;
মহাশব্দে আন্দোলিত হয় সে কানন ;
যুগপৎ ধরাশায়ী মহাবৃক্ষগণ।
সেইরূপ মহাশব্দে, মহাক্রোধভরে,
সদর্পে উভয় সেনা গর্জ্জিছে সমরে।
কভু ভল্লমালা শূন্যে করিছে হুঙ্কার ;
কভু যুগপৎ বহু শিঞ্জিনী ঝঙ্কা'র।
ছুটে শিলা ; কোনটা বা পড়ে ক্ষেত্র 'পরে,
কোনটা বা শত্রু-ঢাল প্রকম্পিত করে।
বহিছে সমর ঝড় আঁধারি' অঙ্গন ;
ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে মহাবীরগণ,
তুরঙ্গ-চালন-বিদ্যা হয় বিস্মরণ।

এবে সমুজ্জ্বল রথে দেব দিবাকর,
করিলেন অতিক্রম অর্দ্ধেক অম্বর ;
পড়ে অস্ত্রবৃষ্টি উভ বাহিনী উপরে,
সম ভাবে ; বহু গেল শমন-নগরে ;
কিন্তু যবে সিন্ধু'পরে বিরাজে তপন,
সমরে বিজয় লাভ করে গ্রীক্‌গণ।
করি' জয়ধ্বনি তারা প্রফুল্ল অন্তর,
চলিল টানিয়া লয়ে শত্রু-কলেবর।
বীর পেট্রোক্লস্ এবে ক্রোধে পুনর্ব্বার,
পড়িল আস্ফালি' ঘোর বিপক্ষ মাঝার ;
আক্রমে ত্রিবার, যেন আপনি রণেশ ;
প্রতিবারে নয় বীরে নাশিল বীরেশ।
হেথা কীর্ত্তিশেষ তাঁর ! অদৃষ্ট হেথায়,
জীবনের শেষসূত্র ত্বরিত এলায়।
প্রবল এপলোদেব রোধে গতি তাঁর ;
ডাকে মৃত্যু ; পরমায়ু নিঃশেষ এবার।
দিবাকর মেঘ মাঝে ঢাকি' নিজ কায়,
পশ্চাৎ হইতে গুরু আঘাতে তাঁহায়।
সে ভীম প্রহারে শিরঃ হইল ঘূর্ণিত ;
চক্ষুঃ স্রাবে অগ্নি ; সংজ্ঞা হারা'য়ে ত্বরিত
নেহারে আঁধার বীর ; শিরস্ত্রাণ তাঁর,
হয়ে চ্যুত, দূর ভূমে করিল ঝঙ্কার।
একিলিস্ প্রবীরের রম্য শিরঃসাজ,
ধূলায় প্রথম এই ধূসরিত আজ !
বহুকাল রণস্থল করিয়া উজ্জ্বল,
দেবীসুত-শিরোপরে শোভিত কেবল।

অর্পিল এ সজ্জা যোভ্, হেক্টরে এখন,
অল্প দিন তরে, তাঁরো নিকটে মরণ !

খসিল কাঁপিয়া বর্ষা ; ঢাল সুবিস্তৃত
হ'ল করচ্যুত ; কটিবন্ধ ভূপতিত।
পড়িল বিশাল রক্ষঃপাটা জ্যোতির্ম্ময় ;
অবশ হইল অঙ্গ, কাঁপে শিরাচয়।
বিস্ময়ে দাঁড়ায় শূর মূঢ় জন সম ;
ধরে সুরভুজ হেন বীর্য্য অনুপম !

ছিল ডার্ডানীয় যুবা খ্যাত চরাচরে,
পেন্থসের বংশী, উফর্বস্ নাম ধরে,
তুরঙ্গম-সঞ্চালনে দক্ষ অতিশয়,
পটু তিরন্দাজ, রণে সতত দুর্জ্জয়।
যদিও সমর-বিদ্যা শিখিছে সম্প্রতি,
বীর্য্যে তাঁর রথচ্যুত বিংশ মহারথী।
প্রথমে এ যুবা বর্ষা হানিয়া তাঁহারে,
বিন্ধে দেহ ; অন্য কিছু করিবারে নারে ;
বীর পেট্রোক্লস্-দর্প সহিতে নারিয়া,
সবলে সে বিদ্ধ বর্ষা তুলি' আকর্ষিয়া,
ত্বরা স্বপক্ষীয় মাঝে যায় পলাইয়া।
এইরূপে পেট্রোক্লস্ পরাভূত হ'য়ে,
দেবনর-করে, শঙ্কা পূরিত হৃদয়ে,
নিজ সেনাদল মাঝে বিফলে পলায়,
এড়াইতে সে নিয়তি, ঈশ অর্পে যায় !
বীরেন্দ্র হেক্টর হেরি' আহত প্রবীরে,
ধাবি' সেনা মধ্য দিয়া, আক্রমে অচিরে।

গ্রীক্‌বীর-অঙ্গে বর্ষা বাজিল বিষম ;
পড়ে যুবা, কাঁপে ধরা, ঝঙ্কারে বরম।
দুখে ডুবে গ্রীক্ ; যত গ্রীসীয় জীবিত,
হইল নিহত যেন এ জন সহিত।
যথা মরুভূমি মাঝে উত্তাপ-তাপিত,
মিলয়ে ভীম কেশরী বরাহ সহিত,
শীতল নির্ঝরে ; দোঁহে জলপান তরে,
যুঝে রোষে ; দ্রংষ্টা বহি' রক্তধারা ঝরে।
অতঃপর জিনে যুদ্ধ মৃগেন্দ্র দুর্জ্জয় ;
বরাহ, পিপাসা প্রাণ ত্যজয়ে উভয়।
সেইরূপ পেট্রোক্লস্ করিয়া নিধন
বহু বীরে, ত্যজে পরে আপন জীবন।
হেক্টর্ নিরখি' তাঁয় নিজ পদতলে,
এক দৃষ্টে হেরি' মুখ, দর্পভরে বলে ;—
থাক হেথা পেট্রোক্লস্! উল্লাস তোমার,
ট্রয়রাজ্যধ্বংসে, হায়! ফুরা'ল এবার ;
দহি'ত্র প্রদেশ, কত করেছিলে আশা,
শমিবে যুবতী-লাভে প্রণয়-পিপাসা।
মূঢ় নর! সদা আমি রক্ষি এ নগরী,
সুন্দরী নিকর তব না হ'বে কিঙ্করী।
তব কলেবর হ'বে গৃধিনী-আহার ;
কি করিবে একিলিস্, কিবা সাধ্য তার ?
সেই দুষ্ট সখা তব, বিদায়-সময়,
অসম্ভব আজ্ঞা তোমা করেছে নিশ্চয়,
"ফিরনা, ফিরনা সখে! (দিয়াছে বলিয়া)
হত হেক্টরের অস্ত্র বর্ম্ম না লইয়া।"
হারাইলে প্রাণ তুমি, সে বাক্য শুনিয়া।

স্থির নেত্রে জন্মশোধ নিরখি' অম্বরে,
ফেলি' দীর্ঘশ্বাস, যুবা কহে ক্ষীণস্বরে ;—
থাম গর্ব্বী ! দেব বলে করহ প্রত্যয় ;
এপলো যোভের কার্য্য, তব বীর্য্যে নয় !
সুরের এ কর্ম্ম, তুমি গর্ব্ব কর যা'য় ;
করিল অমর নিজে নিরস্ত্র আমায়।
তব সম বিংশ নর, ওরে দুরাশয় !
মম সহ ন্যায় যুদ্ধে মরিত নিশ্চয়।
প্রথমে ফিবস্ মোরে করিল প্রহার,
পরে উফর্বস্, শেষে বীরত্ব তোমার।
এবে শেষ বাক্য মম, শুনরে দুর্ম্মতি !
মম মুখে সুর তব ঘোষিছে নিয়তি ;
মম সম দশা তব হ'বে মূঢ়জন !
নিকটে আসিছে কাল ব্যাদানি' বদন।
দেখি, জীবনের প্রান্তে তুমি অবস্থিত,
নাশিছে তোমার একিলিস্ কোপান্বিত।

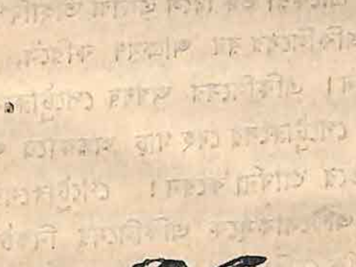
অবসন্ন হ'ল বীর ; পরাণ পলায়,
(জড়পিণ্ড সম দেহ রহিল ধরায়,)
নির্জ্জন তিমিরময় কালের নগরে,
বিবস্ত্র বিকটমূর্ত্তি প্রেতরূপ ধ'রে।

নীরবে, নিশ্চলআঁখি প্রবীর হেক্টর,
হে'রি শব ক্ষণকাল, করিল উত্তর ;—

হেন ভবিষ্যৎবাণী, কি হেতু তোমার,
ঘোষিতেছে অনিশ্চিত নিয়তি আমার ?
কেন বা সে একিলিস্, হেক্টরের বাণে,
না মরিবে ? ঈশ্বরের ইচ্ছা কেবা জানে

বিষাদে এতেক কহি', স্থাপিয়া চরণ,
শত্রু-অঙ্গে, তুলি' বর্ষা ক'রে আকর্ষণ,
ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপিল শব ; ক্রোধে অতঃপর,
সারথিরে আক্রমণ করে বীরবর।
সুদক্ষ অটোমিডন্ অশ্ব চালাইয়া,
দ্রুতবেগে, দূরদেশে যায় পলাইয়া।
স্বর্গীয় তুরঙ্গযুগ ধায় বায়ুভরে।
যোভ্‌দেব অশ্বদ্বয়ে অর্পেছিল নরে।

ষোড়শ কাণ্ড সমাপ্ত।



সপ্তদশ কাণ্ড।

সপ্তম যুদ্ধ, পেট্রোক্লসের দেহের নিমিত্ত মেনিলসের শৌর্য্য।

বিষয়।

মেনিলস্ শত্রু-হস্ত হইতে পেট্রোক্লসের দেহ রক্ষা করেন। উফর্বস্ নিহত হ'ন। হেক্টরের আগমনে মেনিলস্ প্রথমে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, এজাক্সের সহিত পুনরাগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে তাড়িত করেন। পলায়মান হেক্টর্, গ্লকসের তিরস্কারে উত্তেজিত হইয়া, নিহত পেট্রোক্লসের বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হন। গ্রীকেরা ভঙ্গ দিলে এজাক্স তাহাদিগকে একত্রিত করেন। ইনিয়স্ ও হেক্টর্, একিলিসের রথ আক্রমণ করিলে, অটোমিডন্ রথ লইয়া দূরে পলায়ন করেন। একিলিসের অশ্বদ্বয় পেট্রোক্লসের মৃত্যুতে আক্ষেপ করে। যোভ্‌দেব, পেট্রোক্লসের দেহ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত করেন; এই ঘটনায় এজাক্স কাতরে প্রার্থনা করেন। পেট্রোক্লসের মৃত্যু-সংবাদ দিবার নিমিত্ত মেনিলস্, এণ্টিলোকস্‌কে একিলিসের নিকট প্রেরণ করেন এবং যুদ্ধে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মেরিয়নিস্ ও এজাক্সের সাহায্যে অদ্ভুত বীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক মৃতদেহ শিবিরে লইয়া যান।

(সময়—অষ্টবিংশ দিবসের সন্ধ্যাকাল। দৃশ্য—ট্রয়ের সমীপস্থ প্রাঙ্গণ।)

নিপতিত শব মাঝে পেট্রোক্লস্ বীর,
অরাতির প্রহরণে বিক্ষত-শরীব।
মহামতি মেনিলস্ ব্যথিত হইয়া,
রক্ষিতে সে দেহ, রোষে পড়ে লাফাইয়া,

তেমতি নবপ্রসূতী গাভী স্নেহ-ভরে,
সদ্যজাত শিশু বৎসে প্রদক্ষিণ করে,
ব্যগ্রভাবে, (যবে বৎস্য শায়িত, দুর্ব্বল,)
চারিদিকে পুনঃ পুনঃ ভ্রময়ে কেবল।
রোষে অরিগণে ভূপ অমিত-বিক্রম ;
দীপে ঢাল, বর্ষা ঝকে ক্ষণপ্রভাসম।
অস্ত্রক্ষেপ-সুনিপুণ পেন্থস্-তনয়,
নিরখিয়া হত বীরে উপহাসি' কয় ;—
এই হস্ত মেনিলস্ ! পেট্রোক্লসে নাশে ;
ক্ষান্ত হও যোধ ! বৃথা মত্ত রণ-আশে।
ত্যজ হত বীর-দেহ—মম বীর্য্য ফল ;
পলাও জীবন ল'য়ে, বৃথা বাহুবল !
এত কহে ট্রয়যোধ। স্পার্টার ঈশ্বর,
কোপদগ্ধ, ঘৃণাভরে করিল উত্তর ;—
হাসিছ না তুমি যোভ ! স্বর্ণাসন 'পর,
অপরের কার্য্যে যবে গর্ব্ব করে নর ?
হেন গর্ব্ব নাহি করে কেশরী কখন,
কিংবা মহাবলশালী শার্দ্দূল ভীষণ,
অথবা বন্য বরাহ (ভীতি কাননের,)।
দর্প করে নর মাত্র বৃথা সামর্থ্যের !
পেন্থসের পুত্রগণ, সবার উপর,
প্রকাশয়ে অহঙ্কার মনুষ্য ভিতর ;
তথাপি হিপেরিনরে, সোদর উপহার,
পাঠায়েছি অল্প দিন, শমন-আগার।
বৃথা অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে সে দুর্ম্মতি,
আসিল যুঝিতে, ফল পাইল তেমতি।

রঞ্জিত বালুকা 'পরে হেরেছি তাহায়,
ত্যজিতে জনমশোধ, জনক-প্রিয়ায়।
হ'বে তার দশা তব, নির্ব্বোধ যুবক!
যাও ভ্রাতৃপাশে, যথা ষ্টিগীয় নরক;
কিংবা কর পলায়ন প্রাণরক্ষা তরে;
না বুঝি' বলীর বল মূঢ় জন মরে।
ক্রোধে কহে য়ুফর্বস্, জানা যা'বে বল;
এস, লভ এবে মম ভ্রাতৃবধ-ফল।
পিতা মম, অভাগিনী ভ্রাতৃবধূ আর,
যৌবনে বিধবা, চাহে মস্তক তোমার।
অর্পি' তব অস্ত্র বর্ম্ম, শিরস্ত্র উজল,
শান্ত্বনিব দোঁহাকার সন্তাপ-অনল।
ধর অস্ত্র, কালক্ষেপে নাহি ফল আর;
বজ্রপাণি বলবীর্য্য করিবে বিচার।
এত কহি' ত্বরা ভল্ল ত্যজে যোদ্ধৃবর;
বাজিয়া সে তীব্র শস্ত্র শত্রু-ঢালোপর,
হ'য়ে বিকুণ্ঠিত, বেগে পড়িল ধরাতে।
আটরাইডিস্ এবে প্রস্তুত আঘাতে।
ভীষণ নারাচ তাঁর বিফলে না ধায়;
বিন্ধি' স্থূল গ্রীবা, ভূমে নিপাতিল তাঁয়।
সুবিস্তৃত ক্ষতচিহ্ন আবির্ভূত হয়;
বিলুণ্ঠিত যুবাযোধ, বাজে অস্ত্রচয়।
কেশগুচ্ছ-শ্রেণী তাঁর অতি সুশোভন,
পরিতে গরব যাহা ভাবে গ্রীকৃগণ,
মণ্ডিত কনকে, নানা রত্ন শোভে তায়,
ধূলিময়, রক্তমাখা গড়াগড়ি যায়!

যথা শিশু শিশুতরু, সুচারু কাননে,
সতত হরিৎবর্ণ নির্ঝর-সেচনে,
উত্তোলি' সুন্দর শির কুসুম-শোভিত,
মৃদুল বায়ু-হিল্লোলে হয় আন্দোলিত;
হেন কালে প্রভঞ্জন ঘন গরজিয়া,
আক্রমিল তায়, ক্রোধে বন কাঁপাইয়া।
কোমল তরুণ তরু হ'য়ে উৎপাটিত,
বিবর্ণ মাধুরীশূন্য, ভূমে বিলুণ্ঠিত;
যুবাবর য়ুফর্বস্ লুঠায় তেমতি;
হরে রম্য সজ্জা তাঁর স্পার্টা-অধিপতি।
জয়োদ্ধত উচ্চশিরা জেতারে হেরিয়া,
আতঙ্কে ট্রোজান্, সেনা যায় পলাইয়া;
পলায় তেমতি দেখি' সিংহ মহাবল,
কুক্কুর নিকর সহ রাখালের দল;
নিরখে যখন তারা, বৃষে বিনাশিয়া,
করে রক্তপান হরি ঘন গরজিয়া।
শঙ্কায় বিবর্ণ সবে পলায় অব্যাজে;
করি' ঘোর কোলাহল উপত্যকা বাজে।
এপলো নিরখি' আর্দ্র হয়ে করুণায়,
উদ্ধারিতে হত বীরে হেক্টরে পাঠায়,
(মেণ্টিসের মূর্ত্তি ধরি', যতনে যে জন
অস্ত্র সিকোনীয়গণে শিখাইল রণ।)
ক্ষান্ত হও, (কহে দেব) বৃথা অনুসৃতে,
দিব্য একিলিস্-অশ্ব দুর্লভ মহীতে।
তা' সবায় দমিবারে নাহি পারে নর,
পারে মাত্র একিলিস্ মানব প্রবর!

বহুক্ষণ তুমি মিছা পাইছ প্রয়াস,
ফের এবে, দেখ য়ুফর্বসের বিনাশ ;
হত স্পার্টাপতি-করে ! যে বহ্নি মহান্
দগ্ধ করে বহু, এবে হয়েছে নির্ব্বাণ !
এতেক কহিয়া তাঁয় এপলো অমর,
মিশাইল বায়ুবেগে সমরি-ভিতর।
তীব্র শেল সম হেন বচন তাঁহার,
বিন্ধে হেক্টরের হৃদে ; বীরেন্দ্র এবার,
চাহে চারি ভিতে ব্যগ্রে ; হেরিল তখনি,
লুণ্ঠিত যুবক-দেহ রঞ্জিছে ধরণী,
(ক্ষতস্থানে রক্ত-ধারা ঝরে দরদরে,)
শোভে তাঁর দীপ্ত সাজ হন্তারক-করে।
সেনামধ্য দিয়া দ্রুত ধায় বীরবর,
বজ্রনাদসম স্বরে বিদারি' অম্বর।
ভল্কান্-প্রেরিত বহ্নি সম সে নিস্বন,
মুহূর্ত্তে জ্বালিল যত সমরীর মন।
আটরাইডিস্ বীর শুনি' সে আরাব,
গণি' পরমাদ, প্রকাশিল মনোভাব ;
ত্যজিব কি পেট্রোক্লসে ভূতলে শায়িত,
অকালে, আমারি তরে কাল-কবলিত ?
দিব কি স্মরণ-চিহ্ন সজ্জা অরিগণে,
অথবা বুঝিব একা হেক্টরের সনে ?
অরিবীর, ঈশ্বরের অনুগ্রহ-বলে,
ধরে সুরবল ভুজে, অজেয় ভূতলে।
ক্ষম গ্রীস্ ! মোরে, যদি রণ ত্যজি' যাই,
না ডরি হেক্টরে আমি, দিবেশে ডরাই।

তথাপি যদ্যপি শুনি এজাক্সের স্বর,
না পারে ত্রাসিতে মোরে নর বা অমর;
তা হ'লে যুঝিয়া পুনঃ ত্যজি' ভয়লেশ,
পেট্রোক্লস্ প্রবীরের যাহা অবশেষ,
সমর্পিব একিলিসে! বলিবারে আর
নাহি কাল; শত্রুসেনা করে হুহুঙ্কার;
অতীব ভীষণ দৃশ্য!—সম্মুখে হেক্টর।
ফেলি' দীর্ঘশ্বাস নৃপ ত্যজিল সমর।
যথা সিংহ বিতাড়িত কোলাহল-শরে,
ধীরে অনিচ্ছায় মেষশালা পরিহরে;
পলায় কেশরী বটে; কিন্তু অনিবার,
ফিরিয়া আরক্তনেত্রে দেখে চারিধার।
স্পার্টার বাহিনীমাঝে ভূপ প্রবেশিয়া,
নব বলে বলী হ'য়ে দাঁড়ান ফিরিয়া;
নিরখিয়া বীরগণে ব্যগ্রভাবে অতি,
নরদেব এজাক্সেরে চিনিল ভূপতি;
বামভাগে অরিত্রাস শূর অবস্থিত,
ভীম বর্ম্মধারী, অঙ্গ রুধিরে রঞ্জিত।
যুঝিছে সে স্থলে রথী, যথা দিবাকর
কাঁপাইছে আতঙ্কেতে সবার অন্তর।
কহিল ভূপাল তাঁয়; হে এজাক্স বীর!
এস ত্বরা, রক্ষ পেট্রোক্লসের শরীর।
দেবী-পুত্র একিলিসে সে কায়া-অর্পণ
অবশ্য উচিত; অন্য বিফল এখন!
উলঙ্গ বর্মহীন সে শূর শয়ান;
হরিয়াছে সজ্জা তাঁর হেক্টর্ মহান্।

হেন বাক্যে রুষে রথী। উভয়ে এবার,
প্রবেশিল বীরদর্পে বিপক্ষ মাঝার।
এদিকে হেক্টর্ ল'য়ে হত যুবাবরে,
অভিলষে সমর্পিতে মাংসাসি-নিকরে;
কিন্তু এবে এজাক্সের হেরি' আগমন,
আরোহিয়া রথে ত্বরা করে পলায়ন।
জয়-চিহ্ন, শত্রু-সাজ ল'য়ে সেনাদল
চলে ট্রয়ে, ঘোষিবারে কুমারের বল।
প্রবীর এজাক্স এবে (ঢাল বিস্তারিয়া)
রক্ষে হতশূর-দেহ যত্নে আবরিয়া;
কভু বা পশ্চাতে, সম্মুখেতে আরবার।
তেমতি নিবিড় ভীম অরণ্য-মাঝার,
শিশু শাবকের সিংহী ভ্রমে চারি ভিতে,
প্রবেষ্টিত আততায়িগণে নিবারিতে;
প্রকাশে ভীম বিক্রম মহাক্রোধভরে;
কুঞ্চিত ভ্রূযুগ্ম ঝুলে দীপ্ত আঁখি 'পরে।
অবস্থিত পার্শ্বে তাঁর, স্পার্টাঅধিপতি
অভিলষে প্রতিহিংসা ক্ষোভযুত অতি।
লিসিয়ার সেনাপতি গ্লকস্ ভীষণ,
তর্জ্জিয়া হেক্টরে কহে হেরি' পলায়ন;—
এবে সে হেক্টর্ আর হেক্টর্ কোথায়?
দেহ বীরসম, নাহি পৌরুষ উহায়!
এই কিহে বীরবর! বীরত্ব এখন?
গুণহীন বীরনামে কিবা প্রয়োজন!
ত্যজিলে সমর যদি, ভাবহ উপায়,
কিরূপে রক্ষিবে তব ট্রয় ধ্বংসপ্রায়।

ইলিয়ন্-রক্ষা নির্ভরিছে-তব করে,
না করিও আশা এবে বিদেশীর 'পরে।
বৃথা শূন্যগর্ভ গর্ব্ব! লিসীয়ানগণ,
মরিবে কি, যা' সবায় করিলে বর্জ্জন?
তব' পরে অকৃতজ্ঞ! কি ভরসা আর?
সহকারী সার্পিডন্ প্রমাণ তাহার।
কেন বা স্রাবিবে রক্ত মম সেনাগণ,
শত্রু-হস্তে সার্পিডনে অর্পিলে যখন?
ট্রয় তরে দিল ভূপ প্রাণ আপনার,
করিলে শরীর তাঁর গৃধিনী-আহার!
আছয়ে যতেক যোধ অধীনে তোমার,
ফিরুক এখনি, ট্রয় হ'ক ছারখার।
দেবের প্রসাদে যদি জ্বলে এইক্ষণে,
বীর্য্যবহ্নি, একমাত্র ট্রোজানের মনে,
(সেইরূপ, জ্বলে যাহা হৃদয়ে সবার,
স্বদেশের তরে যারা ধরে তরবার,)
তা হ'লে পুনশ্চ মোরা যুঝি দর্পভরে;
পশি ল'য়ে শত্রু-শব ট্রয়ের নগরে।
হায়! যদি পেট্রোক্লস হ'ত মোসবার
পারিতাম সার্পিডনে করিতে উদ্ধার!
একিলিস্ মিত্রে গ্রীক্ ল'য়ে বিনিময়,
অধিকৃত সার্পিডনে অর্পিত নিশ্চয়।
বৃথা বাক্য! যদি আসে এজাক্স্ এখন,
আতঙ্কে হেক্টর রথী হ'বে বিচেতন!
দাঁড়া'তে সম্মুখে তাঁর তব সাধ্য নাই,
গণি' মনে পরমাদ পালাইছ তাই।

ট্রয়রবি, নিরখিয়া আরক্ত নয়নে,
লিসীয় নেতায়, কহে গম্ভীর বচনে ;—
হইল কি হেক্টরের শুনিতে এবার,
হেন বীরমুখে বন্ধো! হেন তিরস্কার ?
আছিল বিশ্বাস মম, তুমি বুদ্ধিমান ;
কিন্তু নাহি করে জ্ঞানী হেন অপমান।
ডরি কি এজাক্সে আমি ? ত্যজিনু স্বদলে ?
অসত্য এ বাক্য প্রমাণিব বাহুবলে।
ভীষণ সমরে আমি উল্লাসেতে ভাসি,
শুনিতে রথ-নির্ঘোষ সদা ভালবাসি ;
কিন্তু সে যোভের ইচ্ছা অলঙ্ঘ্য সতত,
সাহসী চকিত হয়, বীর বুদ্ধিহত ;
এই তিনি দেন নরে গৌরব অপার,
মুহূর্ত্তে জেতার যশঃ হরেন আবার !
এস, সেনা মধ্য দিয়া চল ত্বরা করি',
সাক্ষী তুমি বীর ! যদি রণে আজি ডরি !
দেখা যা'বে কোন্ গ্রীক্ না ডরে হেক্টরে,
কিংবা কোন্ বীর সেই শব রক্ষা করে।
ফিরি' সেনা পানে শূর কহে অতঃপর ;—
ট্রোজান্ ! ডার্ডান্ ! ওহে লিসীয় নিকর !
করহ তেমন কার্য্য, নামেতে যেমন,
রাখহ স্মরণ সেই যশঃ পূর্ব্বতন।
পরিবে হেক্টর্ একিলিসের বরম,
ছিঁড়ি' সখা-অঙ্গ হ'তে, প্রকাশি' বিক্রম।
এত কহি' চলে দ্রুত প্রবীর দুর্জ্জয়,
(শিরস্ত্রে অসিত শিখা প্রকম্পিত হয়।)

কিছু দূর গিয়া বীর হেরিল নয়নে,
শত্রু-সজ্জা ল'য়ে সেনা চলে ইলিয়নে,
নাতিদূরে ক্ষেত্র 'পরে ; হয়ে উল্লাসিত
দ্রুতপদে তা'সবার হন সন্নিহিত।
নিজ সজ্জা ট্রয়রবি খুলিল ত্বরায় ;
ল'য়ে তাহা সৈন্যগণ ট্রয়মাঝে যায়।
দীপ্ত বর্ম্ম রথিশ্রেষ্ঠ পরিল এবার,
অমর-রচিত, দেবদত্ত উপহার ;
অর্পিলেন একিলিসে, পিলুস্ নৃবর,
অর্পে ছিল পিলুসেরে প্রথমে অমর।
বহু দিন একিলিস্ পরিবারে নারে,
পিতৃআয়ুঃ নাহি দিল বিধাতা তাঁহারে !
এইরূপে বীরবর সাজি' দীপ্ত সাজে,
মহাদর্পে ভ্রমে রঙ্গে, রণাঙ্গণ মাঝে ;
দূর হ'তে বজ্রধর নিরখিয়া তাঁয়,
ভাবেন অদৃষ্ট ফল আর্দ্র করুণায়।
মনোদুখে দেবরাজ শিরঃ সঞ্চালিয়া,
কহিলেন ; অলিম্পস্ উঠিল কাঁপিয়া ;
হায় ! হতভাগ্য ! নাহি জান পরিণাম !
ক্ষণস্থায়ী তুমি, ভাগ্যদেবী তোমা বাম !
স্বর্গীয় বরমে তুমি হইয়া সজ্জিত,
অবস্থিত, শত্রুকুল হেরি' চমকিত,
যথা হেরি' একিলিসে ! বধিয়াছ হায় !
একিলিস্ প্রবীরের প্রাণের সখায়।
হত বীর হ'তে এবে নিলে সে বরম,
এককালে পরে যাহা রথী নরোত্তম !

বাঁচ তবু! দিনু আয়ুঃ একদিন আর,
লভ খ্যাতি ক্ষণ; ত্বরা নিপাত তোমার।
দ্বারে এণ্ড্রোমেকি ধনী আর না আসিয়া,
ল'য়ে যাবে তোমা গৃহে, উল্লাসে ভাসিয়া;
তব ক্লান্ত অঙ্গ হ'তে না খুলিবে আর,
পেলিডিস্ প্রবীরের দীপ্ত বাণবার!

এত কহি' করি' দেব শিরঃপ্রকম্পন,
করিলেন দৃঢ় মুখ-নিঃসৃত বচন।
সে প্রদীপ্ত দিব্য সজ্জা, (যোভের আজ্ঞায়)
বসিল সুন্দররূপে হেক্টরের গায়।
সুরের প্রসাদে শূর নব বল ধরে,
সহসা বীরত্ব সর্ব্ব শিরাতে সঞ্চরে।
বেগে ধমনীতে রক্ত প্রবাহিত হয়;
হৃদে তাঁর বসে মার্স্ রণেশ দুর্জ্জয়।
হুঙ্কারি' বিকট দ্রুত ভ্রমে বীরবর,
যেন একিলিস্ রথী, অথবা অমর।
উৎসাহে পর্য্যায়ে শূর, মেস্থিস্, গ্লকসে,
মিডন্, ফোর্সিস্, ক্রোমিয়স্, হিপোথসে;
রুষিল থার্সিলোকস্ সমরে দুর্ব্বার;
মাতিল অস্টারোফুস্ এ বাক্যে তাঁহার,
ভাবীবাদী মহাজ্ঞানী ইনোমস্ আর।

শুন ওহে বীরবৃন্দ! শুনহ বচন,
নিকটস্থ, দূরবাসী যোধ অগণন!
না করি আহ্বান হেথা তোমা সবাকারে,
বিপুল সংখ্যার মাত্র গর্ব্ব করিবারে।

এসেছ সমরে সবে ; কর পরাজয়
ভীম অরি, ট্রয়রাজ্য করিতে নির্ভয়।
ভুঞ্জিতেছ একারণ মোসবার ধন,
ট্রয়ের সে রাজকোষ নিঃশেষ এখন!
যুদ্ধ জয় কিংবা মৃত্যু পণ কর আজ ;
দেহপাত কিংবা জয় সমরের কাজ।
পেট্রোক্লসে অধিকার করিবে যে জন,
যে জন আনিবে তারে করি' আকর্ষণ,
হেক্টরের সম যশঃ নিশ্চয় তাঁহার ;
লভিবে এ সজ্জা, পাত্র হইবে পূজার।
হেন বাক্যে যোধকুল পরিহরি' ডর,
মিলিল সদর্পে, তুলি' নারাচ প্রখর।
রোষে গ্রীকগণে সবে করে আক্রমণ ;
এজাক্সে জিনিতে বাঞ্ছা করে প্রতি জন।
বৃথা বাঞ্ছা! কত যোধ যা'বে যম-ঘরে!
হত হ'বে কত বীর সে দেহের তরে!
এজাক্স হেরিয়া দূরে অরাতি নিকরে,
ভীম প্রভঞ্জনসম, কহে সহচরে ;—
হায়! সখে! উপনীত বিপদ দুর্ব্বার ;
ফুরাইল বুঝি নরলীলা মোসবার!
রোধিতে ও শত্রু সাধ্য মোসবার নয়,
হত বীর গৃধ্রভক্ষ্য হইল নিশ্চয়!
নির্জ্জিত হইব দোঁহে ; কালের কবলে,
তুমি, আমি, কিংবা সখে! পড়িবে সকলে।
দেখ ভীম ব্যাতাসম আসিছে হেক্টর,
গর্জ্জে বজ্র যেন মোসবার শিরোপর!

পড়িল প্রবীর ভূমে সংজ্ঞা হারাইয়া।
প্রবাহে মস্তিষ্ক বেগে ক্ষত স্থান দিয়া।
ত্যজি' পেট্রোক্লসে, তাঁর দেহের উপর,
শায়িত প্রবীর এবে শব-সহচর!
রহে যোধ, জন্মভূমি লরিসা ত্যজিয়া,
হেন দূরদেশে, পিতৃসেবা পাশরিয়া।
হায়! হতভাগ্য বীর, এ ভীম সমরে,
কৈশোরে হইল হত এজাক্সের করে!
এজাক্সের পানে ভল্ল হানিল হেক্টর।
হেরি' গ্রীক্, উড়ে অস্ত্র আকাশ উপর,
সরিয়া পাইল ত্রাণ। সে শস্ত্র ভীষণ,
ধরিল হৃদয়ে, ইফিটসের নন্দন,
মহাবল স্কিডিয়স্, ফোসীয় মাঝার,
অসম সাহসী, জ্ঞানী, গুণের আধার,
পেনোপি নগরে, যোদ্ধা হেতু পরিচিত,
বসি' বীর, চতুঃপার্শ্ব-প্রদেশ শাসিত।
ভেদিয়া পীবর গ্রীবা করি' রক্তপান,
শোভে উভ স্কন্ধ মাঝে সে ভীষণ বাণ।
পড়িল প্রবীরবর কাঁপা'য়ে ধরণী;
গুরুবর্ম্ম, অস্ত্রাবলী বাজিল ঝঞ্ঝনি'
রক্ষিবে হিপোথাউসে, ফোর্সিস্ যেমন,
উদরে হানিল বর্ষা বীর টেলামন।
ভাঙ্গিল সুদৃঢ় বর্ম্ম বিকট প্রহারে,
তিতিল সমরভূমি রুধিরের ধারে।
মুমূর্ষু অভাগা বীর তীব্র যাতনায়,
ফেলি' ঘন ঘন শ্বাস, বিলুণ্ঠে ধূলায়।

এ দৃশ্যে পলায় ভয়ে ট্রোজান্ সমাজ।
সিংহনাদি' হরে গ্রীক্ হত শত্রু-সাজ।
এবে সুনিশ্চয় যত ট্রয়ের সমরী,
পলা'ত নগর মাঝে রণ পরিহরি';
বিজয়, গ্রিসীয়গণ লভিয়া এবার,
করিত ব্যাঘাত দিব-পতির ইচ্ছার;
ইনিয়সে উৎসাহিল ফিবস্ মহান,
ধরি' বপু, পেরিফস্ স্থবির সমান,
(অতি বৃদ্ধ দূত, এঙ্কিসিসের সভায়,
মহামান্যে নিজ দীর্ঘ জীবন কাটায়।)
কহিল স্থবির ;—কহ কি উপায়ে বীর!
রক্ষিবে এ ট্রয়, কোপে ত্রিদিব-পতির ?
ছিল পূর্ব্বে বীরকুল, যাঁরা বুদ্ধিবলে,
সাহসে, সংখ্যায় কিংবা সমর-কৌশলে,
যুঝি' প্রাণপণে বলী অরাতি সহিত,
রক্ষিতে স্বদেশ বাধ্য অমরে করিত;
হায়রে! তোমরা কিন্তু, যবে দিবেশ্বর
অর্পে জয়, অনুকূল ট্রয়ের উপর,
ঘোর বৈরিভাব প্রকাশিয়া পরস্পরে,
ধ্বংসিতে এ রাজ্য বাধ্য করিছ ঈশ্বরে!
হেরি' বৃদ্ধে ক্ষণ, ইনিয়স্ দুরজয়,
চিনি' ছদ্মবেশী দেবে, হেক্টরেরে কয়;
কি লজ্জা! মরিব মোরা তুচ্ছ ভয় তরে,
ত্যজিয়া সমর ধাই পশিতে নগরে!
অমর, (সামান্য নহে) আশ্বাসি' আমায়,
কহিল, জিনিব মোরা যোভের কৃপায়।

এত কহি' পশে বীর বিপক্ষ মাঝার।
ধাবিল সকল যোধ এ দৃষ্টান্তে তাঁর।
প্রথমে লিয়োক্রিটস্, ভীম ভল্লে তাঁর,
লিকোমিডি-সখা, গেল শমন-আগার;
ক্রোধে লিকোমিডি রথী মহাবলবান;
প্রতিহিংসা তরে করে নারাচ সন্ধান।
সে ভীষণ শস্ত্র ঘোর করিয়া হুঙ্কার,
পশে এপিসেয়নের হৃদয় মাঝার;
রম্য পিয়োনিয়া হ'তে করে আগমন,
এষ্টারোফুসের মাত্র দ্বিতীয় এজন।
পতন, এষ্টারোফুস্ নিরখি' নয়নে,
ক্রোধমত্ত, বৃথা আক্রমিল অরিগণে।
অসংখ্য গ্রিসীয় বীর শবেরে বেড়িয়া,
শ্রেণীবদ্ধ অগণন ঢাল বিস্তারিয়া,
উত্তোলি' নারাচমালা, সদর্পে দাঁড়ায়,
পিত্তল প্রাকার, কিংবা লৌহ বনপ্রায়!
নিরখি', তা সবে, ত্বরা এজাক্স্ ভীষণ,
সুকৌশলে বৃত্তাকারে করিল স্থাপন;
যুদ্ধ জয়, কিংবা মৃত্যু আদেশে সবায়
থাকি' একস্থানে; নিজে সম্মুখে দাঁড়ায়।
যুঝিছে অটলভাবে গ্রীক্ যোধচয়,
আঘাতে, আঘাত সহে; রক্তনদী বয়।
আহত হইল বহু গ্রীসীয় ট্রোজান;
শোভে মৃতদেহ-রাশি পর্ব্বত সমান।
প্রাণপণে, মহাদর্পে গ্রীক্ বীরগণ
দাঁড়া'য়ে নিশ্চল ভাবে, করিতেছে রণ।

যেন বাঁধিয়াছে যুদ্ধ অনলে অনলে,
পর্য্যায়ে নির্ব্বাণ হয়, পর্য্যায়েতে জ্বলে।
পূরিত সকল দিক তিমির ভীষণে;
মহাদ্যুতি চন্দ্র সূর্য্য উপগ্রহগণে,
বোধ হয় যেন লুপ্ত! দিবা তিরোহিত;
মধুর গগন-শোভা হ'ল অন্তর্হিত।
বেড়িল সে পেট্রোক্লসে এ হেন তিমির;
অন্য স্থানে দিবালোকে যুঝে যত বীর;
সর্ব্বত্র লক্ষিত হয় সুনীল আকাশ;
শিখরি-শিখরে নাহি বাষ্প-পরকাশ।
প্রখর তপনদেব বিস্তারে কিরণ;
দিবার আলোকে জ্বলে বিশাল গগন।
যুঝে যোধগণ ক্ষেত্র'পরে বিস্তারিয়া;
অবিরাম শরজাল ছুটিছে গর্জ্জিয়া;
কিন্তু পেট্রোক্লসে বেড়ি' আছয়ে তিমির;
তর্জ্জে মৃত্যু তথা, ধরাশায়ী বহু বীর।
এদিকে, পশ্চাতে নেষ্টরের পুত্রগণ,
ক্রোধভরে ভীম বর্শা করি' প্রকম্পন,
যুঝে বিচঞ্চলভাবে; পিলীয় নিকরে,
তরীতে নেষ্টর্ বৃদ্ধ হেন আজ্ঞা করে।
এরূপে সমর মাঝে গর্জ্জে ভ্রাতৃগণ,
নাহি জানে একিলিস্-সখার নিধন।
এখনও আহা! তারা করে অনুমান,
হরিছে সে যুবা বীর ট্রোজানের প্রাণ।
বেড়ি' শব বীর সব করে মহামার,
বিলুণ্ঠিত বহু যোধ অঙ্গন মাঝার।

অতি শ্রান্ত সবে ; ঘর্ম্ম রুধির ধূলায়,
জানুপদ সবাকার প্রপূরিত হায় !
বাড়িছে ঘন তিমির, পড়ে রক্তধার,
হত্যা রোধে হস্ত, আঁখি আঁধারে আঁধার।
যথা যবে বলশালী চর্ম্মকারগণ,
নিহত বৃষের চর্ম্ম করি' আকর্ষণ,
খুলে প্রাণপণে ; পরিশ্রমে না ডরায়,
বিদূষিত সর্ব্ব অঙ্গ শোণিত-বসায় ;
তেমতি সমরী সব চৌদিক বেষ্টিয়া,
আকর্ষিছে শবে, ঘর্ম্ম রুধিরে প্লাবিয়া।
সমদর্পে উভদল যুঝে প্রাণপণে,
লইতে সে দেহ পোতে, কিংবা ইলিয়নে।
অমরী পালাস্, যবে ক্রোধেতে কাতরা,
অথবা সে দেব, যাঁর কোপে জ্বলে ধরা,
এ দৃশ্য নিন্দিতে নারে ; গর্জ্জে হেন রণ
চারিদিকে ! যোভ্‌দেব ঘটান এমন।
　　নিজ পোতে একিলিস্ করে অবস্থিতি,
না জানিয়া এ ভীষণ দিনের দুর্গতি।
এখনও দেবীপুত্র, না ভাবিয়া মনে,
শায়িত সে পেট্রোক্লস্ ভূতল-শয়নে,
বিজয়ী বন্ধুর আগমন-প্রতীক্ষায়,
নানা মতে আয়োজন করেন বৃথায় ;
যদিও বিদিত তিনি ট্রয়ের সংহার,
না করে নির্ভর তাঁর করেতে সথার ;
তাঁরো নহে,—সে থিটিস্ প্রকাশে এমন ;
অবশিষ্ট কৃপা করি' রাখেন গোপন।

এখনো বেড়িয়া শব গর্জ্জিছে সমর ;
বীরগণ রক্তপাত করে পরস্পর।
ধিক্ সেই যোধে (কহে গ্রীক্ সেনাগণ)
পরিহরি' যুদ্ধ যেই করে পলায়ন !
আগে বসুন্ধরা দেবী ব্যাদানি' বদন,
সমগ্র গ্রিসীয়গণে করুন ভক্ষণ,
মরি আগে মোরা, তবে যেন শত্রু চয়,
ল'য়ে পেট্রোক্লসে্, পারে ঘোষিতে বিজয় !
কহে তারা হেন। কহে ট্রোজান্ এবার ;—
অর্প জয় যোভ্ ! কিংবা করহ সংহার।
ঝঞ্ঝনিল অস্ত্রাবলী ; হুঙ্কার ভীষণ,
অশনি-নিস্বন সম, ফাটায় গগন।
হেথা' দূরদেশে, পরিহরি' রণরঙ্গ,
করে অবস্থান একিলিসের তুরঙ্গ।
নিরখি' নয়নে তারা রথীর বিনাশ,
অতীব বিষাদভরে ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
প্রয়াস অটোমিডন পাইছে বৃথায়,
কশাঘাতি', রশ্মিটানি' চালা'তে দোঁহায় ;
না চলে হেলেস্পণ্টে অথবা সমরে,
রহে স্থির মর্ম্মভেদী বিষাদের ভরে ;
যথা গতিহীন গুরু সমাধি-মন্দির,
রচিত ভস্ম উপরে নর বা নারীর,
রহিল অটল ; কিংবা করে অবস্থান,
শুভ্র শিলা-বিনির্ম্মিত তুরঙ্গ সমান,
বীর-কীর্ত্তিস্তম্ভ 'পরে। অশ্রুবারিধার,
নীরবে বিশাল গণ্ড প্লাবিয়া দোঁহার,

তিতিছে মেদিনী। সেই কেশর সুন্দর,
খেলিত লহরী যাহা চারু গ্রীবা 'পর,
বিবর্ণ ধূসর এবে, ধূলাতে লুঠায় ;
নিম্নমুখ দোঁহে, আহা! ক্ষোভে ক্ষিপ্ত প্রায়।
নিরখি' দোঁহার দশা ব্যথিত হৃদয়ে
কহিলেন যোভ্ সম্বোধিয়া অশ্বদ্বয়ে ;—
রে অসুখী স্বরগের তুরঙ্গ যুগল!
নহ জরামৃত্যুবশ, কিবা তায় ফল!
মর নরে তোমা দোঁহা করিনু প্রদান,
ভুঞ্জিতে কি দুঃখমাত্র নশ্বর সমান ?
কত প্রাণী, ও অনিত্য বসুধা উপরে,
ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সদা বিচরণ করে,
কোন্ জীব, যারা ক্ষণ জীবিত কেবল,
মানব অপেক্ষা অন্ধ, দুখী ও দুর্ব্বল!
হ'লে হীন! কিন্তু ক্ষোভ কর পরিহার,
বহিতে প্রায়ামপুত্রে না হ'বে দোঁহার,
সমুজ্বল রথাসীন ; হরিল সে জন,
দিব্য বর্ম্ম ; অন্য ইচ্ছা না হ'বে পূরণ।
এখনি অসীম বল দানি' দোঁহাকারে,
স্থাপিব অমর-তেজঃ হৃদয় মাঝারে।
সারথি অটোমিডন্, তোমা দোঁহা নিয়া,
পলাইবে নিরাপদে সমর ত্যজিয়া।
এখনো ট্রোজানগণ, মম ইচ্ছাক্রমে,
বিনাশিবে শত্রুসেনা বিপুল বিক্রমে।
হেরিবেন দিবাকর ট্রোজানের জয়,
যাবৎ অবনী নহে অন্ধকারময়।

এত কহি' দেব, ত্বরা করিয়া প্রদান
সুরতেজঃ, হয়দ্বয়ে করে বলবান।
ত্বরিত তুরঙ্গযুগ, কেশর ঝাড়িয়া,
ধায় সমীরণবেগে, দীপ্ত রথ নিয়া;
দ্রুতবেগে বলী গৃধ্র পলায় তেমতি,
কলহংস-কোলাহলে উদ্বেজিত অতি।
পরিহরি' রণ দোঁহে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়,
কভু বা আক্রমে বেগে বিপক্ষ-সেনায়।
একাকী সারথি আছে স্যন্দন উপরে,
নাহি নাড়ে রশ্মি, কিংবা ভীম ভল্ল ধরে।
নিরখি' আল্‌সিমিডন, বিপদ তাঁহার,
অগ্রসরি' রথপাশে, কহিল এবার;
কোন্ দেব-বলে বীর! হ'য়ে বলবান,
একাকী বিপক্ষ মাঝে কর অবস্থান?
হায়! হত বন্ধু তব; হেক্টর্ কেশরী
গর্জ্জিছে একিলিসের দীপ্ত বর্ম্ম পরি'।
কহিল সারথি;—আহা! আজি শুভক্ষণে,
বীরেন্দ্র আল্‌সিমিডনে হেরিনু নয়নে!
এ হেন সারথি নাহি-গ্রীকের মাঝারে,
তব সম দিব্য অশ্ব দমিবারে পারে।
চালা'তেন পেট্রোক্লস্ জীবিত যখন;
আহা! নামমাত্র তাঁর জীবিত এখন!
এস মম স্থানে বীর! দিনু তব করে
অশ্বভার; নিজে আমি যুঝিব সমরে।
এতেক কহিল সূত। ত্বরান্বিত হ'য়ে,
আরোহে আল্‌সিমিডন্ করে রশ্মি ল'য়ে।

অবতরে সখা তাঁর। ট্রয়ের তপন
নিরখিয়া, ইনিয়সে কহিল বচন ;—
দৃষ্টিপথে, নাতি দূরে কর বিলোকন ;
রথিহীন দীপ্ত একিলিসের স্যন্দন !
ও দিব্য তুরঙ্গদ্বয়ে ধরিব ত্বরিতে,
দুর্ব্বল সারথিগণ না পারে রাখিতে।
সমরে কি র'বে স্থির হেন শত্রুগণ ?
মোদের বিজয় মিত্র ! কর আগমন।
এ বাক্যে ভিনস্-সুত অর্পিল সম্মতি।
পৃষ্ঠে দোঁহে ভীম ঢাল রাখে শীঘ্রগতি ;
উজ্বল পিত্তল জ্বলে উপরে তাহার,
নিম্নে শোভে বৃষচর্ম্ম, যেন বজ্রসার।
ধায় ক্রোমিয়স্, এরিটস্ অতঃপর ;
দিব্য অশ্ব-আশে মত্ত দোঁহার অন্তর।
বৃথা বশ যুবাযুগ, অলীক আশার,
বৃথা ধাও, না হইবে ফিরিবারে আর !
দাঁড়া'য়ে অটোমিডন্ সুধীর অন্তরে,
সাহসে নির্ভর করি', পরমেশে স্মরে ;
সহচর পানে ফিরি' কহে অতঃপর ;
কর অশ্বরশ্মি সখে ! সংযত সত্বর।
রাখহ প্রদীপ্ত রথ পশ্চাতে আমার,
সমূহ বিপদ, অরি সমরে দুর্ব্বার !
আসিছে হেক্টর্ ঐ ; ও বীর দুর্জ্জয়,
যাবৎ জীবন র'বে, রণে ক্ষান্ত নয়।
অতঃপর উচ্চে সূত করিল আহ্বান,
যুগল এজাক্স্ বীরে মহাবলবান,

আটরাইডিস্ সহ। এসহে হেথায়,
এস (ক'ন তিনি) হও বিপদে সহায়।
সুরক্ষিত মৃত জনে করি' পরিহার,
জীবিতে, শত্রুর হস্তে করহ উদ্ধার।
অসহায় মোরা, ভুজে হেন শক্তি নাই,
মহাবল ইনিয়স্-হেক্টরে খেদাই।
যদিও দুর্দ্ধর্ষ শত্রু, তথাপি সমর
করিব ; যা' করে যোভ্ জগত-ঈশ্বর।
এত কহি' ত্যজে বীর নারাচ ভয়াল ;
গর্জ্জি' শস্ত্র, অতিক্রমি' এরিটস্-ঢাল,
চারু কোটিবন্ধ তাঁর ত্বরা ছিন্ন করে ;
প্রবেশিল অতঃপর কুক্ষির ভিতরে।
যথা যবে অতি গুরু কুঠার ভীষণ,
তেজস্বী বৃষ-ললাট করয়ে ছেদন ;
যাতনা-কাতর বৃষ বেগে লাফাইয়া,
সঞ্চালে চরণ পরে, ভূতলে পড়িয়া ;
তেমতি পড়িল যুবা ; পলায় পরাণ ;
বক্ষঃ'পরে বিদ্ধ শস্ত্র হয় কম্পমান।
ট্রয়যোধ এবে অটোমিডনের প্রতি
হানিল বিকট বর্ষা ; সূত শীঘ্রগতি,
নত হয়ে পায় ত্রাণ। সে অস্ত্র গর্জ্জিয়া,
উড়িল আকাশে, তাঁর শিরঃ উলঙ্ঘিয়া।
বল-নিক্ষেপিত বর্ষা, বিন্ধি' ক্ষেত্র'পরে,
হইয়া বিফলশক্তি, কাঁপে থর থরে।
পুনঃ প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয় মাতিল সমরে ;
বিকট এজাক্স্-যুগ এবে অগ্রসরে ;

চকিত হেক্টর রথী শবেরে ত্যজিয়া,
পলায় স্বসেনাসহ, রণে ভঙ্গ দিয়া।
ল'য়ে শত্রুসজ্জা, কহে সে অটোমিডন :—
লহ পেট্রোক্লস্। এই তুচ্ছ উপায়ন।
যদিও সামান্য ইহা, অর্পি' এ বরম
করিলাম কথঞ্চিৎ ক্ষোভ উপশম।
বিনাশি' বন্য বরাহে ভয়ঙ্কর অতি,
মৃগরাজ ধরে যথা বিকট মূরতি ;
এক লম্ফে যোধ, উচ্চ রথে আরোহিয়া,
অরি-বর্ম্ম, অস্ত্রঢাল রাখে ঝুলাইয়া।
অমরী মিনার্ভা, স্বর্গ করি' পরিহার,
নামি' বেগে, রণানল জ্বালিল আবার ;
গ্রীক্ প্রতি হ'য়ে প্রীত কুলিশ-ধারণ,
সাহায্যিতে, কুমারীরে করেন প্রেরণ ;
যথা যবে যোভ্, ঘোষিবারে অমঙ্গল,
মেঘেতে বিস্তারে ধনুঃ স্থচারু উজ্জ্বল,
(প্রকাশিতে,—প্রভঞ্জন আসিবে অচিরে,
কিংবা ঘোর যুদ্ধে ধরা ভাসিবে রুধিরে) ;
ক্ষেত্রেতে কম্পিত হয় গৃহ-পশুগণ ;
ত্যজিয়া কর্ষণ চাষা করে আগমন ;
ধরি' সেইরূপ রূপ, মেঘেতে বেষ্টিয়া
নিজ দেহ, চলে দেবী ব্যোম-মধ্য দিয়া ;
ফিনিক্সের মূর্ত্তি ধরি', ধরাতে উতরি',
কহে দেবী স্পার্টানাথে সম্বোধন করি' ;
স্নেহপাত্র একিলিস্-সখার শরীর,
হইবে কি হেথা ভক্ষ্য শ্বাপদ-পক্ষীর ?

গ্রীসের এ অপকীর্ত্তি না হ'বে মোচন,
তোমারি অধিক,—তব তরে ঘটে রণ।
হে পিতঃ! (এট্রস্-সুত করিল উত্তর,)
বৃদ্ধ তুমি, জ্ঞানলাভ করেছ বিস্তর!
কি আর বাসনা র'বে অন্তরে আমার,
বিনা সে হিতৈষী প্রিয়জনের উদ্ধার?
মিনার্ভা যদ্যপি হায়! প্রেরি' নব বল,
এ দুর্ব্বল বাহু মম করেন সবল!
ডরি মোরা বহ্নিসম সে হেক্টর বীরে;
দেবেশ যোভের তেজঃ জ্বলে তাঁর শিরে!
অগ্র-সম্বোধনে দেবী প্রফুল্লিতা হ'য়ে,
সমর্পিয়া নব বল সে বীর-হৃদয়ে,
জ্বালিলেন প্রতিহিংসা; অন্তরে রাজার,
রোষ, রক্ততৃষা, বীর্য্য উদিল আবার।
যথা ভীম ভীমরূল ক্রোধে অন্ধ মন,
যদিও তাড়িত, তবু করে আক্রমণ,
(বায়ু-তাপোদ্ভব) রোষে সমীর-গমনে,
পুনঃ পুনঃ ফিরি' দংশে অপকারিগণে;
ভূপ আটরাইডিস্, সরোষে তেমতি,
ধায়, অবিরাম বর্শা হানি' শত্রুপ্রতি।
যুবা ট্রয়-যোধ তথা ছিল একজন,
নামেতে পোডিস্, ইটিয়নের নন্দন;
অতি ধনশালী, সদা নিঃশঙ্ক-অন্তর,
রাজপুত্র হেক্টরের প্রিয় সহচর!
পশে ভীম ভল্ল, ভেদি' কটিবন্ধ তাঁর,
পড়ে বলী যুবা, বর্ম্ম করিল ঝঙ্কার।

সহসা হেক্টর পাশে এপলো দাঁড়ায়,
এসিয়স্-পুত্র, ফিনিক্সের সম কায়,
(মহামতি এসিয়স্ সুখেতে শাসিত
এবিডস্‌রাজ্য, সিন্ধু-তীরে অবস্থিত।)
কুমার ! (কহেন দেব) শত্রু-বিত্রাসন !
কোন্ গ্রীক্ তব নামে ডরিবে এখন ?
সেই মেনিলস্ কাছে পরাস্ত হইলে,
নাডরে দুর্ব্বল যায়, সশস্ত্র দেখিলে !
একাকী শত্রুর সাজ হরে সেই জন
সদর্পে ! মোদের সেনা করে পলায়ন ;
সে দুর্ব্বল ভূপ নাশে পডিসে আবার,
তব প্রিয় অতি ! কোথা প্রতিহিংসা তার ?
শুনি' এ দারুণ বার্ত্তা ব্যথিত হেক্টর
ধায় শত্রুপানে, ক্রোধে কম্পিত অধর।
অনন্ত ঈশ্বর ঢাল কাঁপান এবার ;
ইডা-পার্শ্বস্থিত স্থল, ছায়াতে তাঁহার,
হইল আঁধার। ঘন জীমূত ভীষণ
আবরিল গিরি ; বজ্র করিল গর্জ্জন।
নড়িল পাহাড়মালা দিবেশের ভয়ে,
সুপ্রখর ইরম্মদে আলোকিত হয়ে।
সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরের কটাক্ষে কেবল,
নির্জ্জিত বিজয় লভে, হারে জেতৃদল !
কাঁপে গ্রীক্ ; পেনিলুস্ করে পলায়ন ;
যেমনি এ বিয়োসীয় ফিরায় বদন,
শত্রুপানে ধাবি' পোলিডেমাস্ দুর্ব্বার,
বিন্ধে ক্ষুদ্র ভল্লাঘাতে স্কন্ধদেশ তাঁর।

হেক্টরের ভীম অস্ত্রে আহত হইয়া,
পলায় লিটস্, বৃথা সে ভল্ল ধরিয়া,
এককালে বিন্ধে যাহা বহু শত্রু-হিয়া !

অনুগামী হেক্টরের বক্ষঃ লক্ষ্য করি'
হানে শল্য ইডোমেন্ মানবকেশরী।
ভাঙ্গিল উরস্ত্রে ঠেকি ফলক তাহার।
উল্লাসে ট্রয়ের সেনা করিল হুঙ্কার।
উচ্চরথে অবস্থিত ক্রিটের ঈশ্বরে,
প্রায়াম-নন্দন এবে বর্ষা লক্ষ্য করে ;
কিন্তু লক্ষ্য ত্যজি' অস্ত্র ধাবিয়া অচিরে,
নিপাতিল ভূমিতলে সখা সারথিরে
বীরেন্দ্র মেরিয়নের ;—সিরেনস্ নাম,
আসিল লিক্টস্ হ'তে করিতে সংগ্রাম।
ভূমে যুঝে মেরিয়ন্ ; হইত এবার,
নিশ্চয় হেক্টর-করে পতন তাঁহার ;
কিন্তু এ সারথি দ্রুত আসি' রথ নিয়া,
বাঁচায় প্রভুর প্রাণ, নিজ প্রাণ দিয়া।
গ্রীবাকর্ণ মধ্যে পশি' সে অস্ত্র ভীষণ,
চূর্ণি' দন্তপাঁতি, জিহ্বা করিল ছেদন।
পড়িল সারথি, ধরা প্রকম্পিত করি'
অসাড় শরীর, অশ্বরশ্মি পরিহরি'।
আনত হইয়া রশ্মি ধরি' মেরিয়ন্,
পলাইতে রণ ত্যজি' করিল মনন।
প্রবীণ ইডোমিনুস্ দিলেন সম্মতি ;
বাজে কশা মুহুঃ ; রথ ছুটে বায়ুগতি।

এজাক্স্ বুঝিল ঈশ্বরের অভিপ্রায়,
নিরখিয়া, জয়দান ট্রোজান সেনায়
করিছেন নিজে যোভ্। কহে টেলামন,
এট্রুস্-নন্দনে এবে করি' সম্বোধন ;—
কোন্ জন নাহি ভূপ ! নিরখিছে হায় !
অর্পিছেন জয় যোভ্ ট্রোজান সেনায় ?
বলী বা দুর্ব্বল হ'ক, যে হানিছে বাণ,
গ্রীকের হৃদয়ে বজ্রী সে অস্ত্র চালান।
ব্যর্থ মো'সবার ভল্ল ; যদিও নিয়ত,
বর্ষে বৃষ্টি সম, ঈশ করেন ব্যাহত।
ত্যজিলেন মো'সবায় যদি সুরপতি,
এস মোরা করি কার্য্য যেমন শকতি ;
এখনও হত বীরে করিয়া উদ্ধার,
পারি যদি ল'য়ে যেতে স্বদল-মাঝারি,
তরীতে বসিয়া যারা হতাশ হৃদয়ে,
শুনি' হেক্টরের নাদ কাঁপিতেছে ভয়ে।
ত্বরা করি' কোন বীরে করহ প্রেরণ,
নিবেদিতে পেলিডিসে এ বার্ত্তা ভীষণ ;
দূরদেশে অবস্থিত অমরী-কুমার,
না জানে নিশ্চয়, পেট্রোক্লস্ নাহি আর !
কিন্তু হেন বীরে কোন না পাই দেখিতে ;
উভসেনা পদাতিক রথী চারিভিতে,
নিমগ্ন গাঢ় আঁধারে। হে জগৎপতি !
চরাচর-পিতা ! শুন দাসের মিনতি ;
অপসারি' মেঘজাল ঘুচাও আঁধার,
দাও নিরখিতে, অন্য নাহি চাহি আর।

যদি ধ্বংস হয় গ্রীক্, কি পারি করিতে;
কিন্তু দিবালোকে দেব! দাও হে মরিতে।
করে অশ্রুপাত বীর; বচনে তাঁহার,
ত্বরিত হরিল বজ্রী সে ভীম আঁধার।
তখনি উদিল রবি আকাশ উজলি';
সমরীর তনুত্রাণে ঝকিল বিজলী।
এবে আটরাইডিস্! দেখ চারিদিক;
যদ্যপি জীবিত এণ্টিলোকস্ নির্ভীক,
প্রের তাঁয় ত্বরা, একিলিসেরে কহিতে
এ বার্ত্তা। এট্রস্‌পুত্র চলিল ত্বরিতে।
প্রবেশি' নিশাতে যথা বিকট কেশরী
ক্ষুধার্ত্ত, পলায় মেষশালা পরিহরি',
কৃষি নিকরের অস্ত্র সহি' বহুক্ষণ,
অতি ক্লান্ত, সর্ব্ব অঙ্গে বিদ্ধ প্রহরণ।
শত হস্ত বর্ষে অবিরল শরজাল,
প্রজ্বলিত চারিদিকে উজ্জ্বল মশাল;
অবশেষে সিংহ, প্রাতঃকালে অনিচ্ছায়,
ক্ষোভযুত, পরিশ্রান্ত, ধীরে ধীরে যায়;
আটরাইডিস্ রণ ত্যজিল তেমতি,
ক্লান্ততনু, অনিচ্ছায়, ধীরে ধীরে অতি।
লভে শত্রু পেট্রোক্লসে, এই আশঙ্কায়,
ব্যগ্রভাবে আজ্ঞা ভূপ অর্পিল সেনায়;—
প্রাণপণে শব রক্ষা কর যোধগণ!
নিহতের গুণগ্রাম করিয়া স্মরণ;
আহা! কত অমায়িক ও নিহত বীর,
বিনয়ী, করুণাপর, সরল, সুধীর!

আছিল ও যুবা হায়! বিদরে হৃদয়,
মৃত্যুকালে বীর, বন্ধু জীবন সময়!
এত কহি' ভ্রমি' ভূপ বিবিধ সেনায়,
ব্যগ্রভাবে চারিদিকে নয়ন ফিরায়।
যথা যবে বলশালী গৃধ্র পক্ষিবর,
বিহঙ্গমকুলে যার নয়ন প্রখর,
অতীব উন্নত শূন্যদেশ পরিহরি',
অবতরে প্রকম্পিত বন লক্ষ্য করি';
ধাবিত, শশকে আক্রমিয়া অতঃপর,
বিনাশে জীবন তার, মেঘের ভিতর;
সেইরূপ দ্রুতবেগে দৃষ্টিপাত তাঁর,
এদিকে ওদিকে, পশে বাহিনী মাঝার।
অন্বেষি' সে বীরে ভূপ হেরিল এবার,
বামভাগে সেনাসহ, করে মহামার।
কহিল ভূপতি তাঁয়,—এসহে ধার্ম্মিক!
শুনিতে ভীষণ বার্ত্তা, অতি মর্ম্মান্তিক।
সমর-পরিবর্ত্তন দেখেছ নয়নে;
দলিছে ইলিয়নীয়, একেয়ান্‌গণে!
এ নহে প্রচুর; আহা! চিরদিন তরে,
ত্যজিয়াছে পেট্রোক্লস্ গ্রীসীয়নিকরে!
শিবিরে হে বীরবর! যাইয়া সত্বর,
কর এ বারতা একিলিসের গোচর।
দেবীপুত্র, বন্ধুদেহ রক্ষিবে আসিয়া;
হেক্টর সে দিব্য সজ্জা নিয়াছে হরিয়া।
শুনি' এ দারুণ বার্ত্তা, যুবক প্রবর
দাঁড়ায় নীরবে; অশ্রু ঝরে দর দর।